প্রথম পরিচ্ছেদ

ইংলণ্ডেশ্বরের পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড ওয়ারিংটন গুরুতর রাজকার্য্যে পরিশ্রান্ত হইয়া তাঁহার প্রিয়বন্ধু সার অস্কার মীডের কেণ্টস্থ পল্লী-ভবনে কয়েক দিনের জন্ত বিশ্রাম করিতে গিয়াছিলেন। সার অস্কারের এই পল্লী-ভবনের নাম "ট্রানমায়ার কাসল"; ইহা সমুদ্রতটে অবস্থিত। গিরিসন্নিহিত মুক্ত প্রান্তরে নির্ম্মিত এই 'কাসলে'র নিকট লোকালয় ছিল না। সমুদ্রবক্ষঃ-প্রবাহিত অব্যাহত সুশীতল সমীরণ এই প্রাসাদোপম সমুন্নত হর্ম্মের সুপ্রশস্ত কক্ষসমূহে নিশিদিন হিল্লোলিত হইত। কর্ম্মশ্রান্ত জীবনের অবসর যাপনের পক্ষে ইহা পরম রমণীয় স্থান,—যেন প্রকৃতিদেবীর মনোরম বিরাম-নিকেতন।

লর্ড ওয়ারিংটন এই 'কাসলে' আসিয়া প্রত্যহই প্রভাতে সার অস্কারের অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, কোন কোন দিন সার অস্কারও তাঁহার সঙ্গে যাইতেন।

যে দিনের ঘটনা লইয়া এই আখ্যায়িকার আরম্ভ, সেই দিন প্রভাতে লর্ড ওয়ারিংটন একাকী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক অদূরবর্ত্তী পর্ব্বতাভিমুখে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ক্রোশাধিক পথ পর্য্যটন করিয়া যেমন 'কাসলে' প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পশ্চাদ্বর্ত্তী সমুদ্র-তটস্থিত গিরিচূড়া হইতে একটি সামুদ্রিক চীল সবেগে ঊর্দ্ধে উড়িয়া 'চী—চী' শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার পর সহসা নিম্নাভিমুখে অবতরণ পূর্ব্বক লর্ড ওয়ারিংটনের অশ্বের সম্মুখে 'ঝপ' করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল!

চীলের এই চীৎকারে, বিশেষতঃ তাহাকে সম্মুখে 'ঝপ' করিয়া বসিয়া সবেগে ডানা ঝাড়িতে দেখিয়া লর্ড ওয়ারিংটনের অশ্ব ভয় পাইয়া

হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল; তাহার পর এক দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।—লর্ড ওয়ারিংটন অশ্বের এই আকস্মিক উচ্ছৃঙ্খলতায় ঝোঁক সাম্‌লাইতে না পারিয়া তাহার পৃষ্ঠ হইতে সবেগে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আঘাত গুরুতর হয় নাই; কিন্তু তিনি উঠিবার চেষ্টা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার পদগ্রন্থিতে এরূপ বেদনা বোধ করিলেন যে, পা তুলিতেও তাঁহার কষ্ট হইল; উঠিতে গিয়া তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িলেন।

লর্ড ওয়ারিংটন যে স্থানে অশ্ব হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রায় বিশ গজ দূরে রাস্তার উপরেই একখানি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র কুটীর ছিল; গিরিপাদমূলে এই কুটীরখানি নির্ম্মিত বলিয়া লোকে তাহাকে 'গিরিকুটীর' বলিত। কুটীরখানি দেখিলে মনে হইত ইহাতে কেহ বাস করে না, পরিত্যক্ত কুটীর। একজন আধ্-পাগলা ইংরাজ কাপ্তেন, জাহাজের কাপ্তেনী ত্যাগ করিয়া পেন্সন লইয়া এখানে বাস করিবার জন্য এই গিরিকুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল; এবং কুটীরের তিন দিকে একটি সুরম্য উদ্যান প্রস্তুত করাইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল সেখানে বাস করিয়াছিল।—কাপ্তেন এই কুটীরে ত্রিশ বৎসর যাবৎ বাস করিয়া পরলোক গমন করিলে, সংস্কারের অভাবে কুটীরখানির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; যত্নের অভাবে বাগানটিও শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়াছিল।—কাপ্তেনের মৃত্যুর পর দশ বৎসরের মধ্যে আর কেহ এই কুটীরে বাস করে নাই; বাগানটিও অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে কোনও লোক অতি অল্প মূল্যে এই কুটীরখানি কিনিয়া লইয়া তাহার জীর্ণ-সংস্কার করে; এবং তন্মধ্যে যৎসামান্য তৈজস পত্রাদি ও গৃহসজ্জার উপকরণ রাখিয়া, কুটীরখানি বায়ু-পরিবর্ত্তনাভিলাষী প্রবাসীদের ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে। কেহ

কদাচিৎ দুই তিন মাসের জন্য তাহা ভাড়া লইত, কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ সময়েই 'পড়ো'-বাড়ীর মত পড়িয়া থাকিত।

আমাদের এই গল্পারম্ভের প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে একজন লোক সপরিবারে এখানে আসিয়া ছয় মাসের জন্য এই বাড়ীটি ভাড়া লয়। এই লোকটির নাম আউট্‌রাম। কৌতূহলী পল্লীবাসীরা সন্ধান লইয়া জানিল, লোকটি চিত্রকর; চিত্রবিদ্যার অনুশীলনের জন্যই সে এই নির্জ্জন স্থানে সস্ত্রীক আসিয়া বাস করিতেছিল।—লোকটি সুপুরুষ না হইলেও তাহার স্ত্রী পরমাসুন্দরী যুবতী। যুবতীকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারা যাইত, সে ইংরাজ-তনয়া।

আউট্রাম কোথা হইতে আসিয়া সমুদ্রতটবর্ত্তী এই নির্জ্জন গিরি-কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা কেহই জানিত না; এক দিন রাত্রিকালে তাহারা দুইটি মাত্র পোর্টম্যাণ্টো লইয়া এই কুটীরে উপস্থিত হইয়াছিল।

আউট্রাম এই বাড়ীর ভাড়া অগ্রিম দিয়াছিল। সে তাহার বাসায় কোনও পরিচারক নিযুক্ত করে নাই; অদূরবর্ত্তী গ্রামের একটি বৃদ্ধা প্রত্যহ সকালে ঘণ্টা-দুই থাকিয়া আউট্রামের সংসারের সকল কাজ শেষ করিয়া চলিয়া যাইত।—আউট্রাম ও তাহার স্ত্রী প্রায়ই জন-সমাজে মিশিত না। আউট্রাম কখন কখন নগরে তাহার প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কিনিতে যাইত, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তাহারা কুটীর ত্যাগ করিত না।

লর্ড ওয়ারিংটন যে সময় অশ্ব হইতে ভূপতিত হইলেন, ঠিক সেই সময় আউট্রাম তাহার দেউড়ীর বাহিরে দাঁড়াইয়া একটা সিগারেট টানিতে টানিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতেছিল। এই দুর্ঘটনা দেখিবামাত্র সে তাহার সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে লর্ড ওয়ারিংটনের সন্নিকটে উপস্থিত হইল; এবং ভূপতিত লর্ডকে সহানুভূতিভরে বলিল, "কি

সর্ব্বনাশ! আপনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছেন; আঘাত গুরুতর হয় নাই ত?"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "হাঁ, পায়ে বড় চোট্ লাগিয়াছে বটে, কিন্তু কোনও হাড় ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এমন বেদনা যে, পা নাড়িতে পারিতেছি না। বিষম বিভ্রাট বটে! আপনি যদি দয়া করিয়া ঘোড়াটাকে ধরিয়া আনিয়া আমাকে উহার পিঠে তুলিয়া দেন, তাহা হইলে আমি ধীরে ধীরে কাস্‌লে ফিরিয়া যাইতে পারি।"

আউট্রামের চক্ষু হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কাস্‌ল!—ট্রান্‌মায়ার কাস্‌ল কি?"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "হাঁ, ট্রান্‌মায়ার কাসলেই আমি অবস্থিতি করিতেছি।"

আউট্রামের কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল, সে শুনিয়াছিল, ইংলণ্ডেশ্বরের পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড ওয়ারিংটন কয়েক দিন হইতে ট্রান্‌মায়ার কাস্‌লে বাস করিতেছেন।

আউট্রাম বলিল, "আমার অনধিকার চর্চ্চা মার্জ্জনা করিবেন; আপনিই কি লর্ড ওয়ারিংটন, জানিতে আগ্রহ হইয়াছে।"

লর্ড বলিলেন, "হাঁ, আমারই নাম ওয়ারিংটন; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক—"

আউট্রাম ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি বলিল, "আপনাকে আর কিছু বলিতে হইবে না; অনুগ্রহের কথা কেন বলিতেছেন? ইহা ত আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমি ঘোড়াটা ধরিয়া আনিতেছি; কিন্তু আপনি ইহাতে চড়িবার চেষ্টা করিবেন না। যদি দৈবাৎ পুনর্ব্বার পড়িয়া যান, তাহা হইলে এবার আঘাত সাংঘাতিক হইতে পারে। না, এখন আর আপনার ঘোড়ায় চড়িয়া কাজ নাই।"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "কিন্তু আমাকে ত কাস্‌লে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

আউট্রাম বলিল, "সেজন্য চিন্তা কি, আপনি গাড়ীতে যাইবেন।"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "এখানে গাড়ী কোথায় পাইব?"

আউট্রাম বলিল, "এখানে না থাকিলেও কাস্‌লে গাড়ী আছে ত! যদি আপনি দয়া করিয়া আধ ঘণ্টার জন্য আমার কুটীরে বিশ্রাম করেন, তাহা হইলে, আমি আমার স্ত্রীকে আপনার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া আপনার ঘোড়ায় চড়িয়া কাস্‌লে উপস্থিত হইতে পারি। সেখানে গিয়া সার অস্‌কারকে সকল কথা বলিলেই, তিনি অবিলম্বে একখানি গাড়ী লইয়া আমার কুটীরে উপস্থিত হইতে পারিবেন; তখন তাঁহার সঙ্গে আপনি কাস্‌লে ফিরিয়া যাইবেন।—আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া যাইবে।"

লর্ড ওয়ারিংটন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিলেন, "আপনি আমার জন্য এত-খানি কষ্ট স্বীকার করিবেন! অপরিচিত পথিকের প্রতি সকলে এত-খানি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে না।"

আউট্রাম বলিল, "ইহাতে আর কষ্ট কি! লর্ড ওয়ারিংটনের ন্যায় সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীর কিঞ্চিৎ উপকার করিবার সুযোগ পাওয়া আমি সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় মনে করি।"

লর্ড ওয়ারিংটনের ঘোড়াটা অদূরে দণ্ডায়মান ছিল; আউট্রাম তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কুটীর-দ্বারে লইয়া গেল, এবং একটি খুঁটায় তাহাকে বাঁধিয়া অনুচ্চ স্বরে ডাকিল, "জুডিথ্!"

কথাটা বলিয়াই সে সভয়ে একবার অদূরবর্ত্তী লর্ড ওয়ারিংটনের দিকে চাহিল, মনে মনে বলিল, "না, উনি নিশ্চয়ই আমার কথা শুনিতে পান নাই; ফস্ করিয়া নামটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল!—ভবিষ্যতে আমাকে সতর্ক হইতে হইবে।"

আউট্রামের আহ্বানে একটী যুবতী কুটীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবতী পরমা রূপবতী; তাহার বয়স পঁচিশ বৎসরের

অধিক নহে ; কিন্তু মুখখানি দেখিয়া বিশ বৎসরের অধিক বয়স মনে হয় না। মুখ দেখিয়া মনে হয়, যুবতী অতি সরলা ও স্নেহপ্রবণ-হৃদয়া, দৃষ্টি স্থির ও সুকোমল, তাহাতে কুটিলতার লেশ মাত্র নাই।

যুবতী ঘোড়াটি দেখিয়া বলিল, "এ ঘোড়া কার?—এখানে ঘোড়া!"

আউট্‌রাম বলিল, "ঘোড়া লর্ড ওয়ারিংটনের।"—তাহার পরে সে চক্ষু টিপিয়া একটু ইসারা করিয়া বলিতে লাগিল, "লর্ড ওয়ারিংটন ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছেন ; খোঁড়া হইতে পারেন নাই, তবে পায়ে মোড়া লাগিয়া একটু যখম হইয়াছেন বটে।—আমি তাঁহাকে এখানে রাখিয়া কাস্‌লে তাঁহার জন্ম গাড়ীর ব্যবস্থা করিতে যাইতেছি।"

যুবতী মৃদুস্বরে বলিল, "সাহসে কুলাইবে কি! কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই ত?"

আউট্‌রাম হাসিয়া বলিল, "না, সে ভয় নাই ; বরং কিছু লাভেরই সম্ভাবনা আছে : কারণ, আমি এই সুযোগে কাস্‌লের ভিতরটা দেখিতে পাইব।"

যুবতী বলিল, "তোমার এখনও সে দিকে নজর আছে না কি?"

আউট্‌রাম বলিল, "নিশ্চয়ই আছে ; এ সকল কথা এখন থাক্‌। তুমি আমাদের বসিবার ঘরের কোচখানার উপর হইতে জিনিস-পত্র-গুলা সরাইয়া রাখ গে, আমি উঁহাকে আনিতে যাইতেছি।"

যুবতী বলিল, "আমাদের বাসায় আনিবে! কেন, বাসায় না আনিলেই কি চলিবে না?"

আউট্‌রাম বলিল, "চলিবে না কেন? আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—আঘাত তেমন গুরুতর নহে। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া কাস্‌লে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু আমিই নিজের সুবিধার জন্ম তাঁহাকে এখানে আনিতেছি। এখানে না আনিলে ত কাস্‌লের ভিতরটা দেখিবার সুযোগ পাইব না।—এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়?"

আউট্রাম আর সেখানে না দাঁড়াইয়া লর্ড ওয়ারিংটনের নিকটে চলিল।

তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আউট্রাম বলিল, "আমার কাঁধে ভর দিয়া আপনি কি আমার কুটীর পর্য্যন্ত যাইতে পারিবেন? অধিক দূর ত নয়, ঐ যে আমার বাসা।"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "বোধ হয় পারিব, চেষ্টা করিয়া দেখি ত।"

আউট্রামের স্কন্ধে ভর দিয়া লর্ড ওয়ারিংটন অতি কষ্টে গিরি-কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে আউট্রামের স্ত্রী পরম সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল।—লর্ড ওয়ারিংটন সেই সুন্দরী যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সহানুভূতি ও করুণা তাহার পদ্ম-নেত্রে সুপরিস্ফুট।

আউট্রাম লর্ড ওয়ারিংটনকে বলিল, "মহাশয়, ইনিই আমার স্ত্রী,—আমার জীবনের একমাত্র বন্ধন।"—তাহার পর সে তাহার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মেরী, ইনিই ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড ওয়ারিংটন। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লর্ড মহাশয় ঘোড়া হইতে পড়িয়া আহত হইয়াছেন। আমি কাস্‌লে গিয়া এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিয়া আসিব; আমি যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ উনি দয়া করিয়া এই গরীবের আতিথ্য গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন।"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "আপনাকে হঠাৎ অসুবিধায় ফেলিতে হইল, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়; কিন্তু এজন্য আমি কাহার নিকট কৃতজ্ঞ, জানিতে পারি কি?"

আউট্রাম সবিনয়ে বলিল, "এ অধীনের নাম আউট্রাম।"

লর্ড ওয়ারিংটন যুবতীকে বলিলেন, "আপনার স্বামী আমাকে আমার ঘোড়ায় তুলিয়া দিলে কোনও প্রকারে কাস্‌লে ফিরিয়া

যাইতে পারিতাম। কিন্তু তিনি আমাকে এখানে আনিবার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।—পাছে আপনাদিগকে কোনও অসুবিধায় ফেলি, ইহাই আমার ভয়।"

মিসেস্ আউট্‌রাম বলিল, "আপনি এ কি কথা বলিতেছেন? আপনি আমাদের কুটীরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য।—আপনি সঙ্কোচ ত্যাগ করুন; আমরা দু'টি মাত্র লোক, সুতরাং আমাদের স্থানের অভাব নাই; আমাদের কোনও অসুবিধা হইবে না।"

লর্ড ওয়ারিংটন আউট্‌রামের সঙ্গে একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন; আউট্‌রাম তাঁহাকে একখানি কৌচে সযত্নে শয়ন করাইল, এবং তাঁহার পদযুগল হইতে জুতা ও মোজা খুলিয়া লইল। মিসেস্ আউট্‌রাম একটি 'ষ্টোভে' তৎক্ষণাৎ এক গাম্‌লা জল গরম করিয়া লর্ড ওয়ারিংটনের পদে 'ফোমেণ্ট' করিতে লাগিল।

লর্ড ওয়ারিংটন যুবতীর এই সদয় ব্যবহারে একেবারে গলিয়া জল হইলেন। গৃহের বাহিরে যে এমন আদর যত্ন পাওয়া যাইতে পারে, তাঁহার সে ধারণা ছিল না।—তিনি মুক্তকণ্ঠে দম্পতি-যুগলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

মিসেস্ আউট্‌রাম প্রাণপণে অতিথি-সৎকার করিল। কূটবুদ্ধি বহুদর্শী প্রবীণ রাজপুরুষকেও ভুলাইবার কৌশল তাহার সুপরিজ্ঞাত ছিল।—বস্তুতঃ সে সময় যদি কেহ লর্ড ওয়ারিংটনকে বলিত, ইহারা দস্যু-দম্পতি, ছদ্মবেশে এখানে বাস করিতেছে, এবং ইউরোপের সকল দেশেই তাহাদের বিরুদ্ধে দুই চারিখানি গ্রেপ্তারী পরওয়ানা লইয়া সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভগণ চতুর্দ্দিকে তাহাদের অনুসন্ধানে ফিরিতেছে; তাহা হইলে লর্ড ওয়ারিংটন সে কথা বিশ্বাস করিতেন না।—এমন মিষ্টভাষী অতিথিপরায়ণ সদাশয় ভদ্র পরিবার দস্যু!

কিন্তু প্রকৃতই আউট্রাম ছদ্মনামধারী দস্যু। তাহার নাম চার্লস্ মেজর। রহস্য-লহরীর পঞ্চম উপন্যাস 'অগতির গতি'তে তাহার অন্য একটি অদ্ভুত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণ পূর্ব্বেই তাহার ও তাহার সুন্দরী সহধর্ম্মিণীর পরিচয় পাইয়াছেন। জুডিথ্ এই দস্যুর যোগ্য সহধর্ম্মিণী। চার্লস মেজরের বাসস্থান জিব্রল্টার।—জিব্রল্টারের অধিবাসীরা সাধারণতঃ 'পাহাড়ে বিচ্ছু' নামে ইউরোপে সুপরিচিত। সেই জন্য চার্লস মেজর 'বিচ্ছু' নামেই পরিচিত ছিল। এই পরিচয়ও সে গৌরবাত্মক মনে করিত। ইউরোপের সকল দেশের অধিকাংশ লোকেই 'বিচ্ছু ডাকাতে'র নাম জানে।—নদীয়া জেলার বদে বিশের ন্যায় বিচ্ছু ডাকাতের নামে ইউরোপের জনসাধারণ ভয় পাইত।

বিচ্ছুর প্রতিভা অস্বীকার করা যায় না; তাহার প্রতিভা বিপথ-গামিনী না হইলে পৃথিবীতে সে অসাধারণ লোক বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিত। সে ইউরোপের নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিল; প্রধান প্রধান ছয় সাতটি ইউরোপীয় ভাষায় সে অনর্গল আলাপ করিতে পারিত। ছদ্মবেশ ধারণে তাহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। বড় বড় ডিটেক্টিভগণেরও সাধ্য ছিল না—ছদ্মবেশে তাহাকে চিনিতে পারে। ছদ্মবেশে সে ভিন্ন দেশের লোক সাজিয়া, সেই সকল দেশের ভাষায় চমৎকার আলাপ করিতে পারিত। সে যেমন বুদ্ধিমান, সেইরূপ সাহসী। কোনও পাপানুষ্ঠানে তাহার কুণ্ঠা ছিল না, এবং কোনও দুষ্কর্ম্মে তাহার হৃদয়ে অনুতাপের সামান্য রেখাপাতও হইত না। কতবার সে পুলিশের হাতে ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছে, এবং কতবার সুনিশ্চিত মৃত্যু-কবল হইতে আশ্চর্য্য উপায়ে রক্ষা পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। অসুরের ন্যায় তাহার দেহে বল ছিল, এবং তাহার শরীর ইস্পাতের ন্যায় কঠিন ছিল। কোনও বিপদে সে কখন অধীর বা হতবুদ্ধি হইত না। তাহার মস্তিষ্কে যে সকল ফন্দী-ফিকির না আসিত, তাহা জুডিথের মাথায় আসিত;

এবং বহু সঙ্কটে সে তাহার স্বামীকে নিজের বুদ্ধিতে পরিচালিত করিত। এমন মণি-কাঞ্চন যোগ সর্ব্বদা দেখা যায় না!

তাহারা কত প্রকারে মনুষ্য-সমাজের আতঙ্কবর্দ্ধন করিয়াছিল, তাহার তালিকা উদ্ধৃত করিতে পারি,—তাহার উপযুক্ত স্থান এ পুস্তকে নাই। লণ্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা, বার্লিন, মাদ্রিদ, সেণ্টপিটার্সবর্গ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইউরোপীয় রাজধানী তাহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল। বস্তুত, তাহাকে দস্যু-সমাজের 'সম্রাট' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহারা এই সকল রাজধানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেলসমূহে ছদ্মবেশে বাস করিত, এবং কার্য্যোদ্ধার করিয়া হোটেলের প্রাপ্য দেনা শোধ না করিয়াই কৌশলে পুনর্ব্বার স্থানান্তরে 'চম্পট দান' করিত; মাস-দুই পরে হয় ত নূতন ছদ্মবেশে সেই সকল হোটেলে আসিয়া অসঙ্কোচে বাস করিত!

বাঙ্গালী আমরা, এ দেশে এই শ্রেণীর দস্যুর অস্তিত্ব আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। ভগবান করুন—অন্যান্য ইউরোপীয় পাপের সঙ্গে এই ভীষণ পাপ যেন কখনও আমাদের সমাজে প্রবেশ করিতে না পারে।

বিচ্ছু ও জুডিথ্ প্যারিস হইতে ছদ্মবেশে ইংলণ্ডে আসিয়া এই 'গিরি-কুটীরে' বাস করিতেছিল। প্যারিস হইতে পলাইয়া আসিবার বিশেষ কারণ ছিল। প্যারিসের একটি জুয়ার আড্ডায় একটি ধনাঢ্য যুবকের সহিত বিচ্ছুর পরিচয় হইয়াছিল। সেই যুবকটি জুডিথের রূপ-জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়ে; সুযোগ বুঝিয়া বিচ্ছু ও তাহার স্ত্রী যুবকটিকে রীতিমত 'দোহন' করিতে থাকে; অবশেষে তাহারা যুবকটির বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে বিদায় দানের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। এক দিন বিচ্ছু জুডিথের সহিত তাহাকে রসিকতা করিতে দেখিয়া সক্রোধে তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত করে, যুবক তৎক্ষণাৎ বিচ্ছুকে ছুরি মারে; এবং যুবকের বন্ধুরাও

পিস্তল বাহির করে। বিঙ্কু প্রস্তুত ছিল, সে যুবককে গুলী করিয়া দুভিদের সহিত এমন কৌশলে পলায়ন করিল যে, মৃত যুবকের দুইজন বন্ধুও তাহাদের অনুসরণ করিতে পারিল না।—এই ঘটনার পর দিনই 'গিরি-কুটীরে' 'সস্ত্রীক আউট্রামের আবির্ভাব! তাড়াতাড়িতে তাহারা তাহাদের অধিকাংশ দ্রব্য সামগ্রী প্যারিসে ফেলিয়া আসিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল—এই হত্যাকাণ্ডের আন্দোলন বন্ধ হইলে, দুই এক মাস পরে প্যারিসে প্রত্যাগমন করিবে। কিন্তু ইংলণ্ডের এই নিভৃত গিরিকুটীরে আসিয়াও তাহারা শিকারানুসন্ধানে বিরত হয় নাই।

বিঙ্কু ট্রানমায়ার কাসলে একবার লম্বাফট করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে স্বার নিকট আগ্রহ প্রকাশ করিত; সেখানে বহু ধন রত্ন আছে, ইহা তাহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনও দিন কাসলে প্রবেশ করিবার সুযোগ হয় নাই। কাসলটি বহুদূর বিস্তৃত; তাহার চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত উপবন। অপরিচিত দুর্গম স্থানে গোপনে প্রবেশ করিয়া বিপন্ন হইতে তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

এত দিনে তাহার কাসলে প্রবেশের সুযোগ উপস্থিত!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উন্মায়ার কাস্‌লের অধিস্বামী সার অস্কার মীড্‌ যৌবন-সীমা অতিক্রম করিলেও বিবাহ করেন নাই। ইংলণ্ডের দক্ষিণাংশে তাঁহার ন্যায় বড় জমীদার অতি অল্পই ছিলেন। সংসারে তাঁহার কোনও বন্ধন ছিল না; এবং অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও এত বয়স পর্য্যন্ত তিনি কি জন্য অকৃতদার ছিলেন, তাহা কেহই জানিত না। কিন্তু সকলেই তাঁহার সুচরিত্রের প্রশংসা করিতেন। বড় লোকের নানা প্রকার খেয়াল থাকে, তাঁহারও যে না ছিল—এরূপ নহে; কিন্তু তাঁহাকে বদখেয়ালী বলা যায় না। খ-পোতে গগন-মার্গে বিচরণ করা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান খেয়াল। বিমানবিহারে তৎকালে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার তিন খানি প্রকাণ্ড খ-পোত ছিল, ইহার একখানি তিনি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন! এই খ-পোতে তিনি কোন স্থানে না থামিয়া যত দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সমসাময়িক ইংরাজ বিমান-বিহারীগণের মধ্যে আর কেহ সেরূপ পারেন নাই।

লর্ড ওয়ারিংটন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইবার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে সার অস্কার তাঁহার একখানি মোটর-গাড়ী লইয়া দ্রুতবেগে গিরিপাদমূলে অগ্রসর হইলেন। লর্ড ওয়ারিংটনের দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া যে তিনি তাঁহার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন এরূপ নহে; প্রিয় বন্ধুর দুর্ঘটনার কথা তিনি জানিতেন না। লর্ড ওয়ারিংটন প্রভাতে ভ্রমণে বাহির হইলে তাঁহার নামে একখানি জরুরী সরকারী টেলিগ্রাম

আসিয়াছিল ; এই টেলিগ্রামের সংবাদ প্রদানের জন্যই সার অস্কার ওয়ারিংটনের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন।

সার অস্কার গিরি-কুটীরের অদূরে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, অল্পকাল পূর্ব্বে লর্ড ওয়ারিংটন তাঁহার যে ঘোড়াটি লইয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন—সেই ঘোড়ায় চড়িয়া একজন অপরিচিত লোক দ্রুতবেগে তাঁহার কাস্‌ল-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে!

পাঠক বুঝিয়াছেন, অশ্বারোহী স্বয়ং বিচ্ছু। সে লর্ড ওয়ারিংটনকে তাহার কুটীরে রাখিয়া অশ্বারোহণে সার অস্কারকে সংবাদ দিতে যাইতেছিল।

সার অস্কার বিচ্ছুকে চিনিতেন না, বিচ্ছুও কোনও দিন তাঁহাকে দেখে নাই ; কিন্তু অস্কার তাঁহার ঘোড়াটিকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, কোনও গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে।

তিনি বিচ্ছুকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার মোটর থামাইলেন, ব্যগ্রভাবে বিচ্ছুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি মহাশয়! লর্ড ওয়ারিংটন কোথায়? তাঁহার ঘোড়ায় আপনি কেন?"

বিচ্ছু অশ্বের রশ্মি সংযত করিল : সে বুঝিতে পারিল, আগন্তুক সার অস্কার ভিন্ন অন্য কেহই নহেন। তবে ত তাহার কাস্‌লে প্রবেশ করা হয় না, মধ্যপথ হইতেই বুঝি বা তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হয়! সে বড় দুঃখিত হইল ; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সে আত্মসংবরণ করিয়া তাহার টুপি খুলিয়া সার অস্কারকে অভিবাদন করিল, বলিল, "আপনিই কি সার অস্কার নীড্‌!"

সার অস্কার অধীর ভাবে বলিলেন, "হাঁ, আমিই সার অস্কার।—লর্ড ওয়ারিংটন কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেন বিলম্ব করিতেছ? তুমি কে?"

বিচ্ছু বলিল, "দুঃখের কথা কি বলিব, লর্ড মহাশয় হঠাৎ ঘোড়া

হইতে পড়িয়া অল্প আহত হইয়াছেন।—আঘাত গুরুতর নহে, চিন্তার কোন কারণ নাই। তিনি কাস্‌লে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না বুঝিয়া আমি তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া আমার কুটীরে রাখিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে যাইতেছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে পথেই আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল।—আমি লর্ড ওয়ারিংটনের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি; আমার স্ত্রী –"

সার অস্‌কার বাধা দিয়া বলিলেন, "তাঁহার আঘাত গুরুতর হয় নাই ত? ঠিক বল।"

বিস্কু বলিল, "সত্যই বলিতেছি, আঘাত অতি সামান্য; পা মচ্‌কাইয়া গিয়াছে বলিয়াই তিনি চলিতে পারেন নাই, হাড় ভাঙ্গে নাই। তিনি বলিতেছিলেন, ঘোড়ায় তুলিয়া দিলে তিনি ধীরে ধীরে কাসলে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছি। আমার বোধ হয় তাঁহাকে একখানি গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যাইলেই ভাল হয়।"

সার অস্‌কার বলিলেন, "হাঁ, তাহাই কর্ত্তব্য। তুমি যে তাঁহাকে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে দেও নাই—সে ভালই করিয়াছ। তাঁহাকে আমি এই গাড়ীতেই তুলিয়া কাস্‌লে লইয়া যাইব। আশা করি তোমার ঘর এখান হইতে অধিক দূরে নহে।"

বিস্কু বলিল, "বড় জোর এক পোয়া পথ হইবে। ঐ যে আমার ঘরের ছাদ দেখা যাইতেছে।"—বিস্কু গিরিকুটীর অভিমুখে অঙ্গুলি প্রসারিত করিল।

সার অস্‌কার সবিস্ময়ে বলিলেন, "ঐ গিরিকুটীর? ওঃ, তাহা হইলে আপনারই নাম বুঝি মিঃ আউট্‌রাম! আমি শুনিয়াছি আউট্‌রাম নামক একজন চিত্রকর বিদেশ হইতে আসিয়া এই গিরিকুটীরে বাস করিতেছেন;—আপনিই কি সেই চিত্রকর?"

বিষ্ণু সবিনয়ে বলিল, "হাঁ, আমারই নাম আউট্রাম। আপনি দয়া করিয়া আমার কুটীরে যাইবেন কি ?"

"নিশ্চয়ই"—বলিয়া সার অস্কার মোটর চালাইয়া দিলেন ; বিষ্ণুও অশ্বারোহণে তাঁহার পাশে পাশে চলিতে লাগিল। কুটীরদ্বারে আসিয়া সার অস্কার তাঁহার শকট হইতে নামিলেন ; বিষ্ণু ঘোড়াটীকে গেটের গরাদের সঙ্গে বাঁধিয়া, সার অস্কারকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিয়া লর্ড ওয়ারিংটনের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

লর্ড ওয়ারিংটন সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি এত শীঘ্র ফিরিলেন কিরূপে ? এত অল্প সময়ে কাস্‌লে গিয়া ত ফিরিয়া আসা যায় না !"

বিষ্ণু বলিল, "আমাকে কাস্‌ল পর্য্যন্ত যাইতে হয় নাই, সার অসকার আসিয়াছেন।"

ইতিমধ্যে সার অস্কার লর্ড ওয়ারিংটনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মিঃ আউট্রামের সহিত পথেই আমার দেখা। আমি মোটরে চাপিয়া এই দিকেই আসিতেছিলাম, আপনার দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি এখানে আসিতেছি। মিঃ আউট্রাম বলিতেছেন, আঘাত গুরুতর নহে ; কথাটা সত্য ত ?"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "পা মচ্‌কাইয়া গিয়াছে, আর কিছু হয় নাই। বোধ হয় আমাকে কয়েক দিন ঘরের ভিতর কয়েদ থাকিতে হইবে ; ডাক্তার শয্যা ত্যাগ করিতে দিবেন কি না সন্দেহ। ইহা ভাবনার কথা বটে ; কিন্তু মিসেস্ আউট্রামের শুশ্রূষা-গুণে আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছি।"

সার অস্কার একবার বক্রদৃষ্টিতে জুডিথের মুখের দিকে চাহিলেন। লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। বিষ্ণু এই অবসরে তাহার স্ত্রীকে সার অস্কারের সহিত পরিচিত করিল।

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "মিসেস্ আউট্রাম আর তাঁহার স্বামী আমার প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছেন—সে কথা আর কি বলিব!—মিসেস্ আউট্রামের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, এরূপ শক্তি আমার নাই। তুমি ত জান আমি চিরদিনই কমবক্তা। আধ-ঘণ্টায় দশ খানি চিঠি লিখিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু দু' কথা গুছাইয়া বলিতে হইলেই গলদ্‌ঘর্ম্ম হই!"

সার অস্‌কার বলিলেন, "আপনার চিঠি লেখার কথা শুনিয়া একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। আজ সকালে আপনি বেড়াইতে বাহির হইবার অল্পক্ষণ পরে আপনার একখানি টেলিগ্রাম আসিয়াছে। টেলিগ্রামটার তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে, ভাবিয়া আমি মোটরে চড়িয়া আপনার সন্ধানেই এই দিকে আসিতেছিলাম। পথিমধ্যে মিঃ আউট্রামের সহিত সাক্ষাৎ; আপনার বিপদের সংবাদ পাইয়া টেলিগ্রামের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম! যাহা হউক, উহা আমি সঙ্গেই লইয়া আসিয়াছি; যদি তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়ার আবশ্যক হয়, তবে কাস্‌লে ফিরিয়া যাইবার সময় টেলিগ্রাফ আফিস হইয়া যাইলেই চলিবে।"

লর্ড ওয়ারিংটন টেলিগ্রামখানি হাতে লইয়া খুলিলেন। অতি দীর্ঘ টেলিগ্রাম!—টেলিগ্রাম খুলিয়া লর্ড ওয়ারিংটন মাথা নাড়িলেন; বলিলেন, "না, এখানে এ টেলিগ্রাম পড়িবার চেষ্টা করা বৃথা। ইহা সাঙ্কেতিক টেলিগ্রাম; সাঙ্কেতিক বর্ণমালার পুস্তক আমি কাস্‌লে রাখিয়া আসিয়াছি, তাহা না দেখিলে ইহার অর্থ বোধগম্য হইবে না।"

সার অস্‌কার বলিলেন, "তাহা হইলে ত আমাদিগকে অবিলম্বেই কাস্‌লে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমার মোটরখানা কুটীরের বহি-র্দ্বারে আছে, আপনি সে পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে পারিবেন, না আপনাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইতে হইবে?"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "আমি চলিতে পারিব না, তবে তোমাদের দুই জনের দুই কাঁধে ভর দিয়া ঝুলিয়া যাইতে পারি।"

সার অস্‌কার বলিলেন, "তবে তাই চলুন। গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় ডাক্তারকে সঙ্গে লইব। ডাক্তারকে না দেখাইলে বেদনা দূর হইতে বিলম্ব হইবে। আপনার ত এখানে বেশী দিন পড়িয়া থাকিলে চলিবে না।"

লর্ড ওয়ারিংটন প্রস্থানোদ্যত হইয়া জুডিথের সহিত করকম্পন করিলেন, বলিলেন, 'বিদায় মিসেস্ আউট্‌রাম! আপনার দয়ার কথা আমি কখন ভুলিব না। আমার কষ্ট লাঘবের জন্য আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। আমি শীঘ্রই লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিব; আশা করি তৎপূর্ব্বে আর একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব।"

অনন্তর তিনি বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনিও আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। আপনি আমার বিপদকালে সাহায্য না করিলে আমাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইত। আপনি ও আপনার গুণবতী স্ত্রী যদি লণ্ডনে যান, তাহা হইলে আপনারা দয়া করিয়া আমার বাড়ী যাইবেন। লণ্ডনে আপনাদের সহিত দেখা হইলে অত্যন্ত আনন্দিত হইব।"

বিষ্ণু অস্ফুট স্বরে সম্মতি প্রকাশ করিল। তাহার পর লর্ড ওয়ারিংটন তাহার ও সার অস্‌কারের স্কন্ধে ভর করিয়া কুটীরের বহির্ভাগে আসিয়া মোটরগাড়ীতে আরোহণ করিলেন।—ঘোড়াটি তখনও সেখানে বাঁধা ছিল।

সার অস্‌কার বিষ্ণুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি কাসলে ফিরিয়া গিয়া একজন সহিস পাঠাইয়া দিব; ঘোড়াটা তাহার সঙ্গে দিবেন।"

বিচ্ছু তৎক্ষণাৎ মনে মনে একটা মতলব ভাঁজিয়া লইল; বলিল, "আর কষ্ট করিয়া সহিস পাঠাইবার আবশ্যক কি? আজ বৈকালে আমিই ঘোড়াটা রাখিয়া আসিব। আপনার দামী ঘোড়া বটে, কিন্তু আমিও নিতান্ত 'আনাড়ী', সোয়ার নহি।"

সার অস্‌কার বিচ্ছুর কথা শুনিয়া হাসিলেন, বলিলেন, "আপনি যে ভাল সোয়ার তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি যখন আমার ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়েই বুঝিয়াছিলাম, আপনি একজন পাকা ঘোড়সোয়ার।—সে জন্য আমার কোনও চিন্তা নাই; কিন্তু আপনি কেন অনর্থক কষ্ট করিবেন?"

বিচ্ছু বলিল, "না, ইহাতে আমার কোনও কষ্ট হইবে না, বরং আমার আনন্দই হইবে। অনেক দিন ভাল ঘোড়ায় চড়ি নাই, তাই আপনার ঘোড়াটিতে চড়িয়া যাইবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে।"

সার অস্‌কার তাঁহার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া সময়টা দেখিয়া লইলেন; তাহার পর বিচ্ছুকে বলিলেন, "এখন বেলা সাড়ে বারটা; বেলা দুইটার সময় আমরা আহার করি। আপনি সেই সময়ে আমার কাসলে গিয়া আমার সহিত ভোজনে যোগদান করিলে বড় সুখী হইব। পারিবেন কি?"

বিচ্ছুর চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "সে ত আমার পরম সৌভাগ্যের কথা!"

সার অস্‌কার সোৎসাহে বলিলেন, "তবে এই কথাই স্থির থাকিল; আমি বেলা দুইটার সময় আপনার জন্য অপেক্ষা করিব। আপনি ও আমি ভিন্ন খানার টেবিলে তৃতীয় ব্যক্তি থাকিবে না; কারণ, লর্ড ওয়ারিংটনকে ডাক্তার বিছানা হইতে উঠিতে দিবেন, এ আশা নাই। আমি মিসেস্ আউট্‌রামকেও নিমন্ত্রণ করিতাম; কিন্তু দুঃখের সহিত

বাসিতে হইতেছে, এখন আমার কাস্‌লে কোনও স্ত্রীলোক নাই, সুতরাং সেখানে যাওয়া তিনি বোধ হয় সঙ্গত মনে করিবেন না।—স্মরণ রাখিবেন, বেলা দুইটার সময় আপনাকে চাই।"

সার অস্‌কার গ্রামের অভিমুখে মোটরখানি পরিচালিত করিলেন। বিঙ্কু সোৎসাহে জুডিথকে বলিল, "খুব কৌশলে কাজ উদ্ধার করা গিয়াছে।—তবু তুমি বল আমার বুদ্ধি নাই, আমি নিরেট বোকা! তোমার মাথায় এমন ফন্দী কখনও গজাইত কি?"

জুডিথ বলিল, "কোন্ ফন্দীর কথা বলিতেছ?—এত ফূর্ত্তি কেন?"

বিঙ্কু বলিল, "সার অস্‌কার আজ দুপুরে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, বেলা দুইটার সময় তাঁহার খানার টেবিলে যোগদান করিতে হইবে। কাস্‌লে প্রবেশ করিয়া অন্ততঃ দুই ঘণ্টাও ত সেখানে থাকিতে পারিব। যাহার চক্ষু আছে, দুই ঘণ্টার মধ্যেই সে কত জিনিস দেখিতে পায়! এই দুই ঘণ্টার মধ্যেই আমি দেখিয়া লইব—কোন্ পথে কি উপায়ে গোপনে কাস্‌লে প্রবেশ করিতে পারা যায়; কি উপায়েই বা কাজ শেষ করিয়া অন্তের অলক্ষ্যে সরিয়া পড়া সম্ভব। অবশ্য, কোন্ কক্ষে ধনরত্নাদি আছে এই সময়ের মধ্যেই সে সন্ধানও যে না পাইব, এরূপ মনে করিও না।"

স্ত্রীর সহিত কয়েক মিনিট নানা কথার আলোচনা করিয়া বিঙ্কু সাজ-পোষাকে মনঃসংযোগ করিল; এবং তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, সার অস্‌কারের অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক যখন সে কাস্‌ল অভিমুখে যাত্রা করিল, তখন বেলা পৌনে দুইটা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ডানমায়ার গ্রাম হইতে সার অস্কারের কাস্‌ল প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই কাস্‌লের চতুর্দ্দিকে একটি সুপ্রশস্ত উপবন ছিল।

বিচ্ছু বেলা দুই ঘটিকার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে এই উপবন প্রান্তে উপস্থিত হইল; এবং সাবধানে চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করিতে করিতে কাস্‌লের ফটকের দিকে চলিল।—রাত্রে চুরি করিয়া পালাইতে হইলে কোন্ দিক দিয়া পলায়ন করা সহজ হইবে,—তাহাও সে অবিলম্বে স্থির করিয়া লইল।

কাস্‌লের সম্মুখে আসিয়া সে জানালাগুলি লক্ষ্য করিতে লাগিল; তাহার পর মনে মনে বলিল, "বাহিরের যাহা যাহা দেখিবার, তাহা ত দেখিয়া লইয়াছি; এখন ভিতরটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করা চাই।"

কাস্‌লের ফটকে কোনও লোক ছিল না; বিচ্ছু অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ঘণ্টার দড়ি ধরিয়া টানিল। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ বৎসরের একটি 'বয়' তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল।—বয়টি সর্দ্দার খানসামা।

সর্দ্দার খানসামা এই অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না; কারণ, এই সময়ে বিচ্ছু আসিবে—এ কথা সার অস্কার তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন।

বিচ্ছু সর্দ্দার খানসামাকে বলিল, "আমার নাম মিঃ আউট্‌রাম;

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"গ্রিকুটীরে আমার বাস।—সার অপকার বোধ হয় আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন ?"

সর্দ্দার খানসামা সবিনয়ে বলিল, "হাঁ, মহাশয়! আমার মনিব বলিয়াছেন দু'টার সময় আপনি আসিবেন। আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আমি বাহিরে আসিতেছিলাম, এমন সময় ঘণ্টার আওয়াজ শুনিয়া বুঝিলাম আপনি আসিয়াছেন।"—অনন্তর একজন সহিসকে ডাকিয়া ঘোড়াটা আস্তাবলে লইয়া যাইবার আদেশ করিয়া, সে যথারীতি বিষ্ণুর টুপি ও হাতের দস্তানা খুলিয়া লইয়া তাহাকে সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত ধূমপানের কক্ষে লইয়া গেল। বড় বড় সাহেবদের তামাক খাইবার স্বতন্ত্র ঘর থাকে! তামাক-খোর সাহেবরা এই ঘরে বসিয়া মনের সুখে পাইপ টানেন। আজকাল অনেক সাহেব আয়েস করিয়া গড়গড়া টানেন; পাইপে আর মন উঠে না। সার অপকারের গড়গড়ায় ধূমপানের অভ্যাস থাকিলে, বিষ্ণু সেখানে হীরা মুক্তা-খচিত সোনার গড়গড়া দুই একটি দেখিতে পাইত।—কিন্তু তখনও ইংলণ্ডে গড়গড়ার তেমন রেওয়াজ হয় নাই।

সর্দ্দার খানসামা বলিল, "আমি আপনাকে এখনই আমার মনিব মহাশয়ের নিকট লইয়া যাইতাম, কিন্তু তিনি এখন লর্ড ওয়ারিংটনের শয়ন-কক্ষে আছেন। দুইচারি মিনিটের মধ্যেই তিনি নীচে আসিবেন। এই সময়টুকু আপনি এই কক্ষে বিশ্রাম করুন।—আহারের পূর্ব্বে আপনার বোধ হয় ক্ষুধাটাকে একটু চাঙ্গা করিয়া লইবার অভ্যাস আছে; বলুন কি আনিব, স্যাম্পেন, সেরী, না আর কিছু ?"

বিষ্ণু হাসিয়া বলিল, "ধন্যবাদ! না থাক, ও সকলের কিছুই আবশ্যক নাই; আমার ক্ষুধাকে 'চাঙ্গা' করিবার দরকার হয় না, তবে শরীরটাকে একটু পরিষ্কার করিয়া লইবার আবশ্যক হইয়াছে বটে। আঃ—রাস্তায় কি ধূলা!—এত ধূলায় কি দুপুরে রোদে ঘোড়ায় আসা ভদ্রলোকের

পোযায় ? ধূলাতে একেবারে ভূত সাজিয়াছি ! হাত মুখ মাথাটা ধুইয়া ফেলিতে চাই, এখানে তাহার কোনও ব্যবস্থা আছে কি ?"

সর্দ্দার খানসামা বলিল, "নিশ্চয়ই আছে। আমার মনিবের মত সৌখিন বড়লোক এ দেশে কয়জন আছেন ?"

সর্দ্দার খানসামা বিচ্ছুকে লইয়া দ্বিতলের একটি 'গোসল্‌খানায়' প্রবেশ করিল। সুশিক্ষিত খানসামা তৎক্ষণাৎ গরম ও ঠাণ্ডা জলের চৌবাচ্চার নলের মুখ খুলিয়া দিয়া, টেবিলের উপর বাল্‌তির কাছে একখানি বকপক্ষশুভ্র তোয়ালে রাখিয়া দিল। তাহার পর বিনা-বাক্যব্যয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

বিচ্ছু পশ্চাতে রুদ্ধ দ্বারের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। তাহার পর তোয়ালেখানা জলে ভিজাইয়া তাহাতে হাত মুখ মুছিল। অনন্তর সে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বার অল্প ফাঁক করিল; এবং একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া লঘু পদবিক্ষেপে সেই কক্ষ হইতে বারান্দায় উপস্থিত হইল। বারান্দার পাশে সারি সারি কক্ষ, সুপ্রশস্ত কক্ষদ্বার। বিচ্ছু সেই সকল কক্ষের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে চলিল।

একটি কক্ষের সম্মুখে আসিয়া সে থামিল, এবং এদিকে-ওদিকে চাহিয়া কক্ষদ্বারের স্ফটিক গোলক স্পর্শ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে কক্ষদ্বার খুলিয়া গেল; বিচ্ছু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। সে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াই হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল, কোনও অদূরবর্ত্তী কক্ষে যেন কাহারা কথা কহিতেছে।

বিচ্ছু যে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা পরিচ্ছদাগার; এই পরিচ্ছদাগারের পরেই লর্ড ওয়ারিংটনের শয়নকক্ষ। পরিচ্ছদাগার ও শয়নকক্ষের মধ্যে একটি দ্বার ছিল। এই দ্বারটি অর্দ্ধোন্মুক্ত ছিল; সেই দ্বার দিয়া লর্ড ওয়ারিংটনের শয়নকক্ষের কথাবার্ত্তা বিচ্ছুর শ্রবণগোচর

হইয়াছিল। সেই কক্ষে লর্ড ওয়ারিংটনের সহিত সার অস্কার গল্প করিতেছিলেন।

সার অস্কার লর্ড ওয়ারিংটনকে তাঁহার মোটরে তুলিয়া লইয়া গ্রামের ভিতর দিয়া কাস্‌লে ফিরিতেছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; পথিমধ্যে তাঁহারা ডাক্তারকেও গাড়ীতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। ডাক্তার কাস্‌লে আসিয়া লর্ড ওয়ারিংটনের বেদনাপ্লুত পদগ্রন্থি পরীক্ষা করেন; তিনি যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক সপ্তাহের জন্য স্থাবরবৎ শয্যায় নিপতিত থাকিবার ব্যবস্থাটি সর্ব্বপ্রধান!

লর্ড ওয়ারিংটনকে শয়ন করাইয়া যথারীতি ঔষধাদি প্রয়োগের পর ডাক্তার প্রস্থান করিলে, লর্ড ওয়ারিংটন সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার আফিসের বাক্স আনিতে আদেশ করিলেন। বাক্সটি আনীত হইলে তিনি ভৃত্যকে দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন; এবং সেই কক্ষে অন্যের প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জানাইলেন।

অনন্তর লর্ড ওয়ারিংটন বাক্স খুলিয়া সাঙ্কেতিক বর্ণমালার (secret code) পুস্তকখানি বাহির করিলেন; পররাষ্ট্র-বিভাগের আফিস হইতে যে টেলিগ্রাম আসিয়াছিল, সাঙ্কেতিক বর্ণমালার সাহায্যে তিনি তাহার পাঠ উদ্ধার করিতে লাগিলেন।

টেলিগ্রামখানি পাঠ করিয়া লর্ড ওয়ারিংটন বৈদ্যুতিক ঘণ্টা স্পর্শ করিলেন; দ্বারবান দ্বার ঠেলিয়া মাথা বাহির করিয়া দিলে লর্ড ওয়ারিংটন তাহাকে বলিলেন, "সার অস্কারকে বল—আমি তাঁহার সঙ্গে এখনই একবার দেখা করিতে চাই।"

সার অস্কার লর্ড ওয়ারিংটনের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলে, লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "তোমার আহারে ব্যাঘাত ঘটাইলাম বুঝি?"

সার অস্কার বলিলেন, "না, মিঃ আউট্রাম এখনও আসিয়া

পৌছেন নাই ; অন্ততঃ আমি এখানে আসিবার সময় তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। এতক্ষণ হয় ত তিনি আসিয়া থাকিতে পারেন, যেন ঘণ্টার আওয়াজ শুনিলাম।"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "তবে তুমি তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে যাও, আহারের পর বরং তোমার সহিত পরামর্শ করিব। আমি এত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম যে, তোমার আহারের সময় হইয়াছে এ কথা স্মরণ হয় নাই ; খানিক বিলম্ব হইলেও কোন ক্ষতি নাই। এমন কথা নয় যে, আহার বন্ধ করিয়া শুনিতে হইবে।"

সার অস্‌কার বলিলেন, "তাড়াতাড়ি কি ? আপনার কি কথা বলুন না।"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "কথাটা সামান্য। আজ সন্ধ্যার সময় তোমার মোটরে করিয়া আমাকে তুমি লণ্ডনে পৌছাইয়া দিতে পারিতেছ কি না জানিতে চাই।"

সার অস্‌কার লর্ড ওয়ারিংটনের কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন ! মিনিটখানেক বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; তাহার পর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আপনি ক্ষেপিয়াছেন, না, আমি কালা হইয়াছি ? আপনি আজ সন্ধ্যার সময় লণ্ডনে যাইবেন, ইহা কি সম্ভব, না সঙ্গত ? ডাক্তার আপনাকে সাত দিন শয্যাত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন না ? মাটিতে পা দিতে পারিবেন না, আর লণ্ডনে যাইবেন ? আমি এইমাত্র ডোভারে একটা টেলিগ্রাম করিলাম, শীঘ্রই শুশ্রূষাকারিণী আসিয়া আপনার পরিচর্য্যার ভার লইবে। আপনি ডাক্তারের কথা অগ্রাহ্য করিলে পরে পস্তাইবেন ; হয় ত একেবারে পঙ্গু হইয়া যাইবেন।"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন "তোমার যে যুক্তি, তাহা বালকেও বুঝিতে পারে। যুক্তি অকাট্য বটে ; কিন্তু আজ রাত্রেই আমাকে লণ্ডনে

করিতে হইবে। দেশের কাজ ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা বা সুখদুঃখের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না।"

সার অস্কার বলিলেন, "কেন! এমন কি জরুরী কাজ? দেশের এমন কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত?"

লর্ড ওয়ারিংটন টেলিগ্রামখানি বাক্স হইতে বাহির করিলেন; তাহা খুলিয়া বলিলেন, "এই টেলিগ্রামে লেখা আছে, আমাদের যে গুপ্ত রিপোর্ট খানিতে আমার স্বাক্ষরের আবশ্যক, আজ রাত্রি আটটার সময় তাহা আমার স্বাক্ষরিত হওয়াই চাই।"

সার অস্কার বলিলেন, "আজ উহাতে আপনার স্বাক্ষর না হইলেই কি চলিবে না? আপনি সুস্থ হওয়া পর্য্যন্ত বিলম্ব করিলে কি কোনও ক্ষতির আশঙ্কা আছে?"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "হাঁ, আজই উহাতে আমার স্বাক্ষর চাই, কারণ কাল অপরাহ্ণে মন্ত্রণাসভায় উহা পেশ করিতে হইবে। আমার স্বাক্ষর ব্যতীত মন্ত্রণাসভায় উহা পেশ হইতে পারে না, সুতরাং বুঝিতেছ আজ রাতে না হউক, কাল মধ্যাহ্নেই উহা আমাকে স্বাক্ষরিত করিতে হইবে।"

সার অস্কার বলিলেন, "এমন সঙ্গীন মাথার উপর ঝুলাইয়া এখানে বেড়াইতে আসিয়াছেন, লণ্ডন হইতে আসিবার সময় তাহা কি জানিতেন না?"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "রিপোর্টে আমাকে সহি করিতে হইবে তাহা জানিতাম; কিন্তু আমার লণ্ডনে ফিরিবার পূর্ব্বেই যে হঠাৎ উহা মন্ত্রণা সভায় পেশ করিবার আবশ্যক হইবে, এরূপ সন্দেহ তখন হয় নাই।"

সার অস্কার বলিলেন, "তবে উহা হঠাৎ এখন মন্ত্রণা-সভায় পেশ করিবার কি কারণ ঘটিল?"

সার অস্কার লর্ড ওয়ারিংটনকে যখন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠিক সেই সময় পূর্ব্বোক্ত কক্ষে বিঙ্কুর আবির্ভাব হইল। বিঙ্কু আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে কান পাতিয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিতে লাগিল।

লর্ড ওয়ারিংটন সার অস্কারকে বলিলেন, "এ সকল কথা বাহিরের কোনও লোককে বলা যায় না, তবে তোমাকে বলিতে বাধা নাই; কারণ আমি জানি তুমি এ সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।"

এইটুকু শুনিয়াই বিঙ্কুর হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল, আশায় ও আনন্দে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে জানিত, রাজকীয় গুপ্ত সংবাদ অত্যন্ত মূল্যবান সামগ্রী, তাহা সুবিধা মত বিক্রয় করিতে পারিলে আশাতীত অর্থলাভ হয়।—লর্ড ওয়ারিংটন সার অস্কারকে কি গুপ্ত কথা বলিবেন, শুনিবার জন্য বিঙ্কু অধীর হইয়া উঠিল; সে নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে দ্বার-প্রান্তে অগ্রসর হইয়া অখণ্ড মনোযোগ সহকারে উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

লর্ড ওয়ারিংটন অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে বলিতে লাগিলেন, "তুমি বোধ হয় জান, গত দুই বৎসর হইতে একটা কথা উঠিয়াছে, আমাদের স্বদেশ রক্ষার জন্য যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাতে অনেক ত্রুটী আছে। আমাদের দেশের অনেক রাজনীতিক এই সকল ত্রুটীর উল্লেখ করিয়া অনেকবার অনেক কথার আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের রণতরী ও কামান বন্দুকের বর্ত্তমান অবস্থা, আমাদের সৈন্য-সংস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে দেশের অনেক লোকেই কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন। এমন কি, গগনবিহারোপযোগী যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও আমরা ইউরোপের অন্যান্য প্রধান জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারি নাই, এ কথাও অনেককে বলিতে শুনা গিয়াছে। সমুদ্রের

ইশ্বরী গ্রেট বৃটেন চিরদিন সমুদ্রে তাঁহার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবেন, ইহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য; এবং এ বিষয়ে আমরা কোনও জাতি অপেক্ষা হীন হইব না, ইহাই আমাদের জাতীয় জীবনের সাধনা। কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষী সমালোচকগণের ধারণা, এই সাধনায় আমার কিছু উদাসীন হইয়াছি।

"প্রায় তিনমাস পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় মন্ত্রণা সভায় 'কমিটি-কমিটী' সংগঠন করেন; সেই কমিটীতে সমর-সচিব, নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ, এবং আমি সদস্য নির্ব্বাচিত হই; এই সকল অভিযোগের মূলে কোনও সত্য আছে কি না, তাহাই নির্ণয়ের ভার আমাদের উপর ন্যস্ত হয়। আমরা যথারীতি তদন্ত আরম্ভ করি; নৌ-বিভাগের ও সমর বিভাগের কোন কোনও প্রধান কর্ম্মচারীকে নানারূপ প্রশ্ন করি; কতকগুলি সেনানিবাস, বন্দর, কামান, বন্দুক ও গোলা-গুলি নির্ম্মাণের কারখানা পরিদর্শন করি; এবং আমাদের অভিজ্ঞতার ফল বিবৃত করিয়া একটি রিপোর্ট লিখি।—আমার এখানে আসিবার দুই একদিন পূর্ব্বেই রিপোর্টের খসড়া প্রস্তুত হয়।—এই রিপোর্ট যে অতি মূল্যবান দলিল, একথা বলা বাহুল্য মাত্র; এই রিপোর্ট শত্রুপক্ষের হস্তগত হইলে আমাদের বিপন্ন হইবার আশঙ্কা আদৌ নাই, এ কথা কোনও ক্রমেই বলা যায় না।"

সার অস্কার বলিলেন, "ইহাতে আর সন্দেহ কি? আমার ত মনে হয়, আমাদের প্রিয়বন্ধু জর্ম্মানী কোটী মুদ্রা দিয়াও এই রিপোর্ট আত্মসাৎ করিতে প্রস্তুত আছে।"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "তোমার অনুমান মিথ্যা নহে। রিপোর্টের খসড়াখানি পররাষ্ট্র-বিভাগের কোনও বিশ্বস্ত সেক্রেটারীর জিম্মা করিয়া দিয়া, তাহাকে উহা যথারীতি লিখিবার ভার দেওয়া হয়। তাহার অব্যবহিত পরেই আমি এখানে চলিয়া আসি; স্থির

হয়, রিপোর্টখানি মন্ত্রণা-সভার 'ডিফেন্স কমিটী'র (defence committee) অধিবেশনে পেশ করিবার পূর্ব্বে তাহা সমর-সচিব, নৌবহরের অধ্যক্ষ (First Lord of Admiralty) ও আমি স্বাক্ষরিত করিব।—আমার ধারণা ছিল, আমি লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া উহাতে সহি করিলেই চলিবে।

"বর্ত্তমান মাসের শেষ সপ্তাহের পূর্ব্বে 'ডিফেন্স কমিটী'র অধিবেশন হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী তাড়াতাড়ি সে রিপোর্টে হাত দেন নাই। কিন্তু অদ্য প্রভাতে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় হঠাৎ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আগামী কল্য অপরাহ্ণেই "ডিফেন্স কমিটী'র অধিবেশন হইবে।—সুতরাং তৎপূর্ব্বেই রিপোর্ট-খানিতে আমাদের স্বাক্ষর করা আবশ্যক।—সেক্রেটারী অন্য সকল কাজ ছাড়িয়া রিপোর্টখানিই শেষ করিতেছেন; আজ রাত্রি আটটার সময় উহা আমার স্বাক্ষরের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিবে।"

সার অস্কার বলিলেন, "কিন্তু এই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিবার জন্য কি আপনার লণ্ডনে না যাইলেই চলিবে না? ডিফেন্স কমিটীর অধিবেশনে আপনার উপস্থিত থাকাও কি অপরিহার্য্য?"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "আমি কমিটীর মেম্বর নহি, আমার সেখানে না যাইলে ক্ষতি নাই।"

সার অস্কার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমর-সচিব ও নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এখন কোথায় আছেন।"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "তাঁহারা লণ্ডনেই আছেন।"

সার অস্কার বলিলেন, "তাহা হইলে তাঁহারা সেই রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়া, আপনার স্বাক্ষরের জন্য এখানে তাহা পাঠাইলেই ত পারেন। এরূপ করিলে জখম পা লইয়া আপনাকে আর লণ্ডনে দৌড়াইতে হয় না।"

লর্ড ওয়ারিংটন হাসিয়া বলিলেন, "তুমি খুব সোজা পথ দেখাইয়া দিলে! টেলিগ্রামেও এ কথার উল্লেখ আছে!—টেলিগ্রামের শেষ ভাগটা তোমাকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাই; শোন,—

"আপনি যদি হঠাৎ লণ্ডনে ফিরিতে অসুবিধা বোধ করেন, তাহা হইলে রিপোর্টে আপনার সহযোগীদ্বয়ের স্বাক্ষর করা হইলে, উহা বিশ্বস্ত দূত মারফৎ আপনার নিকট পাঠাইতে পারি।—সে ৯ টার ষ্টীমারে যাত্রা করিয়া ১০।৪৬ মিনিটে ডোভারে উপস্থিত হইবে, ১১টার সময় ডোভার ছাড়িয়া তাহার ট্রান্‌মায়ারে পঁহুছিতে ১১—৩৫ মিনিট হইবে।—দূত রাত্রে আপনার নিকট থাকিয়া কাল সকালেই রিপোর্ট সহ লণ্ডনে ফিরিতে পারে; সুতরাং কাল অপরাহ্ণে ডিফেন্স কমিটীতে তাহা পেশ করা কঠিন হইবে না।—এ সম্বন্ধে আপনার কি মত, অবিলম্বে জানা আবশ্যক।"

সার অস্কার টেলিগ্রামের মর্ম্ম অবগত হইয়া গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন, "তবে আর কি? এখানেই ত কাজের খতম।"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "তা বটে; কিন্তু লণ্ডনে গিয়া রিপোর্টে স্বাক্ষর করাই আমার কর্ত্তব্য।"

সার অস্কার বলিলেন, "কিন্তু আমার বিবেচনায় আপনার এখন শয্যা ত্যাগ করাও কর্ত্তব্য নহে। আপনার টেলিগ্রামের মর্ম্ম জানিলাম, এখন আর আপনাকে যাইতে দিতেছি না। লণ্ডনে যাওয়াতে যদি আপনার একখানি পা পঙ্গু হইয়া যায়, তাহা হইলে আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। আপনি টেলিগ্রাম করুন, তাহারা রিপোর্টখানি বিশ্বাসী দূত মারফৎ পাঠাইয়া দেন। যে দূত তাহা লইয়া আসিবে, তাহাকে আনিবার জন্ম ট্রেণের সময় ষ্টেশনে আমার গাড়ী যাইবে। দূতকে যেন বলা হয়—আমার যে মোটর গাড়ী তাহাকে আনিতে ষ্টেশনে যাইবে, তাহার রং দুধের মত সাদা, মোটর-চালকের পরিচ্ছদ

গাঢ় সবুজবর্ণ; সে গাড়ী লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে থাকিবে।—সেই গাড়ী ভিন্ন সে যেন অন্য গাড়ীতে না উঠে।"

লর্ড ওয়ারিংটন কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া বলিলেন, "তবে তাই করি; তুমি ত ছাড়িবার পাত্র নও! আর এই রকম পা লইয়া আমি যে রেলপথে যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছি, এরূপও মনে করিও না।"

সার অস্‌কার টেলিগ্রামের 'ফরমে'র খাতাখানি লর্ড ওয়ারিংটনের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "আপনি তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামটা লিখিয়া ফেলুন, আমি এখনই উহা ডাকঘরে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হই।"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিতে হইবে; তাড়াতাড়ি লেখা হইবে না। সে পরে হইবে, তুমি আর এখানে বিলম্ব করিও না; মিঃ আউব্রাম হয় ত এতক্ষণ আসিয়া তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, আর প্রতিমুহূর্ত্তে ক্ষুধায় কাহিল হইতেছেন।"

সার অস্‌কার অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তাই ত, কি সর্ব্বনাশ! আমি যে ভদ্রলোকটির কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। না জানি তিনি কি মনে করিতেছেন! যাই, আর বিলম্ব করিব না। টেলিগ্রামখানি লেখা হইলে আপনি বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় সংবাদ দিবেন; আমি তৎক্ষণাৎ উহা ডাকঘরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।"

সার অস্‌কারের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিচ্ছু নিঃশব্দপদসঞ্চারে সেই কক্ষ ও বারান্দা অতিক্রম করিয়া একেবারে সিঁড়িতে আসিয়া পড়িল।

বিচ্ছু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, কোটী টাকা! (a million pounds!)—এই রিপোর্ট খানা হাতে পাইলে জর্ম্মানী কোটী টাকা পর্য্যন্ত দিতে পারে!—না জানি সে কেমন রিপোর্ট! রাজদূত লণ্ডন হইতে উহা ট্রান্‌মায়ারে আনিতেছে।

সে আজ রাত্রি ১১—৩৫ মিনিটে ট্রান্‌মায়ার ষ্টেশনে নামিবে।—দূত ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দুধের মত সাদা মোটর গাড়িতে উঠিবে; গাড়ীর চালকের পোষাকের রঙ্গ গাঢ় সবুজ।—কথাগুলা মনে রাখা চাই।

"এক কোটী টাকার স্বপ্নও কখনও দেখি নাই! টাকাটা কি হাতাইতে পারিব না? কোটী টাকা না পাই, লাখ পঞ্চাশের ত কথাই নাই! ট্রান্‌মায়ার কাস্‌লে সিঁধ দিয়া আর ক'হাজার টাকার জিনিস পাইব? না, এ 'দাঁও' ছাড়া হইবে না; মারি ত হাতী, লুটি ত ভাঁণ্ডার।—এ ভাণ্ডার লুটই বটে! এবার জর্ম্মানীর ভাণ্ডার লুটিব।—কাজটা অতি সহজ, ঘুমাইতে ঘুমাইতে শেষ করা যায়। মন রে! একবার ফন্দি আঁটিয়া লও ত!"

পশ্চাতে হঠাৎ পদশব্দ শুনিয়া বিচ্ছু বুঝিতে পারিল—স্যর অস্‌কার আসিতেছেন।—সে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত ধূমপানের কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার পর দ্রুতবেগে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাতায়নের নিকট দণ্ডায়মান হইল।

মুহূর্ত্তপরে স্যর অস্‌কার সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া অনুতপ্ত স্বরে বিচ্ছুকে বলিলেন, "আপনাকে অনেকক্ষণ একা অপেক্ষা করিতে হইয়াছে! এজন্য ভয়ঙ্কর দুঃখিত হইলাম! আমি যে কি বলিয়া আপনার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।"

বিচ্ছু হাসিয়া বলিল, "বিলক্ষণ! আপনি কেন এত কুণ্ঠিত হইতেছেন? আপনার বিলম্বে আমার কোনও অসুবিধা হয় নাই। আমি এইখানে দাঁড়াইয়া আপনার বাগানের যে শোভা দেখিতেছিলাম, আপনার আসিতে যদি আরও আধঘণ্টা দেরী হইত,—তাহা হইলেও আমি তাহা টের পাইতাম না।"

সার অস্কার হাসিয়া বলিলেন, "এরূপ কথা চিত্রকরের মুখেই শোভা পায়। সুদক্ষ চিত্রকর ভিন্ন অন্য কেহ এ কথা বলিতেন না।—আমি চিত্রকর নহি—বিশেষতঃ সময়ে আহার না করিলে কোনও শোভা আমার ভাল লাগে না। অতএব চলুন, অগ্রে আহারটা সারিয়া লই।"

বিচ্ছু সার অস্কারের সহিত ভোজনাগারে চলিল।—সার অস্কারের ধারণা মিঃ আউট্রাম কাস্‌লে পদার্পণ করিয়া অবধি এই কক্ষেই তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিচ্ছু সাধারণ দস্যু নহে, সে শিক্ষিত দস্যু ; সম্ভ্রান্ত সমাজে তাহার মিশিবার অদ্ভুত শক্তি ছিল ; সে মজলিসি গল্পে এমন সুনিপুণ ছিল যে, ইচ্ছা করিলে সকলকেই মুগ্ধ করিতে পারিত।—সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নাট্যকলা সম্বন্ধে সে এমন অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিত যে, তাহা শুনিয়া সকলেরই ধারণা হইত, লোকটা অসাধারণ পণ্ডিত।—কিন্তু সার অস্কারের সহিত ভোজনে বসিয়া সে কোনও কথা বলিল না ; কিরূপে রিপোর্ট চুরি করিবে, এ চিন্তায় সে বিভোর ছিল ; সুতরাং মৌনভাবে আহার শেষ করিয়া সে সার অস্কারের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল।

সার অস্কার বলিলেন, "আপনি এত শীঘ্রই যাইবেন ? আমার সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলিবার ঘরে গিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করুন, দুই একটা চুরুট খান, তাহার পর যাইবেন। এখনও ত অনেক বেলা আছে।"

বিচ্ছু বলিল, "ধন্যবাদ ; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমার আর বিলম্ব করিবার উপায় নাই। বিশেষ কোন কার্য্যে কাল সকালের ট্রেণেই আমাকে লণ্ডনে যাইতে হইবে ; তৎপূর্ব্বে একখানি অসম্পূর্ণ ছবি আমাকে শেষ করিতেই হইবে। কাজটা শেষ না করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।"

সার অস্কার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল সকালেই লণ্ডনে যাইবেন ? —আমি শুনিয়াছি আপনি এখানে এখন কিছুদিন থাকিবেন।"

বিচ্ছু বলিল, "সে কথা সত্য ; আমি চার পাঁচদিনের জন্য লণ্ডনে যাইতেছি। আমার কোনও প্রিয় বন্ধু অনেক দিন হইতেই আমাকে

একবার লণ্ডনে যাইবার জন্ত অনুরোধ করিতেছেন; এতদিন তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই. কিন্তু এবার আর তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিতেছি না।"

সার অস্কার বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম, লর্ড ওয়ারিংটন এ কথা শুনিলে বড় আনন্দিত হইবেন। তিনি আমাকে বলিতেছিলেন, এখান হইতে লণ্ডনে যাইবার পূর্ব্বে একদিন তিনি আপনাদের বাসায় গিয়া আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসিবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে যে তিনি লণ্ডনে ফিরিতে পারিবেন —এরূপ আশা করি না। আপনি যদি চারি পাঁচ দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে লর্ড ওয়ারিংটন লণ্ডনে যাইবার পূর্ব্বে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।"

বিচ্ছু বলিল, "নিশ্চয়ই আমরা চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই এখানে ফিরিব। এখন বিদায় হইলাম, আপনার আতিথেয়তার জন্ত আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করি।"

বিচ্ছু গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাহার পত্নী জুডিথ্ তাহার প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া বলিল, "কেমন, খবর ভাল ত?"

বিচ্ছু বলিল, "এত ভাল যে বলিবার নয়। এবার মস্ত একটা দাও মারিবার সুযোগ উপস্থিত।"

জুডিথ্ বলিল, "কি রকম দাও? কাসলে যত মূল্যবান জিনিস আছে মনে করিয়াছিলে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যবান জিনিসের সন্ধান পাইয়াছ বুঝি?"

বিচ্ছু মাথা নাড়িয়া বলিল, "না গো, তা নয়। কাস্‌লে ডাকাতি করিবার মৎলব ছাড়িয়া দিয়াছি। কাস্‌লে ডাকাতি করিয়া যত টাকার জিনিস পাইবার আশা, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক টাকা উপার্জনের যোগাড় হইয়াছে।"

জুডিথ্ সাগ্রহে বলিল, "সকল কথা শীঘ্র খুলিয়া বল, শুনিবার জন্ত আমার মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।"

বিচ্ছ্ আর অধিক ভূমিকা না করিয়া লর্ড ওয়ারিংটনের সহিত সার অস্কারের যে সকল কথা সে লুকাইয়া শুনিয়াছিল, তাহা পত্নীর গোচর করিল; তাহার পর সহাস্তে বলিতে লাগিল, "গবমেণ্টের গুপ্ত রিপোর্ট; তাহাতে বৃটিশ গবমেণ্টের অনেক ঘরের খবর আছে! জর্ম্মানীর সহিত এখন ইংলণ্ডের যেমন সদ্ভাব, তাহাতে এই রিপোর্ট কোনরূপে যদি হস্তগত করিয়া জর্ম্মান গবর্মেণ্টের কাছে বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলে জর্ম্মানী ইংলণ্ডকে জব্দ করিবার জন্ত বেশী টাকা না দিলেও লাখ্ পঞ্চাশেক টাকা ত দিবেই! ট্রান্‌মায়ার কাস্‌লের সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী লুটিয়া আনিলেও এত টাকা তাহার মূল্য হইবে না, অথচ সে কাজে ঝুঁকি কত?—কিন্তু এই রিপোর্টটা অতি সহজেই হস্তগত করিতে পারিব।"

জুডিথ্ বলিল, "হাঁ, এ একটা মস্ত দাঁও বটে; কিন্তু রিপোর্টটা হস্তগত করা কি তেমন সহজ হইবে?"

বিচ্ছ বলিল, "সহজ হইবে বৈ কি!—সেই গুপ্ত রিপোর্ট আজ রাত্রে ট্রান্‌মায়ার কাস্‌লে আসিতেছে। একজন বিশ্বাসী রাজদূত তাহা লইয়া আসিতেছে। সেই দূত আজ রাত্রি এগারটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে ট্রান্‌মায়ার ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামিবে। সার অস্কার সেই দূতের জন্ত তাঁহার একখানি মোটর গাড়ী রেল-ষ্টেশনে পাঠাইবেন। গাড়ীখানির রঙ দুধের মত সাদা। আর মোটর-চালকের পোষাক গাঢ় সবুজ বর্ণ।—দূত সেই গাড়ীতে ষ্টেশন হইতে কাস্‌লে যাইবে। সুতরাং রিপোর্টখানি হস্তগত করা নিতান্তই সহজ হইবে—তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছ।"

জুডিথ্ হাসিয়া বলিল, "তাহা আর বুঝি নাই? তুমি সেই

সবুজ পরিচ্ছদধারী মোটর-চালকের স্থান অধিকার করিবে। কেমন কি না?"

বিচ্ছ, বলিল, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমি ছদ্মবেশে ষ্টেশনের পথে এক স্থানে অপেক্ষা করিব। রাত্রে যখন মোটর-চালক মোটর লইয়া রাজদূতকে ষ্টেশন হইতে আনিতে যাইবে, সেই সময় একটা কোন ছল করিয়া তাহার গাড়ী থামাইব। তাহার পর তাহাকে আক্রমণ করিয়া, তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিতে বড় জোর আধ মিনিট সময় লাগিবে।—সে অজ্ঞান হইলে আমি তাহার সবুজ পোষাক খুলিয়া লইয়া পরিব; তাহার পর মোটর-চালকের বেশে মোটরখানি লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইব।—রাজদূত নিঃসন্দেহে গাড়ীতে উঠিবে। তখন তাহাকে লইয়া কিছু দূর আসিলে, বুঝিতেই পারিতেছ—তাহারও অবস্থা মোটরচালকের মতই হইবে। তাহার পর রিপোর্ট হস্তগত করিতে যে দুই এক মিনিট বিলম্ব।—গাড়ীখানি একটা গলির মধ্যে রাখিয়া রিপোর্টসহ বাসায় আসিব।"

জুডিথ বলিল, "কিন্তু সার অস্কার যদি রাজদূতকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য নিজেই ষ্টেশনে যান, তাহা হইলে কি করিবে?"

বিচ্ছ বলিল, "তাহা হইলে মোটর-চালকের যে দশা হইবে, তাঁহারও সেই দশা হইবে। দু'জনকে একসঙ্গে অজ্ঞান করিবার শক্তি কি আমার নাই? আর সার অস্কার যে আমাকে চিনিতে পারিবেন, এ আশঙ্কাও অমূলক; আমার ছদ্মবেশ তিনি চিনিতে পারিবেন না।"

"রাত্রি প্রায় বারটার সময় গুপ্ত রিপোর্ট আমার হস্তগত হইবে; কাল প্রত্যূষে আমরা উভয়ে ছদ্মবেশে সমুদ্র পাড়ি দিয়া ক্যালে বন্দরে উপস্থিত হইব, এবং পরশু সকালে সাড়ে সাতটার সময় বার্লিনে পদার্পণ করিতে পারিব। তাহার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই রিপোর্ট

ইংরাজ রাজদূতকে আনিতে যাইতেছে।—কিন্তু গাড়ীতে কয়জন লোক আছে, তাহা সে দূর হইতে স্থির করিতে পারিল না।

মোটরখানি যতক্ষণ সেতুর উপর না আসিল, ততক্ষণ বিচ্ছু রুদ্ধ-নিশ্বাসে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে মোটর গাড়ীখানি সেতুর উপর উঠিবামাত্র সে হঠাৎ গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাহার হস্ত-স্থিত বৈদ্যুতিক ল্যাম্পটি গাড়ীর অভিমুখে উঁচু করিয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে শকট-চালককে উচ্চৈঃস্বরে গাড়ী থামাইতে বলিল।

মোটর-চালক অন্যমনস্ক ভাবে গাড়ী চালাইতেছিল; হঠাৎ সম্মুখে বাধা পাইয়া সে অস্ফুট স্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া মোটরের ব্রেক কসিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ীর গতি রহিত হইল। মোটর চালক দেখিল,—তাহার সম্মুখে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে।

গাড়ী থামিলে বিচ্ছু গাড়ীর ভিতরে চাহিয়া দেখিতে পাইল,গাড়ীতে মোটর-চালক ভিন্ন অন্য কোনও লোক নাই; সে আশ্বস্ত হইল। সাদা মোটর গাড়ীতে গাঢ় সবুজ পরিচ্ছদধারী মোটর-চালককে দেখিয়া—ইহা যে সার অস্‌কারের মোটর, এ বিষয়ে তাহার কোনও সন্দেহ রহিল না।

মোটর-চালক বিরক্তি ভরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? কি চাও? আমাকে গাড়ী থামাইতে বলিলে কেন? সাড়ে এগারটার ট্রেণের একজন প্যাসেঞ্জার আনিবার জন্য আমি ষ্টেশনে যাইতেছি; আমার বিলম্ব করিবার উপায় নাই।"

বিচ্ছু ভীতি-বিহ্বল স্বরে বলিল, "মশায়, নিকটে বোধ হয় কেহ কাহাকেও খুন করিয়াছে!"

মোটর-চালক সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "খুন! কোথায়? কে খুন হইল?"

বিচ্ছু বলিল, "হাঁ মহাশয়, খুন বলিয়াই বোধ হইতেছে! পথের ঐ ধারে একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে দেখিলাম; তাহার দেহে প্রাণ আছে কি না সন্দেহ, তাহার মুখ রক্তে ভাসিতেছে! তাহার পোষাকও রক্তমাখা।"

মোটর-চালক তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া উদ্বেগভরে বলিল, "কোথায়? চল দেখি, আমাকে দেখাইয়া দিবে!"

বিচ্ছু মোটর-চালককে সঙ্গে লইয়া পথিপ্রান্তে অগ্রসর হইল; সাঁকোর নিম্নের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ যে, মেয়ে মানুষটা ঐখানে পড়িয়া আছে!"

মোটর-চালক সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "যে অন্ধকার, চোখে আঙ্গুল দিলেও কিছু দেখা যায় না। তোমার ল্যাম্পটা আমাকে একবার দাও,—আমি—"

মোটর-চালকের মুখের কথা মুখেই থাকিল; বিচ্ছু এক লম্ফে তাহার পশ্চাতে আসিয়া, পকেটস্থিত হাতুড়িটা মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মাথার উপরে তুলিয়া তদ্দ্বারা সবেগে মস্তকে আঘাত করিল! সেই ভীষণ আঘাতে মোটর-চালক ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। হতভাগ্য মোটর-চালক আর্ত্তনাদ করিবারও অবসর পাইল না! মুহূর্ত্তেই তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।—দ্বিতীয় বার আঘাতের জন্য বিচ্ছু হাতুড়িটা তুলিয়াছিল, কিন্তু তাহার আর আবশ্যক হইল না।

বিচ্ছু সানন্দে বলিল, "এক হাতুড়িতেই কাজ ফরসা! বেশ এক ঘা 'জাঁতাইয়াছি'; শীঘ্র আর তোমাকে উঠিতে হইতেছে না।—এখন তোমার পোষাকটা খুলিয়া লই।"

বিচ্ছু মোটর-চালকের সংজ্ঞাহীন দেহ উল্টাইয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি তাহার দস্তানা ও সবুজ ওভার-কোটটি খুলিয়া লইল; তাহার পর তাহার

হাত দুইখানি পিঠের দিকে টানিয়া ধরিয়া দৃঢ়রূপে তাহা বন্ধন করিল।—রজ্জু তাহার নিকটেই ছিল, একথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। মোটর-চালকের হাত পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়াই সে ক্ষান্ত হইল না; মোটর-চালকের পকেট অনুসন্ধান করিয়া সে একখানি রঙ্গীন রেশমী রুমাল পাইল। সেই রুমাল দিয়া সে তাহার মুখও বাঁধিয়া ফেলিল।—সাঁকোর নীচে নদীর ধারে লম্বা ঘাস ছিল; বিচ্ছু মোটর-চালককে পদাঘাতে ঠেলিয়া সেই ঘাসের মধ্যে ফেলিয়া দিল।—ঘাস, জল ও পাঁকের মধ্যে বেচারা অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

হতভাগ্য মোটর-চালককে লোক-লোচনের অন্তরালে রাখিবার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া, বিচ্ছু অপহৃত দস্তানা ও ওভারকোটে সজ্জিত হইল। তাহার নিজের টুপিটা পকেটে পূরিয়া মোটর-চালকের সবুজ টুপিটা মাথায় দিল। তাহার পর সে মোটর গাড়ীতে চালকের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। সে স্ফূর্ত্তিভরে বলিল, "মোটর-চালকের দফা ত রফা করিলাম! এখন আসল শিকারটাকেও যদি এই ভাবে যখম করিয়া বমাল হস্তগত করিতে পারি, তাহা হইলেই ত যাত্রা শুভ।"

বিচ্ছু মনে করিল, ট্রেণের অধিক পূর্ব্বে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে কেহ-না-কেহ তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে, হঠাৎ ধরা পড়াও বিচিত্র নহে। এই জন্য সে গ্রামের পথ ঘুরিয়া অতি ধীরে মোটর চালাইয়া ষ্টেশনের দিকে চলিল। সে ষ্টেশনের হাতায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, ১১।৩৫ মিনিটের ট্রেন ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে।

ষ্টেশনটি ক্ষুদ্র, যাত্রী কিম্বা মাল পত্রের তেমন ভিড় নাই; ট্রেনও এখানে বেশীক্ষণ থামে না। ষ্টেশনের কর্ম্মচারী চারি পাঁচজনের

অধিক নহে ; ষ্টেশন-মাষ্টার,—তিনিই সিগ্‌নেলার, তিনিই বুকিংক্লার্ক, দুইজন খালাসী, আর একজন সিগ্‌ন্যালম্যান।—বিচ্ছু মোটরখানি থামাইবা মাত্র, একজন খালাসী তাহার গাড়ীর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এত বিলম্ব হইল কেন, জিম্! টিকিট দেওয়া অনেক-ক্ষণ শেষ হইয়াছে। তুমি কোথাও যাইবে না ? না, কাহাকেও লইতে আসিয়াছ ?"

বিচ্ছু মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমার নাম জিম্ নহে।"

খালাসী বলিল, "ওঃ—আপনি জিম্ নহেন ? কিছু মনে করিবেন না মহাশয়! সার অস্‌কারের গাড়ী দেখিয়া আমি ভাবিতেছিলাম, জিম্ই বুঝি গাড়ী লইয়া আসিয়াছে।—কিন্তু আপনাকে ত কখনও সার অস্‌কারের মোটর চালাইতে দেখি নাই! কেমন, দেখিয়াছি কি ?"

বিচ্ছু স্বাভাবিক স্বর গোপন করিয়া কৃত্রিম স্বরে বলিল, "বোধ হয় পূর্ব্বে আমাকে দেখ নাই! কিরূপেই বা দেখিবে ? আমি আজ তিন চারি দিন মাত্র অন্য স্থান হইতে আসিয়া সার অস্‌কারের কাস্‌লে চাকরী করিতেছি ; আর আমি সার অস্‌কারের মোটর-চালকও নহি, আমি তাঁহার মিস্ত্রীখানায় কাজ করি। আজ জিমের অসুখ হওয়ায় সে আসিতে পারিল না বলিয়া সার অস্‌কার আমাকেই এখানে পাঠাইয়াছেন। লণ্ডন হইতে একটি ভদ্রলোকের এই ট্রেনে আসিবার কথা আছে ; তাঁহাকেই লইতে আসিয়াছি। প্ল্যাটফর্ম্মে ট্রেন আসিল ; তুমি ত প্ল্যাটফর্ম্মে যাইতেছ, যদি সেই ভদ্রলোকটিকে দেখিতে পাও ত তাঁহাকে বলিও—তাঁহার জন্য সার অস্‌কার গাড়ী পাঠাইয়াছেন।"

মোটের সন্ধান পাইয়া খালাসী আর সেখানে দাঁড়াইল না, তাড়া-তাড়ি প্ল্যাটফর্ম্মে উপস্থিত হইয়া দেখিল, একটি ভদ্রলোক একখানি

প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে নামিতেছেন। সে অবিলম্বে তাঁহার গ্লাডষ্টোন ব্যাগটি হস্তগত করিল; ভদ্রলোকটি আর একটি ছোট বাদামী রঙ্গের ব্যাগ হাতে লইয়া খালাসীর সঙ্গে ষ্টেশনের বাহিরে আসিলেন।—তাঁহার হাতের সেই ব্যাগটি দেখিবামাত্র বিচ্ছু বুঝিতে পারিল, এই ব্যাগের মধ্যেই গুপ্ত রিপোর্ট সংরক্ষিত আছে!—লোভে তাহার চক্ষু উজ্জল হইয়া উঠিল। কোনও কৌশলে রিপোর্টটি হস্তগত করিতে পারিলেই জর্ম্মানীর নিকট সে অগনিত অর্থ লাভ করিতে পারে।

খালাসী আগন্তুক ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে লইয়া মোটর গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; তাঁহাকে বলিল, "ইহাই সার অস্কারের গাড়ী।—" সে গাড়ীর দরজা খুলিয়া গাড়ীর মধ্যে গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটি রাখিয়া বখ্‌শিসের আশায় দাঁড়াইয়া রহিল।

আগন্তুক বিচ্ছুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি টান্‌য়ায়ার কাস্‌ল হইতে আসিয়াছ?"

বিচ্ছু রাজদূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাহার টুপিতে তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "হাঁ, মহাশয়! লণ্ডন হইতে যাঁহার কাস্‌লে আসিবার কথা আছে, সার অস্কার তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়াছেন।—আপনাকেই বোধ হয় লইয়া যাইতে হইবে?"

রাজদূত বলিলেন, "হাঁ, আমিই কাস্‌লে যাইব।—লর্ড ওয়ারিংটন আজ রাত্রে কেমন আছেন, বলিতে পার?"

বিচ্ছু বলিল, "সার অস্কার আপনাকে বলিতে বলিয়াছেন, লর্ড মহাশয় রাত্রে বেশ ভালই আছেন; তাঁহার পায়ের বেদনা অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার তাঁহাকে কয়েক দিন উঠিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।"

রাজদূত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাস্‌ল কি এখান হইতে অধিক দূরে ?"

বিচ্ছ বলিল, "মাইল দুই হইবে।"

রাজদূত খালাসীর হাতে একটি রজত মুদ্রা প্রদান করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। তিনি বাদামী রঙ্গের ক্ষুদ্র এটাচি ব্যাগটি (attache case) তাঁহার পাশে রাখিলেন। খালাসী আশাতীত বখ্‌শীস্ পাইয়া খুসী হইয়া তাঁহাকে সেলাম করিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিল।—মোটরখানি ষ্টেশনের সীমা ছাড়াইয়া রাজপথ দিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল।

গ্রামের প্রান্তভাগে একটি গির্জ্জার পর দেড় মাইলের মধ্যে আর কোনও ঘর বাড়ী ছিল না, কেবল মাঠ; মাঠের পাশ দিয়া পথ।—এই পথ ট্রান্‌মায়ার কাস্‌ল পর্য্যন্ত প্রসারিত।

এই পথের অন্য দিকে একটি অরণ্য, নিবিড় অরণ্য। সেই অরণ্য ভেদ করিয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে।

প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর বিচ্ছ হঠাৎ মোটরের ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিল—গাড়ীর গতি মন্থর হইল।

দুই মিনিটের মধ্যে গাড়ী নিশ্চল হইল।—রাজদূত সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি, 'সোফার!' গাড়ী থামিল কেন ?"

বিচ্ছু জড়িত স্বরে বলিল, "আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! নামিয়া দেখি, কি হইল।"

বিচ্ছু গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল, এবং গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া কল খুলিয়া ভিতরের দিক দেখিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে সে রাজদূতকে বলিল, "কি জন্ত গাড়ী হঠাৎ থামিয়াছে তা বুঝিয়াছি। আপনি যদি দয়া করিয়া এই চাকাখানিতে হাত দেন,

তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি দোষটুকু সারিয়া লইতে পারি।—এক মিনিটের জন্য নামিয়া আমাকে সাহায্য করিবেন কি?"

রাজদূতের নাম মিঃ ফ্যাল্‌কোনার। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই; কিন্তু আমি মোটর গাড়ীর কল-কারখানা সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না।"

বিচ্ছু হাসিয়া বলিল, "সে জন্য কোনও অসুবিধা হইবে না। আপনি এই চাকাখানায় একটু হাত দিলেই চলিবে। আমি সব ঠিক করিয়া লইতে পারিব।"

মিঃ ফ্যাল্‌কোনার গাড়ী হইতে নামিয়া সম্মুখের চাকার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বিচ্ছু তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া গিয়া তাঁহার পশ্চাতে আসিল এবং তাহার পকেট হইতে হাতুড়িটা বাহির করিয়া মিঃ ফ্যাল্‌কোনারের মস্তকে তদ্দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিল।

মিঃ ফ্যাল্‌কোনারের মাথা অতিরিক্ত শক্ত বলিয়াই হউক, আর হাতুড়ির আঘাত যথাস্থানে প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়াই হউক মিঃ ফ্যাল্‌কোনার এ আঘাতে ধরাশায়ী হইলেন না; আঘাতমাত্র তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং সক্রোধে চীৎকার করিয়া বিচ্ছুর কণ্ঠনালী সবেগে উভয় হস্তে চাপিয়া ধরিলেন; অধীর স্বরে বলিলেন; "ওরে বিশ্বাসঘাতক কুক্কুর! তোর মৎলব কি বল দেখি?—শীঘ্র আমার কথার উত্তর না দিলে তোকে গলা টিপিয়া মারিব।"

বিচ্ছু মিঃ ফ্যাল্‌কোনার কর্ত্তৃক এ ভাবে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল; কিন্তু আত্মসংবরণ করিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে দেখিল, ফ্যাল্‌কোনার যে ভাবে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন,—তাহাতে সে অবিলম্বে আত্মরক্ষার কোনও উপায়

না করিলে শ্বাসরোধে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।—বিচ্ছুর হাতে তখনও সেই হাতুড়ি ছিল। সে ফ্যাল্‌কোনারের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, সেই হাতুড়ি উর্দ্ধে তুলিয়া সবেগে তাঁহার ললাটের উপর আঘাত করিল।—ফ্যাল্‌কোনার পূর্ব্বেই আহত হইয়াছিলেন; এই বিষম আঘাত তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। ললাটে আহত হইবামাত্র তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন; এবং বিচ্ছুর কণ্ঠদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক—মাথায় হাত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সংজ্ঞালোপের উপক্রম হইল।

বিচ্ছু তাঁহাকে উপবেশন করিতে দেখিবামাত্র পুনর্ব্বার হাতুড়ি তুলিল; এবং তাঁহার মস্তকের উপর এমন আঘাত করিল যে, ফ্যাল্‌কোনারের মাথা ফাটিয়া রক্তের স্রোত বহিল।—তিনি ভগ্ন কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন, "কে কোথায় আছ, শীঘ্র এস! ডাকাতের হাতে আমার প্রাণ যায়।"

লোকটার কি কঠিন প্রাণ! তিন হাতুড়ি খাইয়াও চীৎকার করে?—বিচ্ছু এবার ক্রোধে অন্ধ হইয়া ফ্যাল্‌কোনারকে আক্রমণ করিল; তখন মাটীর উপর উভয়ে গড়াগড়ি ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইল। কিন্তু বিচ্ছুর দেহে অসুরের মত বল; মিঃ ফ্যাল্‌কোনার বলবান যুবক হইলেও, পূর্ব্বে তিনি তিনবার হাতুড়ি খাইয়াছিলেন, বিচ্ছুর আক্রমণ সহ্য করিতে পারিলেন না। বিচ্ছু সুযোগ বুঝিয়া ফ্যাল্‌কোনারের আহত মস্তকে বারংবার হাতুড়ির আঘাত করিল।—এবার ফ্যাল্‌কোনার মূর্চ্ছিত হইলেন; তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ ভূতলে লুটাইতে লাগিল।

বিচ্ছু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে এই ভাবে আহত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় দূরে মনুষ্যের কণ্ঠ শুনিতে পাইল। পর-মুহূর্ত্তে সে দেখিতে পাইল, আর একখানি মোটর গাড়ী হুস্-হুস্ শব্দ করিয়া

বায়ুবেগে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।—সেই শকটের আলোক দেখিয়া বিচ্ছু বুঝিতে পারিল,—তিন চারি মিনিটের মধ্যেই মোটরখানি সেইখানে উপস্থিত হইবে!

মুহূর্ত্তের জন্য সে সভয়ে হতাশ ভাবে সেই দিকে চাহিল; তাহার পর সে যেন দেহে অমানুষিক শক্তি লাভ করিল। সে স্যর অস্কারের মোটর-চালকের সবুজ বর্ণের ওভারকোটটি তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিয়া তাহা বাধের নীচে নিক্ষেপ করিল; তাহার পর দ্রুতপদে মোটরের নিকট উপস্থিত হইয়া, মিঃ ফ্যাল্‌কোনারের 'এট্যাচি কেস'টি তুলিয়া লইয়া পথের পার্শ্বস্থিত অরণ্যে প্রবেশ করিল; এবং দুই-এক মিনিটের মধ্যেই সেই গভীর অরণ্যের অন্তরালে অদৃশ্য হইল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক এই সময় একটি ফেরারী আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ডোভারে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি 'লর্ডওয়ার্ডেন হোটেলে' বাসা লইয়াছিলেন। তিনি ডোভারে উপস্থিত হইয়া একাকী সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে না পারায়, তাঁহার সুযোগ্য সহকারী প্যাট্রিক স্মিথকে ডোভারে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিলেন।—লর্ড ওয়ারিংটন যে দিন ঘোড়া হইতে পড়িয়া যান,—সেই দিনই এই টেলিগ্রামখানি প্রেরিত হইয়াছিল।—টেলিগ্রামে তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত 'ব্লড হাউণ্ড' সুশিক্ষিত টাইগারকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন।

তদনুসারে স্মিথ সেই দিনের ট্রেনেই লণ্ডন হইতে ডোভারে উপস্থিত হইল।—মিঃ ব্লেক, স্মিথকে ও টাইগারকে একখানি মোটর গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া নীপ্‌সেণ্ড পল্লীতে গমন করিলেন; ফেরারী আসামী সেইদিন সেই গ্রামে লুকাইয়া ছিল। ট্রান্‌মায়ার কাস্‌লের নিকট দিয়া এই গ্রামে যাইবার পথ।

মিঃ ব্লেক নীপ্‌সেণ্ডে উপস্থিত হইয়া অতি কষ্টে আসামীকে গ্রেপ্তার পূর্ব্বক হাজতে প্রেরণ করিলেন।—তাঁহার কার্য্য শেষ হইলে, তিনি রাত্রি সাড়ে এগারটার পর স্থানীয় থানা হইতে মোটরযোগে ডোভারে যাত্রা করিলেন। স্মিথ ও টাইগার তাঁহার সঙ্গে চলিল।—মিঃ ব্লেক স্বয়ং মোটর পরিচালিত করিতেছিলেন; স্মিথ তাঁহার পাশে বসিয়াছিল এবং টাইগার তাঁহাদের পদপ্রান্তে একখানি বিলাতী কম্বলের উপর শয়ন করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিল।

রাত্রি পৌনে বারটার সময় তাঁহারা ট্রানমায়ার কাস্‌লের সন্নিহিত পল্লীর পথে উপস্থিত হইলেন। পথের পাশেই কাস্‌লের পুরোবর্ত্তী 'বাঙ্গলোটি'; তাহার সুগঠিত লৌহময় ফটক, চন্দ্রকর-সমুজ্জ্বল রজনীতে একখানি চিত্রের ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছিল।

সেই ফটক অতিক্রম করিয়া স্মিথ মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ বাড়ীটা কাহার, জানেন কি?—উহার পাশেই বাগান, প্রকাণ্ড বাগান!"

মিঃ ব্লেক বলিল, "হাঁ বাগান; ঐ বাগানের মধ্যে ট্রানমায়ার কাস্‌ল অবস্থিত। কাস্‌লের মালিকের নাম সার অস্‌কার মীড—খুব এক জন বড় জমীদার।"

স্মিথ বলিল, "সার অস্‌কার মীড!—জমিদার না খেচর? উনিই না এক জন সঙ্গী লইয়া খ-পোতে বেল্‌জিয়াম গিয়াছিলেন?"

মিঃ ব্লেকের গাড়ী তখন পূর্ব্ব-বর্ণিত সেতুর নিকট উপস্থিত-প্রায়।—মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তিনিই।—সার অস্‌কারের মত সুদক্ষ খ-পোত-চালক এ দেশে দ্বিতীয় কেহ আছেন কি না সন্দেহ।—তাঁহার তিনখানি খ-পোত আছে, তন্মধ্যে একখানি তিনি নিজে—"

মিঃ ব্লেকের কর্ণে যেন কি একটি আর্ত্তনাদ প্রবেশ করিল; অল্প দূরে সম্মুখের পথে কে যেন রুদ্ধকণ্ঠে যন্ত্রণাসূচক অস্ফুট শব্দ করিতেছিল! মিঃ ব্লেক হঠাৎ গাড়ী থামাইলেন? তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ গাড়ী থামাইলেন যে! ব্যাপার কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শুনিতে পাও নাই, কে যেন যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ করিতেছে!"

স্মিথ বলিল, "না, আমি শুনি নাই। কোথায়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঐ শুন !"

এবার স্মিথ একটা 'গোঙ্গানী'-শব্দ শুনিতে পাইল। শব্দটা যেন সাঁকোর নীচের দিক হইতে আসিতেছে !—মিঃ ব্লেক গাড়ী হইতে নামিলেন ; টাইগারকে শব্দ লক্ষ্য করিতে ইঙ্গিত করিলেন।—টাইগার মৃত্তিকার আঘ্রাণ লইতে লইতে সাঁকোর 'ফোকরের' দিকে চলিল। মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ তাহার অনুসরণ করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে মিঃ ব্লেক সার অস্কারের মোটর-চালকের দেহ সাঁকোর নিম্নস্থিত সুদীর্ঘ তৃণরাশির ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিলেন।—তাহার হস্ত পদ রজ্জুবদ্ধ ! সে প্রাণের দায়ে কোনও উপায়ে মুখের রুমালখানি অপসারিত করিয়া অতি কষ্টে ভগ্নস্বরে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতেছিল ; তাহাই মিঃ ব্লেকের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল।—সে যে ভাবে পতিত ছিল,—তাহাতে চেতনা-সঞ্চার হইলেও তাহার নড়িবার পর্য্যন্ত শক্তি ছিল না !—মোটর গাড়ীর শব্দ শুনিয়া সে কাতর স্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিল ; কিন্তু তাহা এত অস্ফুট যে, মিঃ ব্লেক ভিন্ন স্মিথও তাহা শুনিতে পায় নাই।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাহাকে টানিয়া পথে তুলিলেন ; তাহার মুখের ও হস্ত-পদের বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল। মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ? —তোমার এ দশা কে করিল ?"

মোটর-চালক বলিল, "আমার নাম জেম্‌স্ স্মিথ ; লোকে আমাকে 'জিম্' বলিয়া ডাকে। ট্রান্‌মায়ার কাসলের সার অস্কার মীডের আমি প্রধান মোটর-চালক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ওঃ, তবে ত তুমি মস্ত লোক ! তা তোমার এ দশা কিরূপে হইল ?"

জিম্ বলিল "একটা লোক আমার এ দুর্দ্দশা করিয়াছে। তাহার নাম জানি না। সার অস্কার আমাকে ষ্টেশনে যাইতে আদেশ করিয়া

ছিলেন। ১১—৩৫এর ট্রেনে একটি ভদ্রলোকের ষ্টেশনে আসিবার কথা; তাঁহাকে আনিতে ষ্টেশনে যাইতেছিলাম। আমি এই সাঁকোর কাছে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তখন রাত্রি কত?"

জিম্ বলিল, "প্রায় স-এগারটা। আমি সাঁকোর কাছে প্রায় আসিয়াছি, এমন সময় একটা লোক সাঁকোর উপর একটা বৈদ্যুতিক লণ্ঠন উঁচু করিয়া তুলিয়া ঘন ঘন আন্দোলিত করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমি গাড়ী থামাইলাম।—তখন সেই লোকটা আমার সম্মুখে আসিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে বলিল, 'সাঁকোর নীচে একটা স্ত্রীলোক খুন হইয়াছে।'—ব্যাপার কি, দেখিবার জন্য আমি গাড়ী হইতে নামিলাম। আমি সাঁকোর নীচে গিয়াছি, এমন সময় লোকটা আমার মাথায় কি দিয়া সবেগে আঘাত করিল বলিতে পারি না, কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। জ্ঞান হইলে দেখি, আমি জলের ধারে ঘাসের মধ্যে পড়িয়া আছি; আমার হাত পা মুখ বাঁধা, আমার পোষাক দস্তানা চুরী গিয়াছে! গাড়ীখানির কি হইল, বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয় লোকটা চোর কি ডাকাত! আমার পোষাক চুরী করিয়াছে, গাড়ী লুঠ করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাহাকেও তোমার সন্দেহ হয়?"

মোটর-চালক বলিল, "না মহাশয়, কাহাকেও আমার সন্দেহ হয় না; লোকটা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাহার পোষাক দেখিয়া মনে হইয়াছিল, সে কুলি মজুর হইতে পারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটা কি উদ্দেশ্যে তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা কিছু বুঝিতে পারিয়াছ?"

মোটর-চালক বলিল, "আমার মনিবের গাড়ীখানি লুঠ করা ভিন্ন তাহার আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? যদি সে অন্য কোনও

উদ্দেশ্যে আমাকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তাহা আমার অনুমান করাও অসম্ভব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার সঙ্গে টাকা ছিল কি?"

মোটর-চালক তাহার পকেটে হাত দিল; তাহার পর বলিল, "হাঁ, আমার সঙ্গে কিছু টাকা ছিল বটে, কিন্তু তাহা ত সে স্পর্শ করে নাই! কেবল মোটরখানি লইয়াই চম্পট দিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি কি এই পোষাকে মোটর লইয়া ষ্টেশনে যাইতেছিলে;—ওভারকোট, টুপি; এ সকল কিছুই পরিয়া আস নাই?"

মোটর-চালক সবিস্ময়ে বলিল, "তাই ত! আমার ওভারকোট ও টুপিটা গেল কোথায়! চোরটা নিশ্চয়ই তাহা চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। আমার ওভারকোট ও টুপিতে তাহার দরকার হইল, অথচ এই জামার পকেটের টাকাগুলা সে রাখিয়া গেল! চোরের মৎলব আপনি কিছু বুঝিতে পারিতেছেন কি?"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, বোধ হয় কিছু কিছু বুঝিতেছি। ভাল, আগে তুমি বল দেখি, তুমি কোন্ ভদ্রলোককে ষ্টেশনে আনিতে যাইতেছিলে?"

মোটর-চালক বলিল, "আমি তাঁহার নাম জানি না। আমার মনিব মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন, লণ্ডন হইতে একটি ভদ্রলোক আসিবেন, তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে কাস্‌লে আনিতে হইবে। তাঁহার আসার সঙ্গে আমার ওভারকোট ও টুপি চুরী যাওয়ার কি কোনও সম্বন্ধ আছে মনে করেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ত তাহাই বিশ্বাস। চোর বোধ হয় তোমার বেশ ধরিয়া স্যার অস্কারের গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে গিয়াছে।"

মোটর-চালক বলিল, "সেই ভদ্রলোকটিকে আনিবার জন্য?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ত এইরূপ মনে হইতেছে।"

মোটর-চালক বলিল, "আমার পোষাক চুরী করিয়া, আমার মনিবের গাড়ী লইয়া সেই ভদ্রলোককে ষ্টেশন হইতে আনিতে যাইবার জন্য তাহার এত মাথাব্যথা কেন?—আমি ত তাঁহাকেই আনিতে যাইতেছিলাম!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই ভদ্রলোকটি কে, তিনি কি জন্যই বা টানমায়ার কাস্‌লে আসিতেছিলেন, তাহা না জানিলে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। হয় ত সে তাঁহার জিনিস-পত্র চুরী করিবার মৎলবে এই কাজ করিয়াছে।"

স্মিথ এতক্ষণ পরে কথা কহিল; বলিল, "আমার কিন্তু মনে হইতেছে চোর কোনও গুপ্ত অভিসন্ধিতে ভদ্রলোকটিকে গোপনে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য এই খেলা খেলিয়াছে। কোনও কারণে তাঁহাকে গুম্ করিয়া রাখিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাও অসম্ভব নহে। তবে কোন্ কথাটা সত্য, তাহা স্থির করা কঠিন নহে; আমরা ষ্টেশনে গিয়া সন্ধান লইলেই জানিতে পারিব, চোর সেই আগন্তুক ভদ্রলোকটিকে সার অস্‌কারের মোটরে তুলিয়াছিল কি না।"

অনন্তর তিনি মোটর-চালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন কি করিবে? কাস্‌লে ফিরিয়া গিয়া তোমার মনিবকে সকল কথা বলিবে, না, আমাদের সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়া সেই ভদ্রলোকটির খোঁজ করিবে?"

মোটর-চালক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আপনাদের সঙ্গে অগ্রে ষ্টেশনে যাওয়াই সঙ্গত মনে করিতেছি।"

মিঃ ব্লেক, তখন স্মিথ ও সার অস্‌কারের মোটর-চালককে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন; টাইগার তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া গাড়ীতে

উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কিছু দূরে যেন কে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। যেন কেহ কোনও রূপে বিপন্ন হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে! স্বরটি গ্রামের দিক হইতে আসিতেছিল। এ কাহার কণ্ঠস্বর, তাহা পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। বৃটীশ রাজদূত মিঃ ফ্যাল্‌কোনার বিচ্ছু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন।

মিঃ ব্লেক শব্দ লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে মোটর পরিচালিত করিলেন; স্মিথ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রহিল। সার অস্‌কারের মোটর-চালক ও টাইগার পশ্চাতের আসন অধিকার করিয়াছিল। ঝড়ের মত বেগে গাড়ীখানি সেই নির্জ্জন প্রান্তর-পথ অতিক্রম করিয়া চলিল।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া মিঃ ব্লেক দেখিতে পাইলেন, প্রায় পাঁচ শত গজ দূরে পথের ধারে একখানি মোটর গাড়ী পড়িয়া আছে; গাড়ীতে কোনও আরোহী বা চালক নাই! গাড়ীর সম্মুখে যে তিনটি লণ্ঠন ছিল, তাহার উজ্জ্বল আলোকে পথের বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইতেছিল। সেই আলোকে মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, দুইজন লোক পথের ধারে মাটীর উপর ধস্তাধস্তি করিতেছে। একজনের হাতে কোনও অস্ত্র শস্ত্র নাই, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্তে কি-যেন একটা অস্ত্র আছে, তদ্দ্বারা সে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে আঘাত করিতেছে!

সার অস্‌কারের মোটর-চালক উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ঐ ত আমার মনিবের গাড়ী! ঐ গাড়ীখানিই আমি ষ্টেশনে লইয়া যাইতে-ছিলাম। যে লোকটা অন্য লোকটিকে মারিতেছে, ঐ বেটাই আমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া গাড়ীখানি চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছিল দেখুন দেখুন, আমার ওভারকোট এখনও উহার গায়ে রহিয়াছে. যে লোকটিকে ঠেঙ্গাইতেছে, উনিই বোধ হয় লণ্ডন হইতে আসিয়াছেন।"

মোটর-চালকের কথা শেষ হইতে না হইতে স্মিথ চীৎকার করিয়া বলিল, "শীঘ্র চলুন, ভদ্রলোকটি বুঝি খুন হইলেন !"

বিচ্ছু সত্যই তখন মিঃ ফ্যাল্‌কোনারকে হাতুড়ির আঘাতে অজ্ঞান করিয়া ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়াছিল। সে উঠিয়াই স্মিথের চীৎকার শুনিতে পাইল; সভয়ে সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, একখানি মোটরগাড়ী নক্ষত্রবেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে! মিঃ ব্লেক ও স্মিথ মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইলেন, আততায়ী সার অস্‌কারের মোটর চালকের ওভারকোটটা চক্ষুর নিমিষে খুলিয়া পথের ধারে নর্দ্দমার মধ্যে ফেলিয়া দিল; তাহার পর সার অস্‌কারের মোটরের কাছে আসিয়া গাড়ী হইতে কি তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে পথপ্রান্তস্থ অরণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি।।

: বিচ্ছু এইরূপে অদৃশ্য হইবার পরমুহূর্ত্তেই মিঃ ব্লেকের মোটর গাড়ী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক গাড়ী হইতে নামিয়া মূর্চ্ছিত রাজদূতের নিকট গমন করিলেন; এবং তাঁহার মস্তকের নিকট বসিয়া সাবধানে তাঁহার ক্ষত পরীক্ষা করিলেন। তিনি স্মিথকে বলিলেন, "লোকটি অজ্ঞান হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাণের আশঙ্কা নাই, শীঘ্রই উহার জ্ঞান-সঞ্চারের সম্ভাবনা। তুমি আহত স্থানগুলি ধুইয়া বাঁধিয়া দাও, আমি চোর ধরিতে চলিলাম।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই, তাঁহার কুকুর টাইগারকে সঙ্গে লইয়া অরণ্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বিচ্ছু যে সেই দিকে পলায়ন করিয়াছে, তাহা তিনি দেখিয়াছিলেন।

বনের ধারে গিয়া মিঃ ব্লেক তাঁহার কুকুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "টাইগার! চোরটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; সে যে দিকে গিয়াছে, সেই দিকে চল।"

টাইগার মুখ তুলিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল।

মিঃ ব্লেক তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তুই তাহার গায়ের গন্ধটা কেমন, জানিতে চাহিস্? চোরের জুতা কি রুমাল পাইলে তোর সুবিধা হইত বটে, কিন্তু তাহা ত এখানে নাই। তবু তোকে চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে!"

কিন্তু 'ব্লড হাউণ্ড' টাংগার যাহার দেহের আঘ্রাণ না পাইয়াছে, কিরূপে তাহার অনুসরণ করিবে? সে কোনও দিকে না গিয়া বনের ধারে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক অগত্যা পথে ফিরিয়া আসিলেন। স্মিথ তখন আহত দূতের ক্ষতস্থলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা প্রায় শেষ করিয়াছিল, এবং সার অসকারের মোটর-চালক নালার ভিতর হইতে তাহার ওভারকোটটি তুলিয়া আনিয়া তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল! সে মিঃ ব্লেককে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চোরের কোনও সন্ধান পাইলেন না?—চম্পট দিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাই ত বোধ হয়।"

মোটর-চালক বলিল, "আপনার কুকুর তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চোরের ব্যবহৃত কোনও জিনিসের গন্ধ পাইলে সে চেষ্টা করিত; কিন্তু সে রকন কোন জিনিস ত পাইবার উপায় নাই।"

মোটর-চালক ইতিমধ্যে তাহার ওভারকোটের পকেট হইতে একটা টুপি বাহির করিয়া বলিল, "আমার ওভারকোটের পকেটে এ টুপি আসিল কিরূপে? এ টুপি ত আমার নয়!—ওঃ—মনে পড়িয়াছে, চোরটা যখন আমাকে আক্রমণ করে, সেই সময় তাহারই মাথায় এ টুপি ছিল; আমাকে অজ্ঞান করিয়া সে আমার টুপিটা লইয়া মাথায় দিয়াছিল, বোধ হয় তাহার টুপিটা ওভারকোটের

পকেটে পুরিয়া রাখিয়াছিল। এ তাহারই টুপি;—ইহাতে কাজ চলিবে না?"

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিলেন, "হাঁ, ঠিক জিনিসই পাওয়া গিয়াছে; দেখি টুপিটা।"

তিনি তৎক্ষণাৎ টুপিটি তাহার হাত হইতে লইয়া টাইগারের সম্মুখে ধরিলেন, বলিলেন, "ইহার ঘ্রাণ লইয়া চল; দেখি, সে কোন্ দিকে গিয়াছে।"

টাইগার দুই তিনবার টুপিটি শুঁকিয়া দ্রুতপদে বনের দিকে চলিল; মিঃ ব্লেকও টুপিটা ফেলিয়া দিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই উভয়ে অরণ্যের অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, টাইগার পলাতকের সন্ধান না করিয়া ফিরিবে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিচ্ছু যে সময় মিঃ ব্লেকের মোটর গাড়ীর আলোক দেখিতে পাইয়াছিল, সেই মুহূর্তেই সে রাজদূতের ব্যাগটি লইয়া পলায়ন করিলেও মিঃ ব্লেকের মোটর গাড়ী তাহার প্রায় আধ মিনিট পরেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার অত্যল্পকাল পরেই মিঃ ব্লেক তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হন; সুতরাং বিচ্ছু যে সেই অল্প সময়ের মধ্যে অধিক দূর যাইতে পারে নাই, একথা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ সে যে মোটর গাড়ী দেখিয়া ভয় পাইয়া পলাইয়াছিল, সে গাড়ীতে যে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ মিঃ ব্লেক ও তাঁহার প্রসিদ্ধ কুকুর টাইগার ছিল, ইহা সে কল্পনাও করে নাই।

সুতরাং অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বিচ্ছু অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল; তাহার বিশ্বাস হইল, সেই অন্ধকার রাত্রে বিজন অরণ্যে কেহই তাহার অনুসরণ করিবে না। সে চলিতে চলিতে অস্ফুট স্বরে বলিল, "এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, আর তার যে তদন্ত হইবে না ইহা সম্ভব নহে; তদন্ত হইবেই। কিন্তু এ রাত্রে আমাকে কে ধরিতে আসিবে? হয় ত কাস্‌লের লোক জন পথে এক-আধটু খুঁজিয়া থানায় সংবাদ দিবে। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিতে না আসিতে আমি আমার বাসায় উপস্থিত হইতে পারিব।"

বিচ্ছু নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষাকৃত মৃদু গতিতে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় সে অদূরে কুকুরের চীৎকার শুনিতে পাইল।

কুকুরের সাড়া পাইয়া বিচ্ছু ঘুরিয়া দাঁড়াইল, সভয়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! আমার পশ্চাতে কুকুর লাগিয়াছে! কুকুর এই অন্ধকারে আমার অনুসরণ করিল কিরূপে?—তবে কি কুকুরটা ব্লড্‌হাউণ্ড? যদি ব্লড্‌হাউণ্ড হয় তবেই ত বিপদ! তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ধরা পড়িব। যদি কোন উপায়ে তাড়াতাড়ি গিরিকুটীরে উপস্থিত হইতে পারি, তাহা হইলেও ত আমার নিষ্কৃতি নাই; কুকুরটা ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে ঠিক সেইখানেই যাইবে! সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের মনিবও যাইবে।—এ সঙ্কটে এখন করি কি?"

কিন্তু বিচ্ছুর উর্ব্বর মস্তিষ্কে ফন্দীর উদ্ভব হইতে বিলম্ব হইল না; সে জানিত, জলের ভিতর দিয়া চলিলে ব্লড্‌হাউণ্ডেরা পলাতকের অনুসরণ করিতে পারে না।—অতএব সে নদীতে নামিয়া একহাঁটু জল ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিল।

কিন্তু এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা সহজ হইল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি একটি নদী এই অরণ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। বিচ্ছুর গিরিকুটীর সমুদ্রতটে অবস্থিত; তাহারই কিছু দূরে এই নদীর মোহানা। সেই স্থানে নদী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল।

বিচ্ছু বুঝিল, অতঃপর নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহার ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল; কুকুরটা ক্রমেই তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাও সে বুঝিতে পারিল। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহার উপর তাঁহার কাঁধে রাজদূতের সেই এটাচি কেস; তাহা তেমন ভারি না হইলেও, পলাতকের পক্ষে অন্ধকার রাত্রিতে দুর্গম অরণ্যের ভিতর দিয়া পলায়নের সময় তাহা বহন করা সহজ কাজ নহে; বিশেষতঃ, নদী অনেক দূরে। এরূপ সঙ্কটজনক অবস্থায় পড়িলে অন্য কোনও লোক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হয় ত ধরা দিত;

কিন্তু বিচ্ছু নিরুৎসাহ হইতে জানিত না; বিপদ-মেঘ তাহার মাথার উপর যত ঘনাইয়া আসিত,—তাহার সাহস, উৎসাহ ও জিদ ততই বর্দ্ধিত হইত! তাই উপস্থিত বিপদে সে নিরুৎসাহ বা হতাশ না হইয়া, এটাচি কেসটা দড়ি দিয়া পিঠে বাঁধিল; তাহার পর দুই হাতে জঙ্গল সরাইতে সরাইতে দ্রুতবেগে নদীর দিকে অগ্রসর হইল।

বিচ্ছুর সৌভাগ্যক্রমে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল না। এই ভাবে আধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সম্মুখে খরস্রোতা তরঙ্গিনীর কল্লোল শুনিতে পাইল; দুই এক মিনিটের মধ্যেই সে নদী তীরে উপস্থিত হইল। তাহার আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু মুহূর্ত্তেই তাহার আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল!

বিচ্ছু সেই অন্ধকার রাত্রেই নদীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিল পার্ব্বত্য নদীতে বান আসিয়াছে! নদীর উচ্চ পাড় বানের জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। পাড়ের নীচেই সাঁতার জল! আর নদীর কি প্রখর স্রোত! একটি কুটা ফেলিলে তিন খণ্ড হইয়া যায়!—এই অন্ধকার রাত্রিতে সেই উচ্চ ও সঙ্কীর্ণ পাড়ের উপর দিয়া চলিতে চলিতে যদি দৈবাৎ পদস্খলন হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই।

বিচ্ছু দাঁড়াইয়া কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছে এমন সময় সমুদ্রের দিক হইতে হঠাৎ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইল! তখন বিচ্ছুর মনে পড়িল, নদী পাহাড়ের উপর দিয়া চলিতে চলিতে কিছু দূরে কয়েক শত গজ নিম্নে সমুদ্রে পড়িয়াছে। নদী পাহাড়ে বাধা পাইয়া ক্রমে উচ্চ হওয়ায় পাষাণ-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তাহার লক্ষ লক্ষ মন জল জলপ্রপাতের ন্যায় সবেগে নিপতিত হওয়াতেই এই শব্দ! —এই জলপ্রপাতকে স্থানীয় লোকেরা 'উইচেজ কলড্রণ' অর্থাৎ ডাইনীর হাঁড়া বলিত।

বিচ্ছুর অনেক রকম 'কসরৎ' জানা ছিল; কিন্তু সে ভাল সাঁতার জানিত না। সাঁতারের পোষাক পরিয়া বদ্ধ জলে সে কিছুকাল ভাসিতে পারিলেও এরূপ তরঙ্গ-ভঙ্গময়ী খরস্রোতা নদীতে সন্তরণ করা তাহার সাধ্যাতীত ছিল। তাহার উপর তাহার পায়ে বুট জুতা, এবং পিঠে সেই এটাচি-কেস বাঁধা! যদি একবার পদস্খলন হয়, তাহা হইলে তাহাকে জলপ্রপাতে পড়িয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রাণ হারাইতে হইবে; ইহা বুঝিতে পারিয়া সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ সে পশ্চাতে কুকুরের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল!

বিচ্ছু হতাশ ভাবে বলিল, "না, আর ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না; জলেই নামিতে হইল, অন্য উপায় নাই।"—বিচ্ছু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া জলমগ্ন পিচ্ছিল তটের উপর দিয়া সাবধানে চলিতে লাগিল; প্রতি পদক্ষেপণেই তাহার আশঙ্কা হইতে লাগিল, হয় ত মুহূর্ত্তমধ্যে সে নদী-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে। নদীতটে জলমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড নিপতিত ছিল, তাহাতে বাধিয়া সে কয়েক বার হুমড়ী খাইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল।

বিচ্ছু এই ভাবে প্রায় দশ গজ যাইবার পর তীরস্থিত অরণ্যে শর শর শব্দ শুনিতে পাইল; যেন কে বন ঠেলিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের চীৎকার পুনর্ব্বার তাহার শ্রবণগোচর হইল।

টাইগার নদীতীর পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিয়াছিল; তাহার পর যেখানে বিচ্ছু জলে নামিয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া আর গন্ধের অনুসরণ করিতে পারিল না; নদীর দিকে চাহিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক টাইগারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কি রে! আর গন্ধ পাইতেছিস্ না? চোরটা বুঝি জলে নামিয়া পড়িয়াছে! আমিও এই ভয় করিতেছিলাম।"

বিচ্ছু মিঃ ব্লেকের কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট শুনিতে পাইল; সে মনে মনে বলিল, "এ চেনা গলা! এ কাহার কণ্ঠস্বর? পূর্ব্বে কোথায় শুনিয়াছি, ঠিক স্মরণ হইতেছে না।"

মিঃ ব্লেকের হস্তে একটি বৈদ্যুতিক লণ্ঠন ছিল; আজ কাল এই শ্রেণীর লণ্ঠন এদেশেও আমদানী হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের আলোক এমন উজ্জ্বল ও স্থায়ী নহে। মিঃ ব্লেক নদীর অদূরে উপস্থিত হইয়া সেই লণ্ঠনের 'বোতাম' টিপিলেন; মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল আলোকে বনস্থলী ও নদীতীর উদ্ভাসিত হইল। কিন্তু কি জন্য বলা যায় না, হঠাৎ আলোকের উজ্জ্বলতা হ্রাস প্রাপ্ত হইল। মিঃ ব্লেক তখন লণ্ঠনটি ঘুরাইয়া তাহার কি দোষ হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; সেই সময় লণ্ঠনের আলোক তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইল। বিচ্ছু অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল; সে তাঁহার মুখের দিকে চাহিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিল! তাহার বুকের মধ্যে দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে অতি কষ্টে আত্মসংবরণে সমর্থ হইল; সে অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, "এ যে রবার্ট ব্লেক! উহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঠিক চিনিতে পারি নাই বটে, কিন্তু মুখ দেখিয়া আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে। এবার দেখিতেছি আমার নিষ্কৃতি নাই।—পশ্চাতে শত্রু, সম্মুখে নদী। কোথায় যাই? মরিতে হয় তাহাও স্বীকার, বিনা চেষ্টায় ধরা দিব না। দেখি, অদৃষ্টে কি আছে!"

মিঃ ব্লেক লণ্ঠনের আলো ঠিক করিয়া লইয়া টাইগারের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, সে ব্যগ্রভাবে নদীতীরে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে; কোন্ দিকে যাইলে পলাতক তস্করের সন্ধান পাইবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না।

মিঃ ব্লেক টাইগারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "খুঁজিয়া দেখ বেটা!—চোর পাকড়াইতেই হইবে।—নদীতে বান ডাকিয়াছে, সাঁতরাইয়া পলা-

ইতে পারে নাই, নিকটেই কোথাও আছে; অধিক দূরেও সে যাইতে পারে নাই।"

এইরূপে টাইগারকে উৎসাহিত করিয়া মিঃ ব্লেক নদীতীরে দীপরশ্মি বিক্ষিপ্ত করিলেন; তাহার পর সোৎসাহে বলিলেন, "এই যে পায়ের দাগ দেখিতেছি! চোর নিশ্চয়ই এইখান দিয়া জলে নামিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক এবার লণ্ঠনটি উঁচু করিয়া ধরিয়া একবার দক্ষিণে একবার বামে ঘুরাইলেন; তীব্র আলোকে নদীবক্ষঃ বহুদূর আলোকিত হইল।—তিনিও দক্ষিণে বামে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন; হঠাৎ তাঁহার বামে নদীজলে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন!—বিচ্ছু এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া পলায়নের উপায় চিন্তা করিতেছিল।

কিন্তু অতঃপর পলায়ন করা অসম্ভব।—বিচ্ছু তাড়াতাড়ি পকেটের ভিতর হইতে একটি টোটাভরা পিস্তল বাহির করিল।—"আজ আমি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছি। হতভাগা গোয়েন্দাটাকে আক্রমণ করিতাম না; কিন্তু নিরুপায়, উহাকে না মারিলে আমাকেই মরিতে হইবে।"—এই কথা বলিয়া বিচ্ছু পিস্তলটা উদ্যত করিয়া মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিল।—মিঃ ব্লেক ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে দেখিয়া সোৎসাহে বলিলেন, "ঐ যে চোর!"—কিন্তু তাহার হস্তে পিস্তল দেখিয়া তিনি চক্ষুর নিমেষে মাথা সরাইয়া লইলেন; সঙ্গে সঙ্গে টাইগার বিচ্ছুকে লক্ষ্য করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সহসা বনভূমি কম্পিত করিয়া পিস্তলের শব্দ হইল—"গুড়ুম!" গুলিটা মিঃ ব্লেকের কাণের পাশ দিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া গেল! যদি তিনি সেই মুহূর্ত্তে মাথা সরাইয়া না লইতেন, তাহা হইলে গুলি নিশ্চয়ই তাঁহার ললাটে বিদ্ধ হইত।

পিস্তলে আরও গুলি ভরা ছিল। একটি ব্যর্থ হইল দেখিয়া বিচ্ছু

মিঃ ব্লেককে সাবধান হইবার অবসর না দিয়াই পুনর্ব্বার 'ফায়ার' করিল।—আবার শব্দ হইল "গুড়ুম!"

এবার বিচ্ছু মিঃ ব্লেকের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছিল; সৌভাগ্যক্রমে মিঃ ব্লেক তখন লণ্ঠনটা বুকের কাছে ধরিয়াছিলেন, গুলি প্রচণ্ডবেগে আসিয়া মিঃ ব্লেকের হস্তস্থিত লণ্ঠনটা চূর্ণ করিল!—সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই টাইগার বিচ্ছুকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার উরুদেশ দংশন করিল।

এই সময় যদি বিচ্ছু মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইত, তাহা হইলে অবিলম্বেই তাহাকে মিঃ ব্লেকের হস্তে বন্দী হইতে হইত; কিন্তু বিপদে বিচ্ছু হতবুদ্ধি হইত না; সে টাইগার কর্ত্তৃক আহত হইবামাত্র পিস্তল ঘুরাইয়া তাহার 'কুঁদা' দ্বারা টাইগারের মুখে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল।

সেই আঘাতে টাইগার বিচ্ছুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তীরে গিয়া উঠিল।—কিন্তু টাইগার পলায়ন করিবার পূর্ব্বে এমন এক ধাক্কা দিয়া গেল যে বিচ্ছুকে দুই-এক পদ পশ্চাতে সরিয়া যাইতে হইল। সে সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার অদূরেই গভীর জল।—বিচ্ছু ঝোঁক সাম্‌লাইতে না পারিয়া গভীর জলে পড়িয়া গেল। আর সে তীরে উঠিতে পারিল না; খরস্রোতে সমুদ্রাভিমুখে ভাসিয়া চলিল!

টাইগারকে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তীরে উঠিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক, ব্যাপার কি, তাহা অনুমান করিতে পারিলেন। তিনি সেই মুহূর্ত্তেই নদীতে লম্ফ প্রদান করিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন—এই অন্ধকার রাত্রে খরস্রোতা গিরি-নদীতে লাফাইয়া পড়িয়া তিনি অতি অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন।—তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রবল স্রোতে তাঁহাকে কিছু দূরে ভাসিয়া

যাইতে হইল। মিঃ ব্লেক সন্তরণে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন; বহু কষ্টে তিনি তীরে উঠিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু বিচ্ছু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সে স্রোতে ভাসিয়া জলপ্রপাতের অভিমুখে—নিশ্চিত মৃত্যু-গহ্বরের দিকে অগ্রসর হইল।

ইতিমধ্যে টাইগার সাম্‌লাইয়া লইয়া বিচ্ছুকে ধরিবার জন্য পুনর্ব্বার নদীতে লম্ফ প্রদান করিয়াছিল।—মিঃ ব্লেক তীরে উঠিয়া তাহাকে ডাকিলেন, 'টাইগার, টাইগার!"

প্রভুর আহ্বানে টাইগার ফিরিল; সে আরও কিছু দূরে গিয়া তীরে উঠিল। টাইগার সিক্তদেহে প্রভুর পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলে, মিঃ ব্লেক আদর করিয়া তাহার মাথা চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন, "টাইগার, তুই চোর ধরিতে যাইতেছিলি?—তাহার আর আবশ্যক নাই। আর উহাকে তীরে উঠিতে হইবে না; পাঁচ মিনিটের মধ্যে জলপ্রপাতের ঘূর্ণির মধ্যে পড়িয়া হতভাগা প্রাণ হারাইবে। কাল উহার মৃতদেহের অনুসন্ধান করা যাইবে; আজ ফিরিয়া চল্।"

মিঃ ব্লেক টাইগারকে সঙ্গে লইয়া সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যের ভিতর দিয়া বহুকষ্টে পথের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিচ্ছু নদীর প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিল।—সে জীবনের আশা ত্যাগ করিল; বুঝিল—কয়েক মিনিটের মধ্যে জলপ্রপাতের ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে পড়িয়া তাহাকে প্রাণ হারাইতে হইবে! তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইল, তাহার মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, এবং গম্ভীর জলকল্লোলে সে মৃত্যুর অশ্রান্ত সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় জলপ্রপাতের অভিমুখে ভাসিয়া চলিল!

কিন্তু বিধাতা তাহার অদৃষ্টে এ ভাবে মৃত্যু লিখেন নাই, তাহার মৃত্যু হইবে কেন? বিচ্ছু ভাসিতে ভাসিতে এমন একটি স্থানে আসিয়া পড়িল—সেখানে নদীর পরিসর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ।—সেখানে জলের

স্রোতও অত্যন্ত প্রবল; উচ্চ তীরের এক দিকের কতকগুলি গাছ নদীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। অন্য সময় জল অনেক নীচে থাকিত বটে, কিন্তু বানের সময় কোন কোন বৃক্ষের শাখা জল স্পর্শ করিয়াছিল; দুই চারিটা শাখায় জল বাঁধিয়া কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ শব্দ হইতেছিল। বিচ্ছু স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাইতে যাইতে—একটি বৃক্ষশাখা তাহার হাতে ঠেকিল। সে প্রাণপণে তাহা আঁকড়িয়া ধরিল, সুতরাং নদীস্রোত আর তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিল না, কিন্তু স্রোতের টানে তাহার হাত দু'খানি ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম হইল! তথাপি সে তাহার শেষ অবলম্বন ত্যাগ করিল না। বিপুল চেষ্টায় সে সেই ডালটি ধরিয়া উভয় বাহুতে ভর দিয়া বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিল।—এতক্ষণ পরে তাহার প্রাণের আশা হইল, সে এ ডাল ও-ডাল ধরিয়া অবশেষে বৃক্ষের মূলকাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বৃক্ষমূলে অবতরণ করিল।

নামিয়া দেখিল তাহার পদদ্বয় মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে, সে অস্ফুট-স্বরে বলিল, "আঃ—এতক্ষণে নিরাপদ হইলাম।"

হঠাৎ অপহৃত 'এটাচি কেসে'র কথা তাহার মনে পড়িল, সে তাড়াতাড়ি পিঠে হাত দিয়া দেখিল—তখনও তাহা পিঠে বাঁধা আছে। সে সহর্ষে বলিল, "বমালও হাতছাড়া হয় নাই! তবে আর আমার কোনও আক্ষেপ নাই।"

বিচ্ছু বৃক্ষমূল হইতে গমনোদ্যত হইল, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ এমন অবসন্ন হইয়াছিল যে, সে আর চলিতে পারিল না, মাতালের মত টলিতে টলিতে সেই বৃক্ষমূলেই নিপতিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।—তখন রাত্রি অবসান প্রায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

টাইগারকে সঙ্গে লইয়া মিঃ ব্লেক সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে অরণ্যের ভিতর দিয়া পথের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই অদূরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক রুদ্ধনিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে যায়?"

উত্তর হইল. "আমি স্মিথ। কর্ত্তা, আপনি ফিরিয়াছেন? আঃ, বাঁচিলাম! অল্পক্ষণ পূর্ব্বে এই দিকে দুইবার বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া, আপনার কোনও বিপদ হইয়াছে মনে করিয়া আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলাম। ব্যাপার কি? ডাকাতটা বোধ হয় সরিয়া পড়িয়াছে?"

মিঃ ব্লেক চলিতে চলিতে স্মিথকে সংক্ষেপে সকল কথা বলিলেন।

স্মিথ বলিল, "তাহা হইলে হতভাগার আর জীবনের আশা নাই; সে এতক্ষণ জলপ্রপাতের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাই সম্ভব।"

স্মিথ বলিল, "তাহা হইলে তাহার মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসিয়া যাইবে। যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল!—লোকটা পলাইবার সময় সার অস্কারের মোটর-গাড়ী হইতে কি একটা জিনিস লইয়া গিয়াছিল—দেখিয়াছিলাম। জিনিসটা কি, ঠাহর করিতে পারিয়াছেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি বৈদ্যুতিক লণ্ঠনের আলোকে দেখিয়াছি উহা একটা বাদামী রঙের ছোট এটাচি কেশ; পলাতক দস্যু তাহা দড়ি দিয়া ঝোলার মত পিঠে বাঁধিয়া লইয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "তাহাতে কি ছিল, কেনই বা সে ব্যাগটা চুরী করিয়াছিল—তাহা জানিতে পারিয়াছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা জানিব কিরূপে ? সংজ্ঞাহীন ভদ্রলোকটি চেতনালাভ করিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাইবে। যদি শীঘ্র তাঁহার চেতনা-সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে সার অস্‌কারকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও বোধ হয় বলিতে পারিবেন।"

স্মিথ বলিল, আমি "আসিবার সময় পর্য্যন্ত ভদ্রলোকটির চেতনা হয় ন'ই, তখনও তিনি বেহুঁস হইয়া পড়িয়া ছিলেন।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন,"তুমি তাঁহার ক্ষতস্থলে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া দিয়াছ ত ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আমি যতটুকু পারিয়াছি করিয়াছি, তবে আমি ত ডাক্তারের মত ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিতে জানি না, কোনও রকমে রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া আসিয়াছি। আমি তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময় এদিকে 'গুড়ুম' 'গুড়ুম' করিয়া দুইবার বন্দুকের শব্দ শুনিলাম। আপনার কোনও বিপদ হইয়াছে আশঙ্কা করিয়া সার অস্‌কারের মোটর-চালককে তাঁহার পাহারার ভার দিয়া এইদিকে দৌড়াইয়া আসিতেছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপাততঃ ষ্টেশনে যাইবার আবশ্যক নাই। চল, মূর্চ্ছিত মোটর-চালককে লইয়া ট্রান্‌মায়ার কাস্‌লে যাই। যদিও এই রাহাজানি ব্যাপারের সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই, কিন্তু ব্যাপারখানা কি জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হইতেছে,—ইহা সাধারণ চুরী নহে ভিতরের কোনও গভীর রহস্য নিহিত আছে। সার অস্‌কার মীড্‌কে এ সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রশ্ন না করিয়া আমি ফিরিব না। অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; শীঘ্র চল।"

মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও টাইগারকে সঙ্গে লইয়া মোটর গাড়ীর নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। রাজদূত মিঃ ফ্যাল্‌কোনার তখনও বেহুঁস হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ ধরাধরি করিয়া সার অস্‌কারের গাড়ীতে তুলিলেন। তাহার পর মিঃ ব্লেক মোটর-চালককে বলিলেন, "আমরা তোমার মনিবের কাস্‌লে যাইব স্থির করিয়াছি। এই ভদ্রলোককে এ অবস্থায় তোমার হাতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাওয়া আমি সঙ্গত মনে করি না। নিকটে কোন ডাক্তার আছে বলিতে পার ?"

মোটর-চালক বলিল,"হাঁ মহাশয়, গ্রামে একজন ডাক্তার আছেন।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তারটির নামটি কি ?"

মোটর-চালক বলিল, "ডাক্তর রাইল্যাণ্ড।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম; তাঁহার বাড়ী কোন্ দিকে বলিতে পার ?"

মোটর চালক বলিল, "গীর্জ্জার ঠিক সম্মুখে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন তুমি এক কাজ কর। এই ভদ্রলোকটিকে লইয়া কাস্‌লে যাও; তোমার মনিবকে সকল কথা খুলিয়া বলিও। আমি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তারের সন্ধানে গ্রামে যাইতেছি। ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া যত শীঘ্র পারি—কাস্‌লে যাইব।—আমার কথা বুঝিয়াছ ?"

মোটর-চালক বলিল, "এ সোজা কথাটা আর বুঝিতে পারিব না ? আমি চলিলাম।"—সে সংজ্ঞাহীন ফ্যাল্‌কোনারকে লইয়া কাস্‌ল অভিমুখে মোটর পরিচালিত করিল।—মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও টাইগারকে লইয়া তাঁহার মোটরে ডাক্তারের সন্ধানে চলিলেন।

মিঃ ব্লেক ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, ডাক্তার রোগী দেখিতে বাহির হইয়াছেন; কখন ফিরিবেন, তাহা বলিয়া যান নাই; তাঁহার ফিরিতে সম্ভবতঃ দুই তিন ঘণ্টা বিলম্ব হইতে পারে।

মিঃ ব্লেক ডাক্তারের লোককে বলিলেন, "ডাক্তার গৃহে প্রত্যাগমন করিবামাত্র যেন তাঁহাকে ট্রান্‌মায়ার কাস্‌লে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।"—অনন্তর তিনি মোটরে কাস্‌ল অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

সার অস্‌কার তাঁহার মোটর-চালকের নিকট এই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া অত্যন্ত অধীরভাবে মিঃ ব্লেকের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। অদূরে মিঃ ব্লেকের মোটর গাড়ীর হুস্‌-হুস্‌ শব্দ শুনিবামাত্র তিনি ব্যগ্রভাবে গৃহের বাহিরে আসিলেন।

মিঃ ব্লেক গাড়ী হইতে নামিবামাত্র সার অস্‌কার তাঁহার হাত ধরিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি আসিয়াছেন? আঃ—আপনার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আমি ছট্‌ফট্‌ করিতে ছিলাম। কি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে!—আপনি ত সকলই জানেন; ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি। কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না; একমাত্র আশার কথা—এই দুঃসময়ে আপনি যেন দৈবপ্রেরিত হইয়াই এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন! আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি।—আপনি আসিতেছেন, এ সংবাদ না পাইলে লর্ড ওয়ারিংটন বোধ হয় পাগল হইয়া যাইতেন।"

মিঃ ব্লেক সার অস্‌কারের সহিত গৃহাভ্যন্তরে অগ্রসর হইতেছিলেন; সার অস্‌কারের কথা শুনিয়া তিনি চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিলেন, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লর্ড ওয়ারিংটন! পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড ওয়ারিংটন এখানে?"

সার অস্‌কার বলিলেন, "হাঁ, তিনি কয়েক দিন হইল আমার এখানে বেড়াইতে আসিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে যুবকটিকে অচেতন অবস্থায় আপনার মোটরে পাঠাইয়া দিয়াছি,—তিনি কে?"

সার অস্‌কার বলিলেন, "পররাষ্ট্র-বিভাগের সংবাদ-বাহক দূত।

ছোকরার নাম ফ্যাল্‌কোনার। লর্ড ওয়ারিংটনের স্বাক্ষরের জন্য সে একখানি অতি জরুরী রিপোর্ট লণ্ডন হইতে এখানে আনিতেছিল।—কিন্তু আর এখানে বিলম্ব করিয়া কাজ নাই, লর্ড ওয়ারিংটনের শয়নকক্ষে চলুন। আপনাকে দেখিবার জন্য তিনি ভয়ঙ্কর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন! আপনি ভিজা কাপড় ছাড়িয়া লউন; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে—তিনিই আপনাকে সকল কথা বলিবেন।"

সার অস্‌কার স্মিথকে তাঁহার পাঠাগারে বিশ্রাম করিতে বলিয়া দ্বিতলে উঠিলেন, এবং মিঃ ব্লেককে এক স্যুট নূতন পোষাক প্রদান করিলেন।—মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লর্ড ওয়ারিংটনের সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সে সময় লর্ড ওয়ারিংটনের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল—তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা বৃথা। সহৃদয় পাঠক তাহা কল্পনা করুন। তাঁহার মুখ মলিন, ললাটে চিন্তার রেখা পরিস্ফুট, চক্ষুতে নিদারুণ অন্তর্বেদনার চিহ্ন সুপ্রকাশিত; গভীর নিরাশা ও উদ্বেগে তিনি যেন ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি কি করিবেন, কি করিলে বৃটীশ জাতির সম্ভ্রম, গৌরব, শান্তি অক্ষুন্ন রাখা যাইতে পারে,—তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তিনি শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বিপদ তাঁহার একার নহে;—যে কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা সকলেই বিপন্ন হইতে পারেন। অদূর ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের পরাক্রান্ত শত্রু জর্ম্মানজাতির রণতরীসমূহের ভীষণ কামান গর্জ্জন যেন ঘন ঘন তাঁহার কর্ণমূলে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! বস্তুতঃ তিনি এরূপ বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, মিঃ ব্লেক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি আত্মসংবরণে অসমর্থ হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেকই সর্ব্বপ্রথমে কথা কহিলেন ; বলিলেন, "ব্যাপার কি, বলুন দেখি ? আপনাকে এখানে দেখিব এ আশা করি নাই। আপনি কি অসুস্থ ?—সংবাদ-বাহক আপনার নিকট কি দলিল আনিতেছিল ?"

লর্ড ওয়ারিংটন কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া আমূল বৃত্তান্ত সঙ্ক্ষেপে মিঃ ব্লেকের গোচর করিলেন। গুপ্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে তিনি সার অস্কারকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহারই পুনরুল্লেখ করিলেন। সে সকল কথা পাঠক পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। মিঃ ব্লেক সকল কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের দূত যে গুপ্ত রিপোর্ট আপনার স্বাক্ষরের জন্য আনিতেছিলেন, তাহা কি তাঁহার 'এটাচি কেসের মধ্যে ছিল ?"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "আমার ত তাহাই বোধ হয় ; ফ্যাল্‌কোনারের চেতনা সঞ্চার না হওয়ায় এ পর্য্যন্ত তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার সুবিধা হয় নাই। কিন্তু তাহার পকেট, গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ অনুসন্ধান করিয়া সে রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই ; সুতরাং ঐ রিপোর্ট এটাচি কেসের মধ্যেই ছিল—সন্দেহ নাই।"

মিঃ ব্লেক নতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

লর্ড ওয়ারিংটন সাগ্রহে বলিলেন, "রিপোর্টখানি যে চুরী গিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি ; আরও বুঝিতেছি, এই চুরী কোনও ভীষণ ষড়যন্ত্রেরই ফল। রিপোর্টখানি চুরী করিবার জন্যই চোর ফ্যাল্‌কোনারকে আক্রমণ করিয়াছিল। তাহার নিশ্চয়ই অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। আজকাল ইউরোপের রাজনীতিক অবস্থা কিরূপ সঙ্কটপূর্ণ, তাহা আপনার অজ্ঞাত নহে। সমগ্র ইউরোপ বারুদের স্তূপে পরিণত হইয়াছে ; সকলেই নিঃশব্দে সমর-সজ্জা করিতেছে ; রাজকোষ শূন্য করিয়া যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা হইতেছে। ইউরোপে আমাদের শত্রুর অভাব নাই ; আমাদের বিপুল সাম্রাজ্য—আমাদের ঐশ্বর্য্য

তাহাদের চক্ষুশূল হইয়াছে ; আমাদের শক্তি, আমাদের ক্ষমতা প্রতিপত্তি কিরূপে খর্ব্ব হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য আমাদের শত্রুদল আকুল হইয়া দিবানিশি আমাদের ছিদ্রান্বেষণ করিতেছে ; কোন্ ছলে আমাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবে—তাহাই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।—এ সময় যদি সেই রিপোর্ট কোন প্রকারে আমাদের শত্রুপক্ষের হস্তগত হয়, তাহা হইলে দুঃখের, কষ্টের, লজ্জার ও অপমানের বিষয় আর অধিক কি আছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি এই অপহৃত রিপোর্ট উদ্ধারের জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিব না।—কিন্তু এই রিপোর্ট আমাদের কোনও শত্রুর হস্তগত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া আপনি অনর্থক উৎকণ্ঠিত হইতে-ছেন।—যে লোকটা রিপোর্ট চুরী করিয়াছে, সে আমাদের কোনও শত্রুর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া এই কাজ করিয়াছে কি না বলা কঠিন ; কিন্তু এই রিপোর্ট শত্রুপক্ষের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই ; কারণ চোর এতক্ষণ হয় ত সমুদ্রগর্ভে সমাহিত হইয়াছে।—এটাচি কেশ তাহার পিটে বাঁধা ছিল, সুতরাং রিপোর্টখানিও জলমগ্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই।"

লর্ড ওয়ারিংটন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ইহা কিরূপে জানিলেন ?"

মিঃ ব্লেক চোরের অনুসরণ করিয়া যাহা জানিতে পারিয়া-ছিলেন, সমস্তই লর্ড ওয়ারিংটনের গোচর করিলেন।

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "রিপোর্ট সহ এটাচি কেসটা যদি সমুদ্র-গর্ভে ডুবিয়া থাকে, তাহা হইলে আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই বটে ; কিন্তু যদি এটাচি কেসটা কোনও রূপে চোরের পিঠ হইতে খুলিয়া গিয়া ভাসিতে ভাসিতে নদীর তীরে বাধিয়া থাকে,—তাহা হইলে ত তাহা অন্যের হস্তগত হইতে পারে।—এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন; "আমি কাল সকালে নদীতীরের সর্ব্ব স্থানে উহা খুঁজিয়া দেখিব।—বিশেষতঃ চোর যে নিশ্চয়ই সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে, এ কথাই বা কিরূপে বলি? হয় ত সে দৈবক্রমে নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া থাকিতে পারে; স্বীকার করি, এ সম্ভাবনা খুব অল্প, কিন্তু দৈবের কথা ত বলা যায় না! অনুমানকে ত অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কদাচ উচিত নহে।—এ অবস্থায় আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য, চোরটা কে, তাহাই নিরূপণ করা।—আপনার কি কাহাকেও সন্দেহ হয় না?"

লর্ড ওয়াবিংটন বলিলেন, "না কাহারও প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই গুপ্ত রিপোর্ট অপহরণের জন্য রীতিমত একটা ষড়যন্ত্র হইয়াছে, ইহাই কি আপনার ধারণা?"

লর্ড ওয়াবিংটন বলিলেন, "নিশ্চয়ই; কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মনে বড় একটা খট্‌কা বাধিয়া রহিয়াছে। লণ্ডন হইতে এই রিপোর্ট দূত মারফৎ আজ রাত্রে এখানে প্রেরিত হইবে—এ সংবাদ আমি জানি, আর সার অস্‌কার জানেন; তৃতীয় ব্যক্তির তাহা জানিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।—লণ্ডনের আফিসের কোন কোন কর্ম্মচারী তাহা জানিলেও জানিতে পারে,—কিন্তু এখানে আমাদের দু'জন ভিন্ন আর কেহই এ কথা জানে না,—ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে—এ অঞ্চলের অন্য কোন লোক, যে কোন উপায়েই হউক, এই রিপোর্টের সন্ধান পাইয়াছে।—আপনি কিছুকাল পূর্ব্বে বলিতেছিলেন না—আজ মধ্যাহ্নে এই কক্ষেই সার অস্‌কারকে এই রিপোর্ট সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়াছিলেন?"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "হাঁ, তাঁহাকে বলিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সার অস্কারের কোনও ভৃত্য অন্তরালে থাকিয়া আপনাদের পরামর্শ শুনিয়া বাহিরের কোনও লোকের নিকট তাহা প্রকাশ করে নাই, ইহা কিরূপে বুঝিব?"

সার অস্কার বলিলেন, "না, সে সম্ভাবনা আদৌ নাই; বিশেষতঃ আমার ভৃত্যগণের মধ্যে এমন বিশ্বাসঘাতক কেহই নাই যে, সে কথা শুনিলেও অন্তের নিকট প্রকাশ করিবে।—তাহাদের প্রত্যেকের সাধুতায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার ভৃত্যবর্গকে সন্দেহ না হইতে পারে; কিন্তু আপনার বাড়ীতে বাহিরের কোনও লোক কি সে সময় কোনও কাজে নিযুক্ত ছিল না?"

সার অস্কার বলিলেন, "না; সে সময় সে রকম কোনও লোক আমার এখানে ছিল না।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনও অতিথি-অভ্যাগত?"

সার অস্কার বলিলেন, "হাঁ, একজন মাত্র লোক নিমন্ত্রিত হইয়া সে সময় এখানে আসিয়াছিলেন; তিনি চিত্রকর। তাঁহার নাম মিঃ আউট্রাম,—এই নগরেই সমুদ্র-তীরবর্ত্তী 'গিরি-কুটীর' নামক বাড়ীটি ভাড়া লইয়া কিছু দিন হইতে তিনি সেখানে বাস করিতেছেন।—আমি তাঁহাকে মধ্যাহ্নে এখানে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম;—তিনি দুইটার সময় আসিয়াছিলেন, আহারাদির পর বেলা চারিটার সময় চলিয়া গিয়াছেন।—লোকটির সহিত পূর্ব্বে আমার পরিচয় ছিল না।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপরিচিত লোককে আপনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কেন?"

সার অস্কার কি অবস্থায় পড়িয়া আউট্রামকে তাঁহার কাসলে

আসিয়া মধ্যাহ্নে ভোজন করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা মিঃ ব্লেকের গোচর করিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ আউট্রাম বেলা দুইটার সময় আসিয়া চারিটার সময় এখান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন; আপনি এই সময়ের মধ্যেই সার অস্কারের সহিত গুপ্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন?"

সার অস্কার বলিলেন, "সে কথা সত্য। কিন্তু মিঃ আউট্রাম উপরে আসেন নাই, তিনি ত নীচেই ছিলেন! তিনি আসিলে আমার সর্দ্দার খানসামা তাঁহাকে ধূমপানের কক্ষে বসাইয়াছিল। আমি লর্ড ওয়ারিংটনের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া সেই কক্ষে গিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও সেখানে আছেন। তাহার পর তাঁহার সহিত একত্র আহার করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তিনি আসিয়া ধূমপানের কক্ষে বসিয়াছিলেন—ইহা সত্য হইতে পারে; কিন্তু আপনি ত তখন সেখানে ছিলেন না। লর্ড ওয়ারিংটনের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ হইলে আপনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি তখনও সেখানে আছেন।—কিন্তু আপনি সেই কক্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে তিনি সেখানেই ছিলেন,—উঠিয়া কোথাও যান নাই, ইহা কিরূপে বুঝিব?"

সার অস্কার বলিলেন, "আমার সর্দ্দার খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহা জানিতে পারা যাইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে ডাকিবেন কি?"

সার অস্কার সর্দ্দার খানসামাকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিলেন।

খানসামা সেই কক্ষে উপস্থিত হইলে সার অস্কার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ মধ্যাহ্নে মিঃ আউট্রাম নামে যে ভদ্রলোকটি এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে তুমি কোথায় বসাইয়াছিলে?"

খানসামা বলিল, "ধূমপানের ঘরে।"

সার অস্‌কার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি উপর হইতে নামিয়া গিয়া সেখানে তাঁহার সহিত দেখা করিবার সময় পর্য্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন ত ?"

খানসামা বলিল, "না হুজুর! তিনি এখানে আসিয়া হাত মুখ ধুইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; সেই জন্য আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্নানাগারে যাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "স্নানাগারটি দ্বিতলে ?"

খানসামা বলিল, "হাঁ, মহাশয় ও-পাশের বারান্দার কাছেই।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাঁহাকে স্নানাগারে রাখিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছিলে ?—কেমন ?"

খানসামা বলিল, "হাঁ, মহাশয়!"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্নানাগার হইতে তাঁহাকে বাহির হইতে দেখিয়াছিলে ?"

খানসামা বলিল, "না, মহাশয়! তবে তিনি যখন ধূমপানের কক্ষে ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কখন ?"

খানসামা বলিল, "আমার মনিব নীচে আসিবার ঠিক পূর্ব্বেই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে তোমার মনিব যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার বন্ধুর শয়নকক্ষে ছিলেন, ততক্ষণ লোকটি উপরেই ছিল ?"

খানসামা বলিল, "হাঁ, মহাশয়!"

মিঃ ব্লেক একবার সার অস্‌কারের মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার দৃষ্টিতে আত্ম-প্রসাদের ভাব পরিস্ফুট হইতেছিল। কিন্তু তিনি হঠাৎ কোনও কথা বলিলেন না।

সার অস্‌কার ভৃত্যকে বিদায় দান করিলে, মিঃ ব্লেক তাঁহাকে

বলিলেন, "মিঃ আউট্রাম আপনার গৃহে আসিয়া সমস্ত সময়টুকু ধূমপানের কক্ষে ছিলেন না, তাহা বুঝিতে পারিলেন কি? আপনি ধূমপানের কক্ষে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি দ্বিতল হইতে নামিয়া গিয়াছিলেন; সেই জন্য আপনার ধারণা হইয়াছিল—সেখানেই তিনি বরাবর ছিলেন।"

মিঃ ব্লেক একটি দ্বারের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ দরজা দিয়া কোথায় যাওয়া যায়?"

সার অস্কার বলিলেন, "আমার পরিচ্ছদাগারে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দেখিতেছি ঐ দরজাটা অল্প খোলা আছে। যখন লর্ড ওয়ারিংটন আপনাকে গুপ্ত রিপোর্টের কথা বলিতেছিলেন; তখনও কি উহা ঐ রকমই খোলা ছিল?"

সার অস্কার বলিলেন, "পূর্ব্বে তাহা লক্ষ্য করি নাই; বোধ হয় খোলাই ছিল।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া গিয়া সেই দ্বারটি পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিলেন, তাহার পর পরিচ্ছদাগারে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষের অন্য দিকে বারান্দায় যাইবার একটি দ্বার ছিল। মিঃ ব্লেক সেই দ্বার খুলিয়া বারান্দায় উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন. সেই বারান্দা দিয়াই অদূরবর্ত্তী স্নানাগারে যাওয়া যায়।

স্নানাগারের দ্বার-প্রান্ত হইতে পরিচ্ছদাগারে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তিনি ঝুপ্ করিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন, এবং মাথা হেঁট করিয়া মেঝের উপর প্রসারিত গালিচাখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল খালি-চোখে পরীক্ষা করিয়া, তিনি পকেট হইতে একখানি 'লেন্স' (গোলাকার স্থূল কাচখণ্ড) বাহির করিলেন, এবং তাহার সাহায্যে গালিচাখানি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন।

প্রায় দশ মিনিট কাল পরীক্ষার পর মিঃ ব্লেক লর্ড ওয়ারিংটনের শয়ন-কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি লর্ড ওয়ারিংটনকে বলিলেন, "চোর কে, তাহা আমি বুঝিয়াছি। গিরি-কুটীরের বর্ত্তমান অধিবাসী এবং সার অস্কারের নিমন্ত্রিত অতিথি আউট্রামই চোর। সে স্নানাগার হইতে বাহির হইয়া বারান্দা দিয়া ধীরে ধীরে পরিচ্ছদাগারে প্রবেশ করিয়াছিল। আপনার এই কক্ষের ও পরিচ্ছদাগারের মধ্যে ঐ যে দরজাটি রহিয়াছে—ঐ দরজার নিকটে আমি কার্পেটের উপর পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি। আমার অনুমান, উহা আউট্রামেরই পদচিহ্ন। আউট্রাম ঐখানে দাড়াইয়া আপনার গুপ্ত পরামর্শ শুনিয়াছিল, সন্দেহ নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, গুপ্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে আপনাদের যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল,—তাহা সে শুনিয়াছিল; শুনিয়া সে ঐ রিপোর্ট চুরি করিবার সঙ্কল্প করে।"

সার অস্কার বলিলেন, "উহা চুরি করিয়া তাহার কি লাভ?"

মিঃ ব্লেক আবেগভরে বলিলেন, "লাভ আছে বৈ কি? জর্ম্মানীর সহিত আজকাল আমাদের কিরূপ মনোমালিন্য চলিতেছে—তাহা এ দেশে কে না জানে? এই রিপোর্ট যদি জর্ম্মানী হস্তগত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ সুবিধা নিশ্চয়ই হইবে।"

সার অস্কার বলিলেন, "কিন্তু জর্ম্মানীর কি এত সাহস হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোভ ত হয়! সমুদ্রে আমাদের একাধিপত্য, বৃটিশ পতাকা উড়াইয়া আমাদের বাণিজ্যপোত—আমাদের রণতরীসমূহ পৃথিবীর যে-কোন বন্দরে অপ্রতিহত গতিতে প্রবেশ করে, আমাদের ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসিগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে;—ইহা কি জর্ম্মানীর সহ্য হয়? আমাদের নৌ-শক্তি খর্ব্ব

করিতে পারিলে জর্ম্মানী ইউরোপে অপরাজেয় হইয়া উঠিবে; এ লোভ কি সামান্য লোভ? আমার বিশ্বাস, এই গুপ্ত রিপোর্টের বিনিময়ে জর্ম্মানী কোটী কোটী মুদ্রা প্রদানেও কুণ্ঠিত হইবে না। এ সকল কথা এই ভদ্রবেশধারী চোরটি যে জানিত না, ইহা কে বলিবে? এই সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়াই আউট্‌রাম আপনার মোটর-চালককে অজ্ঞান করিয়া আপনার মোটর লইয়া ষ্টেশনে রিপোর্ট-বাহককে আনিতে যায়। তাহার পর পথিমধ্যে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে,—এবং তাঁহার 'এটাচি কেস্' অপহরণ পূর্ব্বক পলায়ন করে।—ঐ ব্যাগে নিশ্চয়ই গুপ্ত রিপোর্ট ছিল।"

সার অস্কার মৌনভাবে মিঃ ব্লেকের সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনি যাহা বলিলেন—তাহা অসঙ্গত নহে।—কিন্তু আউট্‌রামের মত পরোপকারী সুশিক্ষিত ভদ্রলোক যে এমন ভয়ানক কার্য্য করিতে পারেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।"

মিঃ ব্লেক সহাস্যে বলিলেন, "কোন কোন দুঃসাহসী দস্যুর বাহ্যিক ভাবভঙ্গী দেখিয়া এবং তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া একবারও মনে হয় না যে, তাহাদের মনে কোনও দুরভিসন্ধি কখনও স্থান পাইতে পারে! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে এমন কোনও কুকার্য্য নাই, যাহা করিতে তাহারা কুণ্ঠিত। আমি অভিজ্ঞতা হইতেই এ কথা বলিতেছি।"

সার অস্কার বলিলেন, "আপনি কি বলেন চুরী ডাকাতিই আউট্‌রামের পেশা? না, সে জর্ম্মানীর গুপ্তচর?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অনুমান সকল সময় অভ্রান্ত হয় না; সুতরাং সে জর্ম্মানীর গুপ্তচর কি না বলা কঠিন।—তবে চুরিবিদ্যায় সে যে শিক্ষানবীশ নহে,—এ ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। চুরী ডাকাতিতে যাহারা তেমন অভ্যস্ত নহে,—তাহাদের মস্তিষ্কে সহসা এমন অসাধারণ ফন্দীর উদ্ভব হয় না, আর তাহারা এমন দুঃসাহসের

কাজও করিতে পারে না।—গিরি-কুটীরের মত নিভৃত পল্লীনিবাসে তাহারা স্বামী-স্ত্রী বাস করিতেছে; তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা কেহ জানে না; কাহাকেও তাহাদের প্রকৃত পরিচয়ও দেয় না। আমার বিশ্বাস, তাহারা ফেরারী আসামী; পুলিশের ভয়ে এই স্থানে গোপনে বাস করিতেছে। আর তাহাদের জর্ম্মানীর গুপ্তচর হওয়াই বা বিচিত্র কি?"

সার অস্‌কার বলিলেন, "এখন কর্ত্তব্য কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি মনে করিতেছি আমি একবার ছদ্মবেশে আউট্‌রামের আড্ডায়—গিরি-কুটীরে যাইব। যদিও সেখানে তাহার দেখা পাইব, এ আশা আমার নাই; তথাপি তাহার স্ত্রীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতে পারে। সেই স্ত্রীলোকটি আমার পরিচিত কি না, ইহা জানিতে পারিব; আর আউট্‌রাম জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, কি কোনও উপায়ে উদ্ধার লাভ করিয়াছে, এ সম্বন্ধেও কৃতনিশ্চয় হইতে পারিব।"

সার অস্‌কার জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরি-কুটীরে আপনি কখন যাইবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রাত্রে কোনও সুবিধা করিতে পারিব না; অতি প্রত্যুষেই যাইব। আমি ছদ্মবেশে যাইলেও, কেন সেখানে যাইতেছি তাহার একটা কারণ স্থির করিয়া যাইতে হইবে; তাহার স্ত্রীর মনে কোনও রকম সন্দেহের উদয় না হয়।"

সার অস্‌কার বলিলেন, "কিরূপ ছলনা করিয়া আপনি সেখানে যাইবেন, আমি তাহা বলিয়া দিতে পারি। লর্ড ওয়ারিংটনের পকেটে একটি 'ফাউণ্টেন পেন্' ছিল; কলমটি পাওয়া যাইতেছে না। কলমটি হয় পথে পড়িয়া গিয়াছে, না হয় আউট্‌রামের বাসায় পড়িয়াছে। কলমটির সন্ধানে আমার সহিসকে গিরি-কুটীরে পাঠাইব মনে

করিতেছি। আপনি যদি সেখানে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কলম খুজিবার ভার লইয়া আপনিই যাইবেন।"

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিলেন, "বাহবা! এই অছিলাতেই আমি যাইব; আপনার সহিসের ছদ্মবেশেই সেখানে যাইতে চাই। আপনার সহিসের এক সুট পোষাক আমাকে আনাইয়া দিবেন?"

কথাবার্ত্তায় রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। তাহার পর গ্রাম্য ডাক্তার আসিয়া ক্যাল্‌কোনারের ক্ষত পরীক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন, মস্তকে গুরুতর ঝাঁকুনী লাগিয়াছে, জীবনের আশঙ্কা নাই।—তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া রাত্রি চারিটার সময় প্রস্থান করিলেন। প্রত্যুষে পাঁচ ঘটিকার সময় মিঃ ব্লেক ও স্মিথ, সার অস্‌কারের সহিত আহার করিলেন। প্রভাতে ছয়টার সময় মিঃ ব্লেক সার অস্‌কারের সহিসের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া গিরি-কুটীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।—অস্‌কার স্মিথকে লইয়া নদীতীরে আউট্‌রামের মৃতদেহের সন্ধানে চলিলেন।

মিঃ ব্লেক গিরি-কুটীরের অদূরে উপস্থিত হইয়া পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার প্রিয় কুকুর টাইগার তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে!—তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

মিঃ ব্লেক চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বিরক্তিভরে বলিলেন, "আঃ—কি বিপদ! আমি সহিসটাকে বারবার বলিয়া আসিলাম, 'কুকুরটাকে আস্তাবলে ভাল করিয়া বাঁধিয়া রাখিস; না হয়, ঘরে পূরিয়া দরজা বন্ধ করিস্।'—আমি ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে উহাকে ছাড়িয়া দিতে এত করিয়া নিষেধ করিয়া আসিলাম, তবু ছাড়িয়া দিয়াছে!"

টাইগার দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে মিঃ ব্লেকের হাঁটুতে আদর করিয়া মাথা ঘসিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক সক্রোধে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "না রে বেটা! তোকে এখানে দেখিয়া আমি একটুও খুসী হই নাই; তোর উপর আমি বেজায় চটিয়াছি। কেন মরিতে এখানে আসিলি? যদি আর খানিক পরে তোকে দেখিতাম, তাহা হইলে ত সব মাটী হইয়াছিল আর কি! সার অস্কারের সাহসের সঙ্গে রবার্ট ব্লেকের বিখ্যাত কুকুর!—আমার ছদ্মবেশধারণ বৃথা হইত।"

কুকুর বোধ হয় মিঃ ব্লেকের তিরস্কার বুঝিতে পারিল; সে অদূরে দাঁড়াইয়া তাহার প্রভুর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল, আর তাঁহার নিকট অগ্রসর হইল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যা, ফিরিয়া যা! আমার সঙ্গে তোর যাইবার আবশ্যক নাই। আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া যাই, ততক্ষণ কাস্‌লে থাকিবি; খবরদার, কোথাও যাইবি না।"

টাইগার অনিচ্ছার সহিত প্রত্যাগমন করিল। সে যতক্ষণ অদৃশ্য না হইল, মিঃ ব্লেক ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। টাইগার দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে তিনি ধীরে ধীরে গিরি-কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

গিরি-কুটীর রাজপথ হইতে কিছু দূরে অবস্থিত; তাহার তিন দিকে উদ্যান। উদ্যানের অবস্থা শ্রীহীন; কিন্তু তখনও সেই বাগানে অনেক গাছ ছিল। ফলের গাছ, ফুলের গাছ, লতাগুল্ম, ঘাসেরও অভাব ছিল না।

মিঃ ব্লেক গিরিকুটীরের সন্নিহিত হইয়া অদূরে একটি কূপ দেখিয়াছিলেন। কূপের মুখটি কতকগুলি লতাপাতায় সমাচ্ছন্ন ছিল। সেই কূপের অদূরে পথের অন্য ধারে একটি ঝোপ ছিল। ইহা 'লরেল্' বৃক্ষের ঝোপ; ঝোপটি চারি পাঁচ হাত উচ্চ। তিনি যখন গিরিকুটীরে যান, সে সময় এই ঝোপটি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

মিঃ ব্লেক কুটীরের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ !—তিনি দ্বারে করাঘাত করিবামাত্র বিচ্ছুর স্ত্রী জুডিথ, আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। জুডিথ্‌কে দেখিবামাত্র মিঃ ব্লেক তাহাকে চিনিতে পারিলেন। গিরি-কুটীরে কেহ তাহার সন্ধানে আসিবে, এ কথা জুডিথ্‌ মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করে নাই ; এই জন্য সে তখন ছদ্মবেশ ধারণ করে নাই। সুতরাং তাহাকে চিনিতে মিঃ ব্লেকের কোনও অসুবিধা বা বিলম্ব হইল না।

মিঃ ব্লেক জুডিথ্‌কে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ; তিনি মনে মনে বলিলেন, "জুডিথ্‌—বিচ্ছুর স্ত্রী জুডিথ্‌ মেজার এখানে ? কি সর্ব্বনাশ, তাহা হইলে আমার অনুমান ত মিথ্যা নহে ! আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, গুপ্ত রিপোর্ট যে চুরী করিয়াছে, সে চুরীবিদ্যায় অনভ্যস্ত নহে। এ পাকা চোরের কর্ম্ম ! এখন নিশ্চয় বুঝিলাম, এ বিচ্ছুরই কাজ।"

মিঃ ব্লেক একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে জুডিথের মুখের দিকে চাহিলেন ; দেখিলেন তাহার মুখ মলিন, চক্ষু দু'টি নিষ্প্রভ, চক্ষুর চারি পাশে যেন কালী-ঢালা ;—তিনি ভাবিলেন, তবে কি জুডিথ্‌ রাত্রে ঘুমায় নাই ? তাহাকে এত চিন্তাকুলা বোধ হইতেছে কেন ? তাহা হইলে বিচ্ছু এখন পর্য্যন্ত গৃহে প্রত্যাগমন করে নাই ! স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কাতেই জুডিথ্‌ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।—বিচ্ছু নিশ্চয়ই জলে ডুবিয়া মরিয়াছে ; বাঁচিয়া থাকিলেও কোনরূপে নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার লাভ করিলে এতক্ষণ সে ফিরিত।—স্রোতের আকর্ষণে সে জলপ্রপাতে পড়িয়া নিশ্চয়ই অক্কালাভ করিয়াছে।"

কিন্তু তিনি জুডিথ্‌কে চিনিতে পারিয়াছেন, এরূপ ভাব প্রকাশ না করিয়া টুপি স্পর্শ করিয়া সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সবিনয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ আউট্‌রাম বাড়ী আছেন কি ?"

জুডিথ্ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না, তিনি বাড়ী নাই।—তুমি কে? তাঁহার নিকট তোমার কি আবশ্যক?"

ছদ্মবেশী ব্লেক বলিলেন, "আমি সার অস্কারের সহিস; লর্ড ওয়ারিংটনের আদেশে আমি মিঃ আউট্রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। তিনি কাল এখানে একটি ফাউণ্টেন পেন ফেলিয়া গিয়াছেন কি না, তাহাই জানিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

জুডিথ্ অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিল, "হাঁ, আমি দরজার বাহিরে একটি 'ফাউণ্টেন' কলম কুড়াইয়া পাইয়াছি। আমারও অনুমান হইয়াছিল ইহা লর্ড ওয়ারিংটনেরই কলম হইবে।—তুমি দাঁড়াও—আমি কলমটি আনিয়া দিতেছি।"

জুডিথ্ মিঃ ব্লেককে দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করিতে বলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেকও নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে তাহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু তাহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না। তিনি দেখিলেন, বিচ্ছুর দুইটি পোর্টম্যাণ্টোর পিঠে লেবেল আঁটা; আর একটা বিছানার বাণ্ডিল চামড়া দিয়া বাঁধা রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াই মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, বিচ্ছু দেশান্তর-যাত্রার আয়োজন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ তাঁহার প্রতি জুডিথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, সে সকোপে বলিল, "তোর কি রকম আক্কেল! ছোটলোকগুলার যদি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকে! কোন্ সাহসে তুই হতভাগা আমার ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছিস্?—আমি তোকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলি নাই?"

মিঃ ব্লেক অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন, "ক্ষমা করুন, ঠাকুরাণী! আমি আপনার কথা শুনিতে পাই নাই।—তা আমরা চাকর-বাকর লোক, আমাদের ঘরে আসিতে দোষ কি?"

জুডিথ্ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু

তাঁহার মুখে সন্দেহের কোনও চিহ্ন আবিষ্কার করিতে পারিল না; তখন সে টেবিলের উপর হইতে 'ফাউণ্টেন' পেনটি লইয়া মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিল।—তাহার পর বলিল; "যা, চলিয়া যা।"

মিঃ ব্লেক পেনটি কোটের পকেটে পূরিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া পোর্টম্যাণ্টো দু'টির প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "মেম সাহেব বুঝি দেশভ্রমণে যাইতেছেন?"

এবার জুডিথ্ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "সে খোঁজে তোর দরকার?"—পুনর্ব্বার সে মিঃ ব্লেকের মুখের উপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি জানেন, মেম সা'ব! আমরা হচ্ছি কুলীর জাত; যদি মোটটা রেল ষ্টেশনে নিয়ে যেতে পাই, তবে কিছু হয়! ঐটেই আমাদের উপরি লাভ!"

জুডিথ্ নরম স্বরে বলিল, "না, দরকার নাই, আমাদের লোক আছে।—তুমি যাইতে পার।"

মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি জুডিথের দিকে ছিল না; পোর্টম্যাণ্টোর পিঠে যে লেবেল আঁটা ছিল, তাহাই তিনি বক্রদৃষ্টিতে পাঠ করিতেছিলেন।

"নমস্কার, মেম সা'ব!"—বলিয়া মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া দ্রুতপদে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মনশ্চক্ষে এই লেবেলখানি প্রতিফলিত হইল:—

মিল্‌নার
যাত্রী,—বার্লিন্
ভায়া—ক্যালে, ব্রুসেল্‌স্ এবং কলোন্।

তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেই সন্দেহ করিয়াছিলাম, জর্ম্মানীতেই সে চোরাই গুপ্ত রিপোর্ট বিক্রয় করিবে। সব প্রস্তুত,

কেবল বিচ্ছু আসিয়া পড়িলেই চম্পট!—কি সাহস! নিজের সামর্থ্যে কি অসীম বিশ্বাস! যাক, ঠিকানা ত পাইলাম। আজ আমার সহিসী করা সার্থক হইয়াছে। বিচ্ছু আর আসিবে না। জুডিথ্‌কে আর এক ঘণ্টার মধ্যেই হাজতে প্রবেশ করিতে হইবে।—রিপোর্ট জর্ম্মানীর হস্তগত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।"

মিঃ ব্লেক যদি পথিপ্রান্তবর্ত্তী পূর্ব্বকথিত 'লরেল' গুল্মের অন্তরালে দৃষ্টিনিক্ষেপের সুবিধা পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে উদ্বেগে ও আতঙ্কে হতবুদ্ধি হইতে হইত!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনেক বড় লোকেরও ভ্রম হয় ;—কেহই অভ্রান্ত নহে। একজন ভদ্রবংশীয় মুসলমান জজের আফিসে পেস্কারী করিতেন। একদিন পেস্কার মহাশয়ের কি ভুল হয়। জজ সাহেব চক্ষু আরক্ত করিয়া বলিলেন, "পেস্কার, টুমি অন্ঢা আছে? ভুল কি কারণে হইলো, টা পষ্টরূপে নির্দেশ করো।" পেস্কার কুর্ণিশ বাগাইয়া বলিলেন, "খোদাবন্দ, আমাদের শাস্ত্রে আছে—কেবল খোদাতালা আর শয়তানের ভুল হয় না। হুজুর কি, বলিতে পারি না; কিন্তু আমি শয়তান নই।" জজ সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—"যাও, যাও!"

কিন্তু এক একটা ভ্রমে ভীষণ অনর্থপাত হয়, তাহাতেই কাহারও কাহারও সৌভাগ্যের সূচনা হইয়া থাকে। একটি মাত্র ভ্রমে ওয়াটার-লুর যুদ্ধে ইউরোপ-জয়ী নেপোলিয়ান নির্ব্বাসনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন!—ফরাসী নামিলেন, ইংরাজ উঠিলেন। আজ ইংলণ্ডের সৌভাগ্য-সূর্য্যের প্রদীপ্ত কিরণে ইউরোপের অধিকাংশ রাজশক্তি নিশান্ত-কালের নক্ষত্রবৎ প্রতিভাত।—জর্ম্মানীর গাত্রদাহের সীমা নাই; ওয়াটার-লুর যুদ্ধে ইংলণ্ড ইউরোপকে মহাত্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। জর্ম্মানী মনে করিতেছেন,—তিনি যদি ইংলণ্ডের প্রাধান্য খর্ব্ব করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি কালে তাহার স্থান অধিকারে সমর্থ হইবেন।—এই সময় এমন গুপ্ত রিপোর্ট জর্ম্মানীর হস্তে পড়িলে—তাহার কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে, ভাবিয়া মিঃ ব্লেক শিহরিয়া উঠিলেন;

কিন্তু বিচ্ছু মরিয়াছে, রিপোর্ট কোনও মনুষ্যের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা নাই—এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি মৃদু পদক্ষেপে গিরিকুটীর সন্নিহিত লরেল্‌গুল্মরাশি অতিক্রম করিলেন।

বিচ্ছু কিরূপে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।—এটাচি কেস্ তখনও তাহার পৃষ্ঠে আবদ্ধ আছে দেখিয়া, সে নিশ্চিন্ত চিত্তে বৃক্ষমূলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। মূর্চ্ছাভঙ্গে সে দেখিল, বেলা অনেক হইয়াছে; পূর্ব্বাকাশের বহু ঊর্দ্ধ হইতে প্রাতঃসূর্য্য নিবিড় অরণ্যের পাদপমণ্ডলীর শাখাপত্রের উপর মধুর উজ্জ্বল কিরণধারা বিকীর্ণ করিতেছেন।—বিচ্ছু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট, বেদনাপ্লুত; সিক্ত পরিচ্ছদ তখনও শুষ্ক হয় নাই।—সে বুঝিল, আর সেখানে অধিক কাল বিলম্ব করা কোনও ক্রমে সঙ্গত নহে। তাহার স্ত্রী তাহার অদর্শনে কিরূপ উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইয়াছে, চিন্তা করিয়া সে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল।—সে তাহার স্ত্রীকে পূর্ব্বরাত্রে বলিয়া আসিয়াছিল, রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে গৃহে ফিরিবে; কিন্তু এত বেলা পর্য্যন্ত তাহার অদর্শনে তাহার স্নেহময়ী সহধর্ম্মিণীর মনের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সে সহজেই অনুমান করিতে পারিল।

বিচ্ছু অস্ফুট স্বরে বলিল, "আহা, জুডিথ বোধ হয় মনে করিয়াছে, আমি ধরা পড়িয়াছি, না হয় গুলি খাইয়া 'অক্কা' পাইয়াছি। এতক্ষণ না জানি সে কি করিতেছে!—কিন্তু যে জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিলাম, তাহার কি হইল?—গুপ্ত রিপোর্ট এটাচি কেসে আছে কি না, এ পর্য্যন্ত তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। যদি ইংরাজ দূতটা উহা এটাচি কেসে না রাখিয়া গ্লাডষ্টোন ব্যাগটাতেই পূরিয়া লইয়া থাকে—তাহা হইলে আমার জলে হাবুডুবু খাওয়া আর কাদা মাখাই সার হইবে! রিপোর্টখানি তাহার কোটের কোনও গুপ্ত পকেটে

ছিল কি না, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই।—এটাচি কেস্‌টা আগে খুলিয়া দেখা যাক।”

কিন্তু সেই চর্ম্ম-নির্ম্মিত আধারটি সুদৃঢ় তালা দ্বারা আবদ্ধ ছিল; তালাটি সে টানিয়া খুলিতে পারিল না। তখন সে পকেট হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরী বাহির করিল।—সে ছুরী দিয়া ব্যাগের চামড়া অবলীলাক্রমে কাটিয়া ফেলিল।—তাহার পর ব্যগ্রভাবে ব্যাগের ভিতর হাত পুরিয়া লাল ফিতা দিয়া বাঁধা কাগজের একটি স্থূল বাণ্ডিল বাহির করিল।

বিচ্ছু ফিতা খুলিয়া কাগজগুলি পাঠ করিতে লাগিল। প্রথম কয়েক ছত্র পাঠ করিয়াই সে বুঝিতে পারিল—ইহাই তাহার কাম্য বস্তু বটে! আনন্দে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এত কষ্টভোগ তাহার সার্থক মনে হইল। সে রিপোর্টখানি তাহার কোটের বুকের পকেটে পুরিয়া খালি ব্যাগটা নদীতে ছুড়িয়া ফেলিল। তাহার পর সে বাসায় ফিরিবার জন্য উঠিল।

বলা বাহুল্য, সে যে ছদ্মবেশে পূর্ব্বরাত্রে বাহির হইয়াছিল, নদীতে পড়িয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার সেই ছদ্মবেশ নষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরিচ্ছদাদির যেরূপ অবস্থা, তাহা দেখিয়া তাহার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে, এবং সকলেই তাহাকে সন্দেহ করিবে, ইহা সে সহজেই বুঝিতে পারিল। এই জন্য সে স্থির করিল, যে পথে যাইলে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই পথে সে তাহার বাসায় ফিরিবে;—রাজপথে না উঠিয়া মাঠে মাঠে যাইবে।

বেলা প্রায় সাতটার সময় অন্যের অলক্ষ্যে সে তাহার বাসার সন্নিকটে উপস্থিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে পথে জনপ্রাণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না। সে মাঠ ছাড়িয়া তাহার কুটীর-সংলগ্ন বাগানে প্রবেশ করিল;

তাহার পর বাগানের ভিতর দিয়া কুটীরের দ্বার অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় কিছু দূরে সহিসের ছদ্মবেশধারী ব্লেককে দেখিতে পাইল। বিচ্ছু তৎক্ষণাৎ একটি বেড়ার অন্তরালে ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল এবং মিঃ ব্লেকের গতিবিধি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতে লাগিল।—সে যে সেখানে লুকাইয়া আছে, মিঃ ব্লেক ইহা জানিতে পারিলেন না।

অল্পক্ষণ পরে মিঃ ব্লেক পশ্চাতে শব্দ শুনিয়া, ফিরিয়া চাহিয়া তাঁহার কুকুরটিকে দেখিতে পাইলেন। টাইগার একলম্ফে তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইল, এবং লেজ নাড়িয়া—তাঁহার জানুতে মাথা ঘসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

বিচ্ছু এই দৃশ্যে আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠিল; সে মনে মনে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ যে দেখিতেছি গোয়েন্দা ব্লেকের সেই বজ্জাৎ ব্লাড হাউণ্ডটা! কুকুরটা এই সহিসের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে কেন? তবে কি লোকটা সহিস নহে? ছদ্মবেশী ব্লেক নয় ত?"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেক টাইগারকে ঠেলিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না রে বেটা! তোকে এখানে দেখিয়া আমি একটুও খুসী হই নাই; তোর উপর আমি বেজায় চটিয়াছি। কেন এখানে মরিতে আসিলি?—"

বেড়ার আড়াল হইতে মিঃ ব্লেকের সকল কথা শুনিয়া বিচ্ছু বুঝিতে পারিল, এই সহিস্ ছদ্মবেশী ব্লেক! তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু ভয় অপেক্ষা তাহার উত্তেজনাই অধিক হইয়াছিল। এই নির্জ্জন স্থানে হঠাৎ মিঃ ব্লেককে আক্রমণ করিয়া যদি সে তাহার মুণ্ডপাত করিতে পারে,—তাহা হইলে তাহার জীবন নিষ্কণ্টক হইবে বুঝিয়া সে অধীর হইয়া উঠিল।

কিন্তু সে হঠাৎ তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে সাহস

করিল না, সে বেড়ার পাশে বসিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল। সে ভাবিল, ব্লেক কি তাহার বাসায় যাইতেছে? সার অসকারের সহিসের ছদ্মবেশে তাহার সেখানে যাইবার কারণ কি?—সন্দেহের কি কোনও কারণ ঘটিয়াছে?

নানা চিন্তায় বিচ্ছুর মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু সে কোনও সদুত্তর খুঁজিয়া পাইল না। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিল মিঃ ব্লেক তাঁহার কুকুরটাকে বিদায় করিয়া গিরি-কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ ব্লেক অদৃশ্য হইলে বিচ্ছু বেড়ার অন্তরাল হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইল, তাহার পর অত্যন্ত সাবধানতার সহিত 'গুড়ি মারিয়া' সে তাহার কুটীরের অভিমুখে চলিল। কুটীরের অদূরে আসিয়া সে মিঃ ব্লেককে দেখিতে পাইল না, তখন তিনি কুটীরের মধ্যে জুডিথের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

বিচ্ছু তাহা বুঝিতে পারিল। সে মনে মনে বলিল, "এবার হত ভাগা গোয়েন্দাটাকে হাতে পাইয়াছি। ইচ্ছা করিয়াই সে ফাঁদে পা দিয়াছে, এ সুযোগ ত্যাগ করা হইবে না।

বিচ্ছু তাহার বুকের পকেটে হাত দিল। তাহার পিস্তলটা সে সেই পকেটে রাখিয়াছিল, কিন্তু পিস্তল হাতে ঠেকিল না। পিস্তল ত পকেটে নাই। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, সে পূর্ব্বরাত্রে নদীতে নামিয়া ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া যখন গভীর জলে পড়িয়া যায়—সেই সময় পিস্তলটা তাহার পকেট হইতে গলিয়া জলে পড়িয়াছে।— এমন দরকারের সময় হাতিয়ারের অভাবে সে অত্যন্ত দুঃখিত হইল।

কিন্তু যে হাতুড়ির সাহায্যে সে পূর্ব্বরাত্রে সার অসকারের মোটর চালক ও রিপোর্ট বাহক ফ্যাল্কোনারকে হতচেতন করিয়াছিল, সেই

হাতুড়ি তখনও তাহার গুপ্ত পকেটে ছিল। সে পকেট হইতে হাতুড়িটা বাহির করিয়া লঘু পদবিক্ষেপে মুক্তদ্বার কুটীরের আরও নিকটে উপস্থিত হইল।

হঠাৎ মিঃ ব্লেকের শেষ কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল; সে শুনিল, মিঃ ব্লেক জুডিথ্‌কে বলিতেছেন—'নমস্কার মেমসা'ব!' বিচ্ছু বুঝিল, মিঃ ব্লেক এইবার বাহিরে আসিবেন। সে এক লম্ফে কুটীরের ফটকের বাহিরে আসিল; এবং মিঃ ব্লেক পথে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সে পথিপ্রান্তস্থিত পূর্ব্ব-বর্ণিত লরেল্‌-গুল্মের অন্তরালে লুকাইয়া হাঁপাইতে লাগিল।

পথে আসিয়া মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আজ আমার সহিস্‌ী করা সার্থক হইয়াছে। বিচ্ছু আর আসিবে না, জুডিথ্‌কে এক ঘণ্টার মধ্যেই হাজতে প্রবেশ করিতে হইবে।—রিপোর্ট জর্ম্মানীর হস্তগত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।"

মিঃ ব্লেক হঠাৎ অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি এ? সর্ব্বনাশ!" কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখে থাকিল; বিচ্ছু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে লরেল্‌ গুল্মের অন্তরাল হইতে দ্রুতপদে মিঃ ব্লেকের পশ্চাতে দাঁড়াইল! তিনি যাহাকে পরলোকের যাত্রী মনে করিয়াছিলেন, সে সিক্ত বস্ত্রে যমদূতের ন্যায় ভীষণ-মূর্ত্তিতে চক্ষুর নিমেষে তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান! তাহার হস্তে সেই লোহার হাতুড়ি! মিঃ ব্লেক মুখ ফিরাইয়া সভয়ে দেখিলেন, বিচ্ছু তাহার মাথার উপর হাতুড়ি তুলিয়াছে।—চক্ষুর নিমিষে হাতুড়ি তাঁহার মস্তকে সবেগে নিপতিত হইবে।

বিপদে পড়িয়া মিঃ ব্লেক কোনও দিন হতবুদ্ধি হইতেন না। মস্তকের উপর হাতুড়ি উদ্যত দেখিয়া তিনি বিদ্যুদ্বেগে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু বিচ্ছু অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহাকে আঘাত করিল, ফলে হাতুড়ি তাঁহার মাথায় না পড়িয়া স্কন্ধদেশে নিপতিত হইল! সেই

ভীষণ আঘাতে তিনি পতনোন্মুখ হইয়াও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না ; পকেট হইতে টোটাভরা পিস্তল বাহির করিয়া বিচ্ছুর ললাট লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তিনি পিস্তলের ঘোড়া টিপিবার পূর্ব্বেই বিচ্ছু তাহার হাতুড়ি দ্বারা মিঃ ব্লেকের ললাটে প্রচণ্ড আঘাত করিল।

মিঃ ব্লেক যেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহার অদূরেই পূর্ব্ববর্ণিত কূপ। দারুণ আঘাতে ব্যথিত হইয়া মিঃ ব্লেক সেই কূপের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উপর্য্যুপরি দুইবার হাতুড়ির আঘাতে তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন ; তাঁহার পদতল হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া যাইতে লাগিল ; তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। তিনি সেই স্থানে বসিয়া পড়িবেন ; এমন সময় বিচ্ছু তাঁহাকে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিল, এবং তাঁহাকে ঠেলিয়া সেই কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিল!

মিঃ ব্লেক কূপে পড়িবার সময়, তাঁহার পিস্তলের গুলি সশব্দে ঊর্দ্ধাভিমুখে ছুটিয়া গেল! কূপটি পুরাতন ; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কতকগুলি দীর্ঘ তৃণ এবং গুল্মরাশি কূপের মুখ ঢাকিয়াছিল। মিঃ ব্লেক সেই তৃণ গুল্ম ভেদ করিয়া সবেগে কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন!

এইবার বিচ্ছু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি পিশাচের হাসি।—পিস্তলের শব্দ শুনিয়া জুডিথ্ ব্যগ্রভাবে গৃহের বাহিরে আসিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছিল ; বিচ্ছু গুল্মের অন্তরালে ছিল বলিয়া তাহাকে দেখিতে পায় নাই।—স্বামীর উচ্চ হাস্যে আকৃষ্ট হইয়া জুডিথ্ তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

জুডিথ্ স্বামীকে অক্ষত দেহে সেখানে দণ্ডায়মান দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "এই যে তুমি ফিরিয়াছ দেখিতেছি! উঃ—কি উদ্বেগেই আমি রাত্রিটা কাটাইয়াছি। আমার ভয় হইয়াছিল—তুমি বুঝি ধরা পড়িয়াছ।—কিন্তু তুমি বাসায় না গিয়া

এখানে দাঁড়াইয়া আছ কেন? পিস্তল আওয়াজ করিল কে?—যে সহিসটা আমার আগে আগে আসিতেছিল, সেই বা কোথায়?"

বিচ্ছু কূপের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "উহারই ভিতর।"

জুডিথ্ তাহার স্বামীর কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সভয়ে বলিল, "কি ভয়ানক! লোকটাকে খুন করিয়া তুমি কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছ?"

বিচ্ছু বলিল, "খুন করিতে আর পারিলাম কৈ? এখনও হতভাগা মরে নাই; কিন্তু উহাকে যমের বাড়ী না পাঠাইয়া আমি সুস্থির হইতে পারিতেছি না। শীঘ্রই উহার জীবনের সাধ ঘুচাইতেছি।"

জুডিথ্ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "উহার উপর তোমার এত আক্রোশের কারণ?"

বিচ্ছু বলিল, "লোকটা কে জান?"

জুডিথ্ বলিল, "লোকটা সার অসকারের ঘোড়-সহিস বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। ট্রানমায়ার কাস্‌ল হইতে আসিয়াছিল; লর্ড ওয়ারিংটন কাল এখানে একটা কলম ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই লইতে আসিয়াছিল। কিন্তু উহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও চাল-চলন দেখিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল, লোকটা ঠিক সহিস নহে, কোনও কুমৎলবে ছদ্মবেশে এখানে আসিয়াছিল; কলম লইতে আসাটা উপলক্ষ্য মাত্র।"

বিচ্ছু পত্নীর বুদ্ধির বহর দেখিয়া খুসী হইয়া বলিল, "তুমি ঠিকই অনুমান করিয়াছ। হতভাগা গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেক কুক্ষণে আমার বাড়ী ঢুকিয়াছিল।"

জুডিথ্ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি বলিতেছ কি? গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেক? কি সর্ব্বনাশ!"

তখন বিচ্ছু সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই সংক্ষেপে পূর্ব্বরাত্রির সকল কথা

তাহার পত্নীর গোচর করিল। মিঃ ব্লেক সহিসের ছদ্মবেশে তাহার বাসায় আসিতেছিলেন, তাহা সে কিরূপে জানিতে পারিয়াছিল, তাহাও বলিল।

সকল কথা শুনিয়া জুডিথ্ বলিল, "সে যে মতলবেই আমার বাসায় যাক্, আমার কাছে বিশেষ কোনও সন্ধান পায় নাই। সে লর্ড ওয়ারিংটনের কলম লইতে আসিয়াছে শুনিয়া, আমি তাহাকে দরজায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া ঘরের মধ্যে কলম আনিতে যাই, কলম লইয়া ফিরিব, এমন সময় দেখি হতচ্ছাড়া গোয়েন্দা আমার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া এদিকে ওদিকে চাহিতেছে! আমরা এখান হইতে সরিয়া পড়িবার মতলবে আছি, তাহা সে বুঝিয়াছে। আমাদের বিছানা পোর্টম্যাণ্টো দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিল, 'মেম সা'ব বুঝি দেশভ্রমণে যাইবেন, কুলি চাই কি?'—বেটার কুলিগিরি করিবার সখ হইয়াছিল!—আমি তাহাকে ধমক দিয়া তাড়াইয়া দিলাম।"

বিচ্ছু বলিল, "গোয়েন্দাটা আমাদের গুপ্ত সঙ্কল্প টের পাইলেও কোন ক্ষতি ছিল না; আর সে আমাদিগকে দিক্ করিতে পারিবে না। আমি আজই উহার গোয়েন্দাগিরি ঘুচাইয়া দিতেছি। কূয়ার মধ্যে পড়িয়াই বোধ হয় হতভাগা অক্কা লাভ করিয়াছে ঠিক বলিতে পারিতেছি না, লোকটার ভারি জান্ শক্ত। কিন্তু যদি না মরিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি এখনই উহাকে সাবাড় করিয়া বাসায় ফিরিব। ভাল কথা, কূয়ায় পড়িয়া গোয়েন্দা মহাশয়ের কি হাল্ হইয়াছে, একবার দেখা মন্দ কি?"

তখন বিচ্ছু কূপের পাশে আসিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভিতরের দিকে চাহিল; কিন্তু তৃণগুল্মরাশি ভেদ করিয়া তাহার দৃষ্টি অন্ধকারপূর্ণ কূপগর্ভে কিছুই আবিষ্কার করিতে পারিল না।

বিচ্ছু মাথা না তুলিয়াই বলিল, "না, কিছুই দেখিতে পাইলাম না;

কোন সাড়াশব্দও পাইতেছি না। বোধ হয় শয়তানটা অজ্ঞান হইয়াছে। ...করিয়াছে।"—বিচ্ছু ও জুডিথ কিছু দূরে গিয়া দাঁড়াইল।

জুডিথ জিজ্ঞাসা করিল, "কূয়াতে জল কত?"

বিচ্ছু বলিল, "কতকালের শুষ্ক কূয়া, উহার মধ্যে জল নাই। কূয়ায় জল থাকে না বলিয়াই ত এই বাড়ীর মালিক বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য আমাদের ঘরের পিছনে চৌবাচ্চা প্রস্তুত করাইয়াছিল। তা কূয়াতে এখন জল না থাকিলেও আধ ঘণ্টার মধ্যেই উহা জলে পূর্ণ হইবে। —ধড়িবাজ গোয়েন্দাটাকে আমি ছুঁচোর মত জলে ডুবাইয়া মারিব।"

স্বামীর প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় পাইয়া জুডিথ বড় খুসী হইল, গাঢ় স্বরে বলিল, "হতভাগা গোয়েন্দাটা কত বার আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, আমাদের সকল যোগাড়-যন্ত্র নষ্ট করিয়াছে; ছুঁচোটাকে যদি জলে চুবড়াইয়া মারিতে পার ত গায়ের জ্বালা জুড়ায়, আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি; কিন্তু তাহা পারিবে কি? শুষ্ক কূয়ায় আধ ঘণ্টার মধ্যে কোন্ মন্ত্রে জল আসিবে?"

বিচ্ছু বলিল, "তাহা পরে জানিতে পরিবে। এই গোয়েন্দাটা যে কত বড় ধূর্ত্ত, ধড়িবাজ, বাট্‌পাড়, তাহা ত তোমার অজানা নহে। আমার বিশ্বাস, শুক্‌নো কূয়ায় পড়িয়া হতভাগা মরে নাই, কিছুকালের জন্য অজ্ঞান হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু আবার উহার চৈতন্য হইবে। হয় ত এতক্ষণ উহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে; আমরা নিকটে আছি বুঝিয়া 'ঘাঁতি' মারিয়া আছে, সাড়াশব্দ নাই! কিন্তু আমরা চলিয়া যাইলেই পথের লোককে ডাকিয়া সাহায্য চাহিবে, আর তাহারা উহাকে কূয়ার ভিতর হইতে তুলিলেই সরিয়া পড়িবে; তাহার পর দ্বিগুণ উৎসাহে আমাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিবে। আমি উহাকে চিনি কি না! এবার আর বাছাধনকে কূয়া হইতে উঠিতে হইতেছে না, কূয়ার ভিতর দিয়া সটান যমের বাড়ী যাইতে হইবে।"

জুডিথ্ অধীর স্বরে বলিল, "এত লম্বা বক্তৃতার দরকার কি? তুমি কি মতলব করিয়াছ, সংক্ষেপে তাহাই বল না।"

বিচ্ছু হাসিয়া বলিল, "আমার মতলব জানিতে চাও? আচ্ছা, তবে আমার সঙ্গে চল। হাতে কলমে তোমাকে আমার মতলব বুঝাইয়া দিতেছি।"

বিচ্ছু জুডিথকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাসায় প্রবেশ করিল এবং বাস-গৃহের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইল। ঘরের এক কোণে আঙ্গিনায় একটা প্রকাণ্ড জলাধার ছিল; তাহার ভিতরটা টিন দিয়া মোড়া। এক একটা রেলের ষ্টেশনে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহনির্ম্মিত চতুষ্কোণ ও সুগভীর চৌবাচ্চা লৌহমঞ্চে সংস্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারও আকার অনেকটা সেইরূপ। সেই চৌবাচ্চায় একটি 'মুরি' ছিল; মুরির মুখে হাতল; হাতল ঘুরাইলেই কল কল শব্দে জল পড়ে, আবার ইচ্ছা মত তাহা বন্ধ করা যায়।—জুডিথ্ দেখিল, চৌবাচ্চার 'কানা'র নীচেই জল!

জুডিথ্ জিজ্ঞাসা করিল, "এই চৌবাচ্চার জল কূয়ার মধ্যে ঢালিবে? কাজটা কি সহজ? কতক্ষণ ধরিয়া জল বহিবে?"

বিচ্ছু বলিল, "কঠিন হইলে এ কাজে হাত দিতাম না। চৌবাচ্চার জল কি কৌশলে কূয়ায় ঢালিব, দেখিতে চাও? আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর; আমি আসিতেছি।"

বিচ্ছু দুই তিন মিনিট পরে বাহিরের একটা কুঠরী হইতে রবারের একটা লম্বা পাইপ ঘাড়ে লইয়া চৌবাচ্চার নিকট উপস্থিত হইল। চৌবাচ্চার জল বাগানের ফল ফুলের বৃক্ষে সেচন করিবার জন্য গৃহস্বামী এই পাইপ কিনিয়াছিলেন; কিছুদিন হইতে তাহা একটা লম্বা গঁজালে কুণ্ডলী করিয়া ঝুলান ছিল।

বিচ্ছু বলিল, "এখন বোধ হয় আমার মতলব কিছু কিছু বুঝিতেছ।"

সে তৎক্ষণাৎ কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। রবারের পাইপ গুলা খুলিয়া তাহার এক মুখ চৌবাচ্চার মুরির মুখে আঁটিয়া দিল; তাহার পর লম্বা পাইপটা টানিয়া লইয়া সেই কূপের নিকট গেল, এবং তাহার অন্য মুখ কূপের মধ্যে নামাইয়া দিল; অনন্তর সে সগর্ব্বে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এখন বুঝিয়াছ?"

জুডিথ্ স্বামীর বুদ্ধিনৈপুণ্যে অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিল, "বুঝিয়াছি, তুমি ঐ চৌবাচ্চার জলে কূয়াটা ভরিয়া ফেলিবে!"

বিচ্ছু বলিল, "ভরিয়া ফেলিব!—ভরিয়া ফেলিলে ত গোয়েন্দাটার সুবিধা করিয়াই দেওয়া হইবে! সে যদি মরিয়া না থাকে, তবে সাঁতার দিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে; তাহার পর কূয়া হইতে বাহির হইয়া আমাদের অলক্ষ্যে চম্পট দিবে। আমাদের হাতে এখন অনেক কাজ; আমরা ত আর সারাদিন কূয়া পাহারা দিবার জন্য এখানে বসিয়া থাকিব না। না, চৌবাচ্চার জলে আমি কূয়া পূর্ণ করিব না। আরও এক কথা; কূয়া জলে পূর্ণ করিয়া ফেলি, চৌবাচ্চায় এত জলও নাই। চৌবাচ্চায় যে জল আছে, তাহাতে বোধ হয় কূয়ার অর্দ্ধেক পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেই আমার কাজ হইবে।"

অনন্তর বিচ্ছু চৌবাচ্চার কাছে আসিয়া মুরি খুলিয়া দিল; উচ্চ মঞ্চে সংরক্ষিত চৌবাচ্চার জল পাইপের ভিতর দিয়া হড় হড় করিয়া কূয়ার মধ্যে পড়িতে লাগিল!

বিচ্ছু আনন্দে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া হাততালি দিয়া বলিল, "কি মজা! ছুঁচোটা এবার ভারি জব্দ হইবে। যদি তাহার মূর্চ্ছা হইয়া থাকে, এই জলে নকানী-চুবানী খাইয়াই মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবে। তাহার পর এক পেট জল গিলিয়া কূয়ার মধ্যে মরিয়া থাকিবে। দুষমনকে এমন জব্দ করিতে না পরিলে কি মজা হয়?—কিন্তু এ সকল কথা এখন থাক;

চল, কূয়ার মধ্যে চাহিয়া দেখি, ছুঁচোটা জলের মধ্যে কেমন স্ফূর্ত্তি করিতেছে!”

বিষ্ণু ও জুডিথ্ উভয়েই কূয়ার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মজার সন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু অন্ধকারে কূপগর্ভ তাহাদের নয়নগোচর হইল না। মিঃ ব্লেকের কোন সাড়া পাওয়া যায় কি না, জানিবার জন্য তাহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দিকে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু জল-পতনের অশ্রান্ত কল কল শব্দ ভিন্ন অন্য কোনও শব্দ তাহাদের কর্ণগোচর হইল না।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ভাবে অপেক্ষা করিয়া উভয়ে গৃহের দিকে ফিরিল।

বিষ্ণু হাসিয়া বলিল, “গোয়েন্দা ব্লেকের দফা রফা হইয়াছে; উহার মৃতদেহ ফুলিয়া ঢাক হইবে! তাহা দেখিতে পাইলে আমার সকল দুঃখ দূর হইত; কিন্তু সে জন্য এখানে বিলম্ব করিলে চলিতেছে না। চল, শীঘ্র শীঘ্র ছদ্মবেশ ধরিয়া এখন হইতে সরিয়া পড়া যাক। এখন বেলা প্রায় আটটা; বেলা এগারটার সময় ক্যালের ষ্টীমার ডোভার ছাড়িবে! তাড়াতাড়ি না করিলে ডোভারের ট্রেন ধরিতে পারিব না। বিলম্বে কত বিঘ্ন ঘটিতে পারে। চল, ঘরে চল।”

তখন উভয়ে নিশ্চিন্ত মনে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

বিচ্ছুর ধারণা ছিল কূপটি শুষ্ক।—কূপের মুখ লতাপাতা ঘাস ও জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল দেখিয়াই সম্ভবতঃ তাহার এ ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কূপটি সম্পূর্ণ শুষ্ক হয় নাই ; কূপগর্ভে যে ঝরণা ছিল, তাহার মুখ পলিমাটি ও আবর্জ্জনায় বন্ধ হইলেও তাহা হইতে যে কিঞ্চিৎ জল উদ্গত হইত, তাহাতেই কূপগর্ভ কর্দ্দমময় অবস্থায় ছিল। কূপগর্ভের প্রায় দুই ফিট কর্দ্দমে পূর্ণ ছিল।

এই কর্দ্দমের উপর নিপতিত হওয়ায় মিঃ ব্লেক শরীরে তেমন আঘাত পান নাই। তিনি হেটমুণ্ডের নিপতিত হইলেও তাঁহার মস্তক কর্দ্দমরাশিতে প্রোথিত হয় নাই, তিনি হস্তপদে ভর দিয়া কোনও রকমে মাথাটা বাঁচাইয়াছিলেন ; তথাপি গভীর কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহার মস্তিষ্কে অত্যন্ত ঝাঁকুনী লাগিয়াছিল—বিশেষতঃ, কূপগর্ভে নিপতিত হইবার পূর্ব্বে যে দুই ঘা হাতুড়ি খাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং পড়িয়াই তিনি কিয়ৎকাল মূর্চ্ছিতবৎ আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন। তখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত না হইলেও—বেদনা ও অবসাদে তিনি অভিভূত হইয়াছিলেন ; তাঁহার নড়িবার শক্তি ছিল না।

ক্রমে তাঁহার জড়তা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল ; নিজের সঙ্কটময় অবস্থার কথা তিনি সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন। হঠাৎ মৃদু কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল! তিনি কান পাতিয়া শুনিয়া

বুঝিলেন, বিচ্ছু ও জুডিথ্ তাঁহারই কথা লইয়া আলোচনা করিতেছে। —পরে তাহারা কূপগর্ভে দৃষ্টিনিক্ষেপের জন্য যে পরামর্শ করিল, তাহাও তিনি শুনিতে পাইলেন।

মুহূর্ত্ত পরে মিঃ ব্লেক উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কূপের মুখের তৃণ গুল্মাদি উভয় হস্তে অপসারিত করিয়া নীচের দিকে চাহিতেছে! কূপগর্ভ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও উপরে আলোক ছিল; সুতরাং বিচ্ছু তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও, মিঃ ব্লেক প্রভাতের উজ্জ্বল আলোকে বিচ্ছুকে কূপের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখিলেন।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন "বিচ্ছু যদি আমার অবস্থা দেখিবার জন্য কূপের মধ্যে একটা লণ্ঠন নামাইয়া দেয়, তাহা হইলেই ত গিয়াছি! আমি জীবিত আছি, ইহা বুঝিতে পারিলেই সে আমাকে কুকুরের মত গুলি করিয়া মারিবে।"

বিচ্ছু তাঁহাকে গুলি করিয়া মারিতে পারে, এই আশঙ্কা মনে উদিত হইতেই নিজের পিস্তলের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তাঁহার পিস্তলটি তখনও তাঁহার পকেটে ছিল। তিনি একবার মনে করিলেন, বিচ্ছু কূপের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহাকে দেখিতেছে, এই সুযোগে তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি করিবেন; লক্ষ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তিনি এই লোভ সংবরণ করিলেন। কারণ তাঁহার গুলিতে বিচ্ছু আহত বা নিহত হইলে জুডিথ্ প্রতিহিংসা সাধনে বিরতা হইবে না; কূপের ভিতর থাকিয়া তিনি আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবেন না। সুতরাং তিনি পকেট হইতে পিস্তল বাহির না করিয়া কূপের মধ্যে চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকাই সঙ্গত মনে করিলেন। তিনি বুঝিলেন, এই ভাবে কিছু কাল পড়িয়া থাকিলেই দস্যু-দম্পতি তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিবে; তাহার পর কূপ হইতে উদ্ধার লাভ করা তাঁহার পক্ষে তেমন কঠিন হইবে না।

মিঃ ব্লেক এই সঙ্কল্পানুসারে কূপের মধ্যে দেহ প্রসারিত করিলেন। অনেকক্ষণ পরে বিচ্ছু কূপের ঊর্দ্ধদেশ হইতে মস্তক অপসারিত না করিয়াই তাহার স্ত্রীকে বলিল, "আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না; কোন সাড়াশব্দ পাইতেছি না।—বোধ হয় শয়তানটা অক্কালাভ করিয়াছে।"—মিঃ ব্লেক বিচ্ছুর মন্তব্য স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন।

তাহার পর তাহারা একটু দূরে সরিয়া গিয়া যে সকল কথার আলাপ করিতে লাগিল, তাহা মিঃ ব্লেকের কর্ণে প্রবেশ করিলেও তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না।—অনন্তর তিনি পদশব্দে বুঝিতে পারিলেন, তাহারা সে স্থান ত্যাগ করিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, তখন বিচ্ছু তাহার গৃহের পশ্চাদ্বর্ত্তী চৌবাচ্চার নলে পাইপ আঁটিতে গিয়াছিল।

বিচ্ছু ও জুডিথ্ প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "উহারা বোধ হয় চলিয়া গিয়াছে।—এখন কূপের ভিতরটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্।"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে বৈদ্যুতিক ল্যাম্প বাহির করিয়া জ্বালিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে কূপগর্ভ আলোকিত হইল; কিন্তু কূপের অভ্যন্তরভাগের অবস্থা দেখিয়া তিনি কিছুমাত্র আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। আশ্বস্ত হওয়া দূরের কথা, গভীর নিরাশা ও ক্ষোভে তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল। তিনি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন, কূপ হইতে উদ্ধার লাভ করা তাঁহার পক্ষে তেমন কঠিন হইবে না; অন্ততঃ কঠিন হইলেও অসম্ভব হইবে না। কিন্তু তিনি বৈদ্যুতিক আলোকে কূপের অভ্যন্তরভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, কূপ হইতে উঠিবার কোনও উপায়ই নাই! কূপটি ইষ্টকবদ্ধ, তাহার উপর বিলাতী মাটির পলস্তারা; সুতরাং তাহা এমন মসৃন যে, ধরিয়া উঠিবার কোনও সুবিধা নাই। বৃত্তের কোন অংশেই

পা রাখিবার আংটা বা গজাল আঁটা নাই!—উপর হইতে কেহ টানিয়া না তুলিলে নিজের চেষ্টায় কূপ হইতে উঠিবার আশা নাই।

মিঃ ব্লেক উদ্ধারলাভের উপায় চিন্তা করিয়া যখন কোনও উপায় আবিষ্কার করিতে পারিলেন না, তখন মনে মনে বলিলেন, "স্মিথ জানে আমি গিরি-কুটীরে আসিয়াছি; আমার প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিলে সে নিশ্চয়ই এখানে আমার অনুসন্ধান করিতে আসিবে।—তখন একটা উপায় হইতে পারে।—কিন্তু আমি কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, তাহা সে কিরূপে বুঝিবে? এ অবস্থায় একমাত্র ভরসা টাইগারের তীব্র ঘ্রাণশক্তি।"

মিঃ ব্লেক এই সকল চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বিচ্ছু ও জুডিথ কূপের নিকট ফিরিয়া আসিল। মিঃ ব্লেক সভয়ে উর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, কি একটা দীর্ঘাকার চক্‌চকে জিনিস কূপের মধ্যে ঝুলিতেছে!—পাঠক বুঝিয়াছেন, ইহা সেই রবারের পাইপের পিত্তল নির্ম্মিত মুখনল।

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে পুনর্ব্বার উর্দ্ধে চাহিলেন, এমন সময় রবারের পাইপ দিয়া চৌবাচ্চার জল কল কল শব্দে কূপ-মধ্যে ঢালিয়া পড়িতে লাগিল! বৃষ্টির সময় অট্টালিকার মুরি দিয়া যেমন জল পড়ে, সেই ভাবে জলরাশি তাঁহার মাথার উপর অবিশ্রান্ত ধারে পড়িতেছে দেখিয়া তিনি আতঙ্কাভিভূত চিত্তে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন; মনে মনে বলিলেন; "ওঃ কি শয়তান!—এবার আর আমার রক্ষা নাই দেখিতেছি। ইহারা আমাকে ইঁদুরের মত ডুবাইয়া মারিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।" ভয়ে তিনি আড়ষ্ট হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; তাঁহার নয়নে নিরাশায় চিহ্ন সুপরিস্ফুট হইল।—তিনি বুঝিলেন, স্মিথ যখন সেখানে আসিবে, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহাকে পর-লোকে যাত্রা করিতে হইবে। অদৃষ্টে কি এই ছিল? তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান এইরূপ শোচনীয় হইবে, ইহা কি তিনি কোনও দিন

কল্পনাও করিয়াছিলেন? বীরের ন্যায় মৃত্যুর সহিত সম্মুখে যুদ্ধ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না; সেরূপ মৃত্যুকে তিনি ভয় করিতেন না। কিন্তু এমন নিশ্চেষ্ট ভাবে তিল তিল করিয়া মৃত্যু—ইহার চিন্তাও তিনি দুঃসহ মনে করিলেন। এখন কি কর্ত্তব্য, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না; চেষ্টার সকল পথই রুদ্ধ! তিনি অবসন্ন হৃদয়ে কূপের এক পাশে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিলেন।—চৌবাচ্চার জল কল কল শব্দে কূপের মধ্যে সবেগে ঢালিয়া পড়িতে লাগিল!

স্মিথ, সার অস্কার, লর্ড ওয়ারিংটন—সকলেই বুঝিয়াছিলেন গিরি-কুটীরের অধিবাসী আউট্‌রামই গুপ্ত রিপোর্ট চুরী করিয়াছে। কিন্তু আউট্‌রাম লোকটা কে—তাহা মিঃ ব্লেক ভিন্ন অন্য কেহ জানিতেন না; দুর্ব্বৃত্ত বিচ্ছু যে সেই গুপ্ত রিপোর্ট লইয়া সেই দিনের ট্রেণেই ডোভার পার হইয়া ব্রুসেল্‌স্ ও কলোনের পথে বার্লিনে যাত্রা করিবে—এ সংবাদ মিঃ ব্লেক ভিন্ন অন্য কাহারও জানিবার সম্ভাবনাও ছিল না। মিঃ ব্লেক এ সংবাদ কাহাকেও জানাইতে পারিলেন না,—ইহা ভাবিয়া তিনি অধিকতর ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহাকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়া দস্যু-দম্পতি অবিলম্বেই বার্লিন যাত্রা করিবে। কে তাহাদিগের গতিরোধ করিবে? সেই গুপ্ত রিপোর্ট কে-ই বা তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে? মিঃ ব্লেক নিজের বিপদ বিস্মৃত হইয়া, মৃত্যুর উদ্দাম কল্লোল তুচ্ছ করিয়া, যুক্তকরে একান্ত মনে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভগবান কি তাঁহার ব্যাকুল প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন না?

কূপের জল মিনিটে মিনিটে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে জল তাঁহার জানুর অনেক ঊর্দ্ধে উঠিল। একঘণ্টা পরে তাঁহার স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল!

মিঃ ব্লেক, বিচ্ছু বা জুডিথের আর কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না। বেলা প্রায় নয়টার সময় বিচ্ছু জুডিথ্‌কে লইয়া কূপের নিকট আসিল।

বিচ্ছু তাহার স্ত্রীকে বলিল, "গোয়েন্দা বেটার কি দুর্গতি হইল, একবার দেখিয়া যাই; আর ত তাহার কোন সংবাদ পাইব না।"

জুডিথ্‌ বলিল, "কূপের ভিতর ত নজর চলিবে না—তবে কিরূপে তাহার দুর্গতি দেখিবে? শয়তানটা ডুবিয়া মরুক; চল আমরা সরিয়া পড়ি।"

বিচ্ছু বলিল, "দাঁড়াও, হতভাগ্যকে সাবাড় না করিয়া কোথাও গিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। কূপের মধ্যে সে কি অবস্থায় আছে—এবার তাহা দেখিবার অসুবিধা হইবে না; আমি আমার বৈদ্যুতিক ল্যাম্পটা লইয়া আসিয়াছি,—আর পিস্তলটাও পকেটে আছে। যদি দেখি সে এখনও মরে নাই,—তাহা হইলে গুলি করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইব।"

মিঃ ব্লেক কূপ-সন্নিহিত বিচ্ছুর কথা শুনিয়াই তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন; তিনি তাঁহার শ্বাসনালীতে যতটুকু সম্ভব বায়ু পূরিয়া লইয়া কূপের জলে ডুব দিলেন।

তিনি ডুব দিবামাত্র—বিচ্ছুর বৈদ্যুতিক লণ্ঠনটা রজ্জুবদ্ধ হইয়া কূপের মধ্যে নামিয়া আসিল, এবং জলের উপরে ঝুলিতে লাগিল। তিনি যেখানে ডুব দিয়াছিলেন—তাহার প্রায় দুই হাত উপরে তাহা ঝুলিতেছিল। মিঃ ব্লেক জলের ভিতর ডুবিয়াই তাহার উজ্জ্বল রশ্মিচক্র স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। ল্যাম্পটা কূপের ভিতর কয়েকবার আন্দোলিত হইল; বিচ্ছু কূপের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার শত্রুকে খুঁজিতে লাগিল! তাহার বাম হস্তে লণ্ঠনের দড়ি—দক্ষিণ হস্তে পিস্তল! তাহার উদ্দেশ্য, মিঃ ব্লেককে দেখিতে পাইলেই গুলি করিবে। মিঃ ব্লেক কতক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিবেন? ক্রমে তাহার দম্‌ বন্ধ

হইবার উপক্রম হইল! তিনি প্রাণপণে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া জলের মধ্যে ডুবিয়া রহিলেন। বিচ্ছু যদি আর কিছুকাল সেই ভাবে থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে তাহার গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইত। কিন্তু বিচ্ছু ট্রেণ ধরিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—ব্লেককে দেখিতে না পাইয়া লণ্ঠনটা তুলিয়া লইল। মিঃ ব্লেকও তৎক্ষণাৎ জলের উপর ভাসিয়া উঠিলেন। মাথা তুলিয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন—বিচ্ছু তাহার স্ত্রীকে বলিতেছে,—"গোয়েন্দাটার কোনও সন্ধান পাইলাম না। বোধ হয় কূয়ায় পড়িয়া সে মারা গিয়াছে, না হয় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল; সেই অবস্থাতেই জলের নীচে তাহার গোর হইয়াছে। যদি সে বাঁচিয়া থাকিত, বা অচেতন হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে জলের উপর তাহার মাথা দেখিতে পাইতাম। তাহা যখন দেখিতে পাইলাম না, তখন তাহার মৃতদেহ নিশ্চয়ই কূয়ার জলের নীচে পড়িয়া আছে; পচিয়া ফুলিয়া না উঠিলে আর ভাসিবে না। যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল!"

জুডিথ্ বলিল, "তাহা হইলে এখন কি পাইপের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে?"

বিচ্ছু বলিল, "না চৌবাচ্চায় যে জল আছে সমস্তই কূয়ায় গিয়া পড়ুক না? তাহাতে আমাদের ক্ষতি নাই।"

জুডিথ্ বলিল, "ক্ষতি না থাকিতে পারে,—কিন্তু যদি কোনও লোক এই ভাবে কূয়ায় পাইপ খাটানো দেখিতে পায়?"

বিচ্ছু বলিল, "তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি?—আমরা ত আর এখানে ফিরিয়া আসিতেছি না। আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইবার পর যদি লোকে ব্লেকের মৃতদেহ কূয়ার জলে ভাসিতে দেখে, তাহাতেই বা আমাদের ভয় কি? মরা মানুষে ত কথা কহিতে পারে না। আমরা কে, কি মতলবে কোথায় যাইতেছি, তাহা ব্লেকের জানা

থাকিলেও সে অন্য লোককে সে কথা বলিতে পারিবে না। কিন্তু আর এখানে বিলম্ব করা হইবে না। এখান হইতে এল্‌ড্রিজ (Eldridge) যাইতে অনেক সময় লাগিবে। ১০টা ৫ মিনিটে ট্রেণ—ন'টা বাজিতে আর অধিক বিলম্ব নাই; শীঘ্র চল, নতুবা ট্রেণ ধরিতে পারিব না।"

অতঃপর মিঃ ব্লেক পদশব্দে বুঝিতে পারিলেন—দস্যু-দম্পতি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "উহাদের কথা শুনিয়া বুঝিলাম, উহারা পদব্রজে এল্‌ড্রিজে গিয়া ডোভারের ট্রেণ ধরিবে। কিন্তু কিরূপ ছদ্মবেশে বার্লিনে যাইবে, তাহা জানিতে পারিলে ভাল হইত; কিন্তু কূপ হইতে শীঘ্র উদ্ধার লাভ করিতে না পারিলে তাহার মতলবে বাধা দিবার কোনও উপায় দেখিনা। কূপে এখন আমার একগলা জল, কিন্তু জল ক্রমেই বাড়িতেছে! অবিলম্বে কেহ এদিকে না আসিলে আমাকে ডুবিয়া মরিতে হইবে।—কূপের জলে কতক্ষণ সাঁতার দিয়া ভাসিয়া থাকিব?"

মিঃ ব্লেক শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার এ অনুমান মিথ্যা নহে। কারণ আধ ঘণ্টার মধ্যেই কূপে এত অধিক জল জমিল যে, আর তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। জল তাঁহার মাথার উপর উঠিল; অগত্যা তিনি হাত পা নাড়িয়া কোন উপায়ে জলের ঊর্দ্ধে মাথা তুলিয়া রাখিলেন। কূপের পরিসর সঙ্কীর্ণ না হইলে চিৎসাঁতার দিয়া বা অন্য কোনও কৌশলে জলের উপর ভাসিতে পারিতেন; কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে হাত পা মেলিবার সুবিধা ছিল না, সোজা দাঁড়াইয়া ক্রমাগত হস্তপদ আন্দোলিত করিতে করিতে অল্পক্ষণেই তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন।—তখন তাঁহার অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেহ ধারণা করিতে পারিবে না।

যাহা হউক, এই ভীষণ বিপদের মধ্যেও তিনি আশা করিতেছিলেন,

কূপের জল যেরূপ দ্রুত বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে হয় ত শীঘ্রই জল কূপ ছাপাইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু বৃথা আশা! তিনি জানিতেন না যে, চৌবাচ্চায় যে পরিমাণ জল ছিল, তাহাতে কূপ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।—পরে তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কারণ, কূপে যখন প্রায় ছয় হাত জল হইল, তখন পাইপের জলের বেগ কমিয়া আসিল; অবশেষে জলধারার পরিবর্ত্তে পাইপের মুখ দিয়া বিন্দু বিন্দু জল নিঃসৃত হইতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে পাইপের মুখ দিয়া আর এক বিন্দুও জল পড়িল না।

তখন বেলা প্রায় দশটা। মিঃ ব্লেক আরও কিছুকাল হাত পা নাড়িয়া জলের উপর মাথা তুলিয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন; কিন্তু ক্রমে তাঁহার হস্তপদ অবসন্ন হইয়া আসিল। তিনি এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন যে, অতঃপর জলের উপর মাথা সোজা করিয়া রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। বেলা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত তিনি প্রাণপণে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিলেন, তাহার পর আর পারিলেন না; তাঁহার কর্ণকুহরে মৃত্যুর অশ্রান্ত ঝঙ্কার ধ্বনিত হইতে লাগিল; চক্ষুর সম্মুখে বিস্মৃতির নিবিড় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল; তাঁহার চেতনা-লোপের উপক্রম হইল। শেষে তাঁহার হস্তপদে খিল ধরিল,—সমস্ত দেহ পাষাণস্তূপের ন্যায় ভারি হইল, তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আসন্নকাল সমুপস্থিত!

দশম পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক যে সময় ছদ্মবেশে ট্রানমাস্থার কাস্‌ল হইতে গিরি-কুটীরে যাত্রা করেন, সেই সময় তাঁহার সহকারী স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সার অস্‌কার মীড্‌ নদীকূলে আউট্‌রামের মৃতদেহের সন্ধান করিতে গিয়াছিলেন।

যখন তাঁহারা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা প্রায় সাতটা। তাঁহারা দুই ঘণ্টা ধরিয়া নদীতীর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু বলা বাহুল্য, তাঁহাদের সকল চেষ্টা বৃথা হইল!

স্মিথ বলিল, "আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি আউট্‌রাম নদীর প্রখর সমুদ্রে ভাসিয়া গিয়াছে, অন্যথা তাহার মৃতদেহ কোথাও পড়িয়া থাকিত। এই খরস্রোতা নদীর গর্ভ হইতে সে যে উদ্ধার লাভ করিয়াছে—ইহা কদাচ সম্ভব মনে হয় না।"

সার অস্‌কার বলিলেন, "দেখিয়া শুনিয়া তাহাই ত মনে হইতেছে। তবে আমি যে তাহার মৃতদেহ আবিষ্কারের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, এরূপ মনে করিও না। যে এটাচি কেসে গুপ্ত রিপোর্ট ছিল, তাহা যদি কুড়াইয়া পাই, এই আশায় নদীতীরে আসিয়াছিলাম।—সেটি পাইলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি।"

স্মিথ বলিল, "আমি তাহা বুঝিয়াছি; কিন্তু সেই এটাচি কেসটি লোকটার পিঠে বাঁধা ছিল।—মানুষটাকে পাওয়া না গেলে সেই ব্যাগটি পাওয়া যাইবে, ইহা আশা করা যায় না।"

সার অস্‌কার বলিলেন, "সে কথা তুমি বলিতে পার না। যে দড়ি দিয়া ব্যাগ, তাহার পিঠে বাঁধা ছিল, তাহা খুলিয়া ব্যাগটি তাহার পৃষ্ঠচ্যুত

হওয়া এমন কি অসম্ভব? বিশেষতঃ যখন সে জলপ্রপাতের প্রবল আকর্ষণে হেটমুণ্ডে সবেগে নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই সময় ব্যাগটি তাহার মাথার দিক্ দিয়া বাহির হইয়া যাওয়াই সম্ভব।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, তাহা সম্ভব বটে ; এ কথা আমি পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখি নাই। কিন্তু যদি তাহা তাহার মাথা গলিয়া বাহির হইয়াই থাকে, তবে তাহা কি তৎক্ষণাৎ জলে ডুবিয়া যায় নাই?"

সার অস্কার দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই নহে ; এই এটাচি ব্যাগ-গুলির নির্ম্মাণকৌশল অতি চমৎকার। ইহা অত্যন্ত পাতলা ও স্থিতি-স্থাপক, অনেকটা ফুটবলের মত ; তাহা ডুবিবার সম্ভাবনা নাই। জলে পড়িয়া তাহা নিশ্চয়ই ভাসিবে।"

স্মিথ বলিল, "তবে হয় ত তাহা সমুদ্রে ভাসিয়া গিয়াছে।"

সার অস্কার বলিলেন, "তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? তাহা স্রোতে যেমন ভাসিয়া যাওয়া সম্ভব, স্রোতে বিক্ষিপ্ত হইয়া তীরে আসিয়া আট্-কাইয়া যাওয়াও সেইরূপ সম্ভব। নদীর ধারে শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদের ত অভাব নাই, তাহাতে বাধিয়া থাকিলেও থাকিতে পারে। চল, আমরা নদীর কূলে কূলে জলপ্রপাত পর্য্যন্ত যাই, যদি জিনিষটা আমাদের নজরে পড়ে।"

স্মিথ বলিল, "চলুন, আপনি আমাকে যেখানে লইয়া যাইবেন, সেইখানেই যাইব।"

সার অস্কার ও স্মিথ পুনর্ব্বার নদীর বাম তীর দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন ; প্রায় পাঁচশত গজ গমন করিয়া সার অস্কার হঠাৎ থামিলেন, এবং সহর্ষে শিস্ দিলেন।

স্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল ; সে থামিয়া সার অস্কারকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি? কিছু দেখিতে পাইলেন কি?"

সার অস্কার বলিলেন, "দেখ দেখি, ওটা কি?"—তিনি নদীতীরে

দুইখানি প্রস্তরের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিলেন। শিলাখণ্ডদ্বয় পাশাপাশি পড়িয়া ছিল, মধ্যে একটু ব্যবধান; সেই ব্যবধানে একটি চর্ম্মনির্ম্মিত আধার পড়িয়া ছিল; তাহা স্মিথের দৃষ্টিগোচর হইল।

ইহাই যে অপহৃত এটাচি কেস্—এ বিষয়ে স্মিথের অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না; কিন্তু সে সেই দিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই সার অস্কার এক লম্ফে তথায় উপস্থিত হইলেন; তাঁহার মূল্যবান 'পেটেণ্ট-লেদার বুট' প্যাণ্টালুন সমেত কাদায় ডুবিয়া গেল; কিন্তু তৎপ্রতি তাঁহার লক্ষ্য রহিল না; তিনি আপনাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী মনে করিতে লাগিলেন।

সার অস্কার ব্যগ্রভাবে বাহু প্রসারিত করিয়া সেই সিক্ত আধারটি টানিয়া তুলিলেন; কিন্তু তাহা হাতে লইয়াই হরিষে বিষাদ উপস্থিত! তাঁহার বদনমণ্ডলের প্রফুল্লতা মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল; মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল; যেন আততায়ী নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীর তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল! তিনি অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—সেই আর্ত্তস্বরে তাঁহার নিরাশা ও অন্তর্ব্বেদনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

তিনি দেখিলেন, সেই এটাচি কেসের যে স্থানে ফ্যাল্‌কোনারের নামের আদ্যক্ষর অঙ্কিত ছিল—তাহার পাশে কে ছুরী চালাইয়া ব্যাগ্‌টি বিদীর্ণ করিয়াছে; ব্যাগের ভিতরে কাগজপত্র কিছুই নাই!

স্মিথ নীরবে সকলই দেখিতেছিল—ব্যাপার কি, তাহা তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সে সার অস্কারকে বলিল, "চোর গুপ্ত রিপোর্টটি বাহির করিয়া লইয়াছে, ইহাতে বুঝিলাম, সে মরে নাই, সমুদ্রেও ভাসিয়া যায় নাই, সে কোন কৌশলে তীরে উঠিয়াছে। সে নিরাপদ স্থানে না উঠিতে পারিলে ছুরী চালাইয়া ব্যাগ কাটিয়া রিপোর্ট বাহির করিয়া লইত না, লইতে পারিত না। রিপোর্ট বাহির করিয়া

লইয়া ব্যাগটা নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া ঐখানে আট্‌কাইয়া গিয়াছিল।"

সার অস্‌কার হতাশ ভাবে বলিলেন, "যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। সর্ব্বনাশ হইল! আজ আমাদের জাতীয় জীবনের কি দুর্দ্দিন।"

স্মিথ বলিল, "এখনই আপনি এত হতাশ হইতেছেন কেন? আমার মনিব কি চোরটাকে সহজে ছাড়িবেন, মনে করিতেছেন?—তিনি বোধ হয় এতক্ষণ এ সকল সন্ধান পাইয়াছেন। চলুন, আর এখানে বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই, অবিলম্বে কাস্‌লে চলুন। যদি তিনি এতক্ষণেও কাস্‌লে না ফিরিয়া থাকেন—তাহা হইলে আমি তাঁহার খোঁজে গিরি-কুটীরে যাইব। আমরা যাহা জানিতে পারিলাম, তাহা অবিলম্বে তাঁহার গোচর করা আবশ্যক।"

অনন্তর উভয়ে নদীকূল দিয়া কাস্‌লের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। এই পথটি অনেকটা সোজা। তাঁহারা প্রায় একশত গজ গমন করিয়াছেন, এমন সময় আর একটি জিনিস দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন!

তাঁহারা দেখিলেন, নদীতীরস্থ একটি বৃক্ষমূলে একগাছি দড়ি পড়িয়া আছে;—এই দড়ি দিয়াই বিচ্ছু এটাচি কেস্‌টি তাহার পিঠে বাঁধিয়া লইয়াছিল। সে ছুরী দিয়া সেই দড়ি কাটিয়া এখানেই তাহা ফেলিয়া গিয়াছিল; দড়ি ঘাসের উপর পড়িয়া ছিল। স্থানটি নদীর ধার বলিয়া 'স্যাতসেঁতে'; সিক্ত মৃত্তিকায় তাহারা একজন লোকের অনেকগুলি পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সার অস্‌কার ও স্মিথ উভয়েই বুঝিতে পারিলেন—চোর নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া এই স্থানে প্রথমে বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিল, এবং এইখানে সে ব্যাগের ভিতর হইতে গুপ্ত রিপোর্ট বাহির করিয়া লইয়াছিল।

স্মিথ সোৎসাহে বলিল, "নদীগর্ভ হইতে সে এই স্থানেই উঠিয়াছিল ; চোর কে, এতক্ষণে তাহা জানিবার উপায় হইল। মিঃ আউট্রামই চোর, সেই এই কর্ম্ম করিয়াছে—তাহা স্থির করা কঠিন হইবে না !—চোরকেও আমরা শীঘ্রই ধরিতে পারিব !"

সার অস্কার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে ?—কিরূপে এ কথা জানা যাইবে ? আর কি কৌশলেই বা চোর ধরিব ?"

স্মিথ বলিল, "আমার প্রভুর ব্লড্ হাউণ্ড টাইগারের উপর সে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি ! আমরা তাহাকে এখানে আনিলে, সে ঐ দড়ির ঘ্রাণ লইয়া তাহার প্রবল ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে চোরকে খুঁজিয়া বাহির করিবে ; চোর যে পথ দিয়া যেখানে গিয়াছে, টাইগার সেই পথ ধরিয়া সেই স্থানে ঠিক উপস্থিত হইবে।"

এ কথা শুনিয়া সার অস্কারের চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; কিন্তু এ কথায় তিনি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না ; সন্দিগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য না কি ? তোমার মনিবের কুকুরের এমন অসাধারণ ক্ষমতা আছে ?"

স্মিথ দৃঢ় স্বরে বলিল, "নিশ্চয়ই আছে। কতবার তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। বিনা প্রমাণে কি এত বড় কথাটা আপনাকে বলিলাম ? যাহা হউক, এই দড়ি লইয়া আমরা যত কম নাড়াচাড়া করি, ততই ভাল ; এমন কি, উহা আমরা স্পর্শ না করিলে আরও ভাল হয়। উহা ঐখানে পড়িয়া থাক ; আপনি দড়ির পাহারায় থাকুন, আমি কাস্‌লে চলিলাম। আমার মনিব যদি ফিরিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে ও টাই-গারকে সঙ্গে লইয়া যত শীঘ্র পারি ফিরিয়া আসিব।—আপনি দেখিবেন, যেন এ দড়িতে কেহ হাত না দেয়।"

সার অস্কারের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই স্মিথ দ্রুতপদে কাসল অভিমুখে প্রস্থান করিল। সে যখন কাস্‌লে উপস্থিত হইল,

তখন বেলা নয়টা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সে শুনিতে পাইল, তাহার প্রভু মিঃ ব্লেক তখন পর্য্যন্ত কাস্‌লে প্রত্যাগমন করেন নাই; টাইগার আস্তাবল হইতে সরিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু সে কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারিল না।

স্মিথ সার অস্‌কারের ভৃত্যবর্গকে সঙ্গে লইয়া টাইগারকে খুঁজিতে বাহির হইল। কাস্‌লের ভিতর নানা স্থানে খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে দেখা গেল,টাইগার আস্তাবলের এক প্রান্তে প্রাচীরের পাশে শয়ন করিয়া রোদ পোহাইতেছে! সে বারান্দার আড়ালে থাকায় হঠাৎ কেহ তাহাকে দেখিতে পায় নাই। টাইগার স্মিথকে দেখিবামাত্র লাফাইয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।—স্মিথ আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া টাইগারকে সঙ্গে লইয়া নদীতীরে সার অস্‌কারের নিকট উপস্থিত হইল; তখন বেলা সাড়ে দশটা!

সার অস্‌কার ব্যগ্রভাবে স্মিথকে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, মিঃ ব্লেক কোথায়? তুমি তাঁহাকে লইয়া আসিলে না কেন?"

স্মিথ বলিল, "তাঁহাকে ত কাস্‌লে দেখিতে পাইলাম না! আমি যখন আসি, তখন পর্য্যন্ত তিনি গিরিকুটীর হইতে ফিরিয়া আসেন নাই।"

সার আস্‌কার এ কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন, ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, "এখন পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসেন নাই! সেখানে তাঁহার এত বিলম্ব হইবার ত কোনও কারণ নাই। তা, তুমি কি কুকুরটাকে চোরের সন্ধানে লাগাইতে পারিবে?"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "দেখুন, পারি কি না। তাহাকে লইয়া আমি ত আর এই প্রথম চোর ধরিতে যাইতেছি না; এ পর্য্যন্ত কত বার গিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। আপনি কাস্‌লে ফিরিয়া যান, আমি উহাকে ঠিক চালাইয়া লইয়া যাইব।"

সার অস্‌কার বলিলেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিলে ক্ষতি কি ?"

স্মিথ বলিল, "আমরা কোথায় যাই, কি করি, দেখিবার জন্য আপনার বুঝি খুব আগ্রহ হইয়াছে ! কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গে না থাকিলেই ভাল হয়। আপনার সহিত টাইগারের এখন পর্য্যন্ত তেমন ঘনিষ্ঠতা হয় নাই ; আমার বিশ্বাস অপরিচিত লোক সঙ্গে থাকিলে উহার সঙ্কোচ দূর হইবে না, হয় ত নানা রকম দুষ্টামী করিবে ; সুতরাং আমাদের সঙ্গে না গিয়া আপনার কাস্‌লে ফিরিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, মনিব মহাশয় এতক্ষণ হয় ত কাস্‌লে ফিরিয়া গিয়াছেন ; আমাদের কাহাকেও না দেখিলে তিনি ব্যস্ত হইতে পারেন। আর আমরা যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাও অবিলম্বে তাঁহার গোচর করা উচিত। তাহা হইলে তিনি তাড়াতাড়ি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে পারিবেন। —আমার ও টাইগারের উপর অবশিষ্ট কাজের ভার দিয়া আপনি অনায়াসে যাইতে পারেন।"

সার অস্‌কার বলিলেন; "তোমার প্রস্তাব সঙ্গত বটে ; কিন্তু টাইগার কি ভাবে কাজ আরম্ভ করে, তাহা না দেখিয়া আমি এখান হইতে যাইতেছি না।"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "তবে দেখুন।"—তাহার পর সে টাইগারকে সেই রজ্জুর সম্মুখে টানিয়া আনিল। টাইগার স্মিথের ইঙ্গিতে রজ্জুর ঘ্রাণ লইয়া সেইস্থানে দুই তিনবার ঘুরিল, এবং সবেগে শ্বাস গ্রহণ করিল। অনন্তর সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিল। স্মিথ তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিল, "যাও ত ভাই ! লোকটা কোথায়, খুঁজিয়া বাহির কর।—চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইতেছি।"

টাইগার, স্মিথের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল ; তাহার শিকল স্মিথের হাতে ছিল। সে এমন বেগে চলিতে লাগিল যে,

স্মিথ শিকল টানিয়া রাখিতে অসমর্থ হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতে বাধ্য হইল। সে পশ্চাতে চাহিয়া বিস্ময়াভিভূত সার অস্কারকে বলিল, "আমরা চলিলাম; যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহা শীঘ্রই আপনি শুনিতে পাইবেন।"—স্মিথ টাইগার সহ অবিলম্বে সার অস্কারের দৃষ্টি অতিক্রম করিল।

বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, মাঠের ভিতর দিয়া টাইগার চলিতে লাগিল; দেখিয়া স্মিথ বলিল, "চোরটা সাধারণের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য পথ ছাড়িয়া অপথে চলিয়াছে।—কিন্তু এ কি! টাইগার যে গিরিকুটীরের দিকেই যাইতেছে!—তবে কি আউট্রামই চোর?"

অদূরে পাহাড়ের ধারে গিরিকুটীর দেখিয়া স্মিথ বলিল, "আমার অনুমান মিথ্যা নহে, টাইগারের লক্ষ্য ঐ গিরিকুটীর; কিন্তু এখন আমাদিগকে খুব সাবধান হইয়া যাইতে হইবে। দেখ, টাইগার, তুই কোনও রকম শব্দ করিস্ না; মুখ বুঁজিয়া চল্।"

আরও কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া স্মিথ মনে মনে বলিল, "হুঁ, আউট্রাম বেটারই এই কীর্ত্তি! নদী হইতে উঠিয়া সে তাহার বাসাতেই ফিরিয়া গিয়াছে।—কিন্তু এমন একটা ব্যাপারের পর সে কি এখনও এখানে আছে? আমার ত তাহা মনে হয় না। বাড়ীটা দেখিতে পড়ো বাড়ীর মত! বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া একবারও মনে হয় না এখানে জনমানব কেহ আছে। আমার অনুমান, প্রভু এখানে আসিবার পূর্ব্বেই আউট্রাম তাহার স্ত্রীকে লইয়া এখান হইতে চম্পট দিয়াছে।—বোধ হয় প্রভু তাহার অনুসরণ করিয়াছেন; সেই জন্যই তাঁহার কাসলে ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে। আউট্রাম কোন্ দিকে গিয়াছে, সে সন্ধান তিনি নিশ্চয়ই পাইয়াছেন।"

স্মিথ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গিরিকুটীরের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল;

তাহার পর বলিল, "আমি কড়া নাড়িয়া দেখি : যদি আউট্রাম সত্যই বাড়ীতে থাকে, তাহা হইলে আমি—"

স্মিথের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল,—হঠাৎ তাহার কর্ণে কাহার আর্ত্তস্বর প্রবেশ করিল ? কে যেন কোথা হইতে অতি কষ্টে যন্ত্রণা-মথিত স্বরে বলিল, "কে আছ, বাঁচাও !"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ দরজার কড়া ছাড়িয়া দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল ; কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

মিঃ ব্লেক কূপের মধ্যে ভাসিয়া থাকিতে অসমর্থ হইয়া হাত পা ছাড়িয়া দিয়া জলে ডুবিতেছিলেন, এবং ডুবিবার পূর্ব্বে অবসন্ন দেহে অবসাদজড়িত স্বরে বলিয়াছিলেন, "কে আছ, বাঁচাও।" গিরিকুটীরের বহির্দ্বারের কড়া নাড়ার শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল ; তিনি মনে করিয়াছিলেন, যে কড়া নাড়িতেছে, সে তাহার কথা শুনিতে পাইবে ; সে শত্রু কি মিত্র, এ কথা ভাবিবার আর সময় ছিল না।— যদি সে শত্রু হয়, তাহা হইলেও সে তাঁহার আর কি অধিক অনিষ্ট করিবে ?

স্মিথ শব্দ লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল ; তাহার মনে হইল, এ স্বর যেন তাহার প্রভুরই কণ্ঠস্বর ! টাইগার তাহার প্রভুর কণ্ঠস্বর ঠিক চিনিয়াছিল—মিঃ ব্লেকের আর্ত্তনাদ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে সবলে শিকল আকর্ষণ করিয়া কূপের দিকে চলিল।—স্মিথ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিল।

স্মিথ টাইগারের শিকল ছাড়িয়া দিবামাত্র টাইগার কূপের নিকট আসিয়া কূপ-মুখস্থিত তৃণগুল্মের ভিতর মাথা পূরিয়া দিল, এবং সোৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিল।

স্মিথও সঙ্গে সঙ্গে কূপের নিকট আসিয়া কূপের উপর ঝুঁকিয়া

পড়িয়া উদ্বেগ-কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তা, আপনি কি কূপে পড়িয়াছেন ?"

মিঃ ব্লেক ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "হাঁ—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না ; আমি ডুবিতেছি, এখনই যদি আমাকে উঠাইতে না পার ত ডুবিয়া মরিব। ঐ বাড়ীতে কোনও লোক নাই ; যাও, দেখ, যদি একগাছি দাঁড় পাও।—শীঘ্র যাও, আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়াছে।"

স্মিথ বায়ুবেগে গিরিকুটীরে প্রবেশ করিল। সে দুই একটি কক্ষে উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া রজ্জুর অনুসন্ধান করিতে লাগিল ; কিন্তু কোথাও রজ্জু মিলিল না। শেষে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দুইখানি বিছানার চাদর দেখিতে পাইল। সে তাহা লইয়া উভয় চাদরের প্রান্ত একত্র করিয়া বাঁধিল ; এবং বিদ্যুৎবেগে কূপের নিকট ফিরিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দড়ি পাইলাম না, দু'খানা বিছানার চাদর জোড়া দিয়া নামাইয়া দিলাম ; ধরুন।"

মিঃ ব্লেক রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, "উহাতেই হইবে।—তুমি অন্য মুড়া ধরিয়া শুইয়া পড় ; ছাড়িয়া দিও না।"

স্মিথ চাদরের অন্য প্রান্ত কটিদেশে বাঁধিয়া দুই হাতে তাহা শক্ত করিয়া ধরিয়া শুইয়া পড়িল। মিঃ ব্লেক সেই চাদর ধরিয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে উপরে উঠিলেন।—কিন্তু তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না ; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দারুণ অবসাদে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছিল ; তিনি স্মিথের পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন।

স্মিথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া মিঃ ব্লেকের অসাড় হস্ত পদ ডলিয়া দিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে মিঃ ব্লেক কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া চক্ষু মেলিলেন।

স্মিথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "আউট্রামই কি আপনাকে কূপে ফেলিয়াছিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে অনেক কথা, পরে শুনিও।—এখন বল, বেলা কত ?"

স্মিথ পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিল, "স এগারটা।"

মিঃ ব্লেক হতাশ ভাবে বলিলেন, "তবে আর কি করিব ?—এতক্ষণ ষ্টীমার ছাড়িয়া দিয়াছে !"

স্মিথ ব্যগ্র ভাবে বলিল, "কোন্ ষ্টীমার ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ডোভার হইতে ক্যালে যাইবার ফেরী ষ্টীমার। আউট্রাম লোকটা কে জান ?—সে বিচ্ছু ডাকাত! সে ও তাহার স্ত্রী জুডিথ্ এই ষ্টীমারে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়াছে। বিচ্ছু বার্লিনে যাইবে; গুপ্ত রিপোর্ট সে জর্ম্মান গবর্মেণ্টের কাছে বিক্রয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। এগারটা পাচ মিনিটে ষ্টীমার ডোভার ছাড়িয়াছে।—বিচ্ছুকে বন্দী করিবার জন্য ডোভারে টেলিগ্রাম করা নিস্ফল।"

স্মিথ বলিল, "ডোভারে টেলিগ্রাম করিয়া ফল পাওয়া না যাক, আপনি ত ক্যালে বন্দরে টেলিগ্রাম করিতে পারেন। ষ্টীমার সেখানে এক ঘণ্টার পূর্ব্বে পৌছিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য, কিন্তু আমার বিশ্বাস, লর্ড ওয়ারিংটন ফরাসী পুলিসের নিকট এ জন্য টেলিগ্রাম করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কি না সন্দেহ।—অন্ততঃ তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।—এখানে অন্য কোনও লোক নাই ত ?"

স্মিথ বলিল, "না, টাইগার ও আমি ভিন্ন অন্য কেহই এখানে নাই; এখানে আসিয়াও কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। সার অস্কার আপনার অদর্শনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন; তাঁহাকে কাস্লে পাঠাইয়া নদীতীর হইতে আমি সোজা এখানে আসিয়াছি।—নদীতীরে কি দেখিয়াছি, শুনুন।"

নদীতীরে উপস্থিত হইয়া স্মিথ যাহা যাহা দেখিয়াছিল, এবং তাহার পর টাইগার কিরূপে এখানে আসিয়াছিল, স্মিথ সংক্ষেপে সে সকল কথা মিঃ ব্লেকের গোচর করিল। মিঃ ব্লেকও লর্ড ওয়ারিংটনের কলম খুঁজিতে আসিয়া যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং অবশেষে যেরূপে বিচ্ছু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সমস্তই স্মিথকে বলিলেন।

সকল কথা শুনিয়া স্মিথের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। গুপ্ত রিপোর্ট দুর্দান্ত দস্যু বিচ্ছুর করতলগত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া সে অত্যন্ত ভীত হইল; বিষণ্ণ ভাবে মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিল, "বিচ্ছু জর্মান গবর্মেণ্টের নিকট সেই গুপ্ত রিপোর্ট যাহাতে বিক্রয় করিতে না পারে, তাহার কি কোনও ব্যবস্থা করা যায় না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার প্রশ্নের উত্তর এখন কিরূপে দিব? তবে ইংরাজের সুনাম রক্ষার অন্য যাহা কিছু করা যাইতে পারে, তাহা আমি অবশ্যই করিব; অন্ততঃ সেই চেষ্টায় প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইব না।—এখনও যদি একখানি মোটর গাড়ী পাই, তাহা হইলে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখি; মোটর গাড়ীর অভাবে একখানি হাল্কা ঘোড়ার গাড়ী ও একটি বেগবান ঘোড়া পাইলেও চলিতে পারে।"

স্মিথ মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "তাহা হইলে আপনি একটা মতলব স্থির করিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "মতলব?—হাঁ, একটা কিছু মতলব আমার মাথায় আছে বৈ কি?—যেরূপই হউক, আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমার কাস্‌লে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু যদিও আমি অনেকটা সুস্থ হইয়াছি, তথাপি আধ ঘণ্টার মধ্যে যে হাঁটিয়া কাস্‌লে যাইতে পারিব, "এ আশা আমার নাই; দুই পাঁচ পা চলিয়াই

আমাকে হয় ত আবার বসিয়া পড়িতে হইবে।—এখন কিছুকাল বিশ্রাম করিতে পারিলে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতাম, কিন্তু—"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অদূরে একখানি মোটর গাড়ীর "ভস্ ভস্" শব্দ তাঁহার শ্রবণগোচর হইল; স্মিথও সে শব্দ শুনিয়াছিল। মিঃ ব্লেক উৎকর্ণ হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে পথের দিকে চাহিলেন; তাহার পর স্মিথ ও টাইগারকে সঙ্গে লইয়া ব্যগ্র ভাবে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।—অল্পক্ষণ পরে তাঁহারা দেখিলেন, একটি লোক মোটর চড়িয়া সেই দিকেই আসিতেছেন। মোটর গাড়ী নিকটে আসিলে মিঃ ব্লেক চিনিলেন—মোটরের আরোহী সেই গ্রামের চিকিৎসক ডাক্তার র‍্যালাণ্ড।

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিলেন, "এ বড়ই শুভ লক্ষণ! ইহাতে সমগ্র বৃটিশ জাতির সৌভাগ্য সূচিত হইতেছে। ডাক্তার যদি তাঁহার মোটরে তুলিয়া আমাদিগকে কাস্‌লে লইয়া যান, তাহা হইলে আমি এখনও বোধ হয় বিচ্ছুর চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক হাত তুলিয়া মোটর গাড়ী থামাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।—ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইলেন।

ডাক্তার গাড়ী থামাইবামাত্র মিঃ ব্লেক উর্দ্ধশ্বাসে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মিঃ ব্লেকের কর্দ্দমাক্ত পরিচ্ছদ দেখিয়া ডাক্তার অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি মিঃ ব্লেক? আপনাকে—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, "এখন কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে ট্রান্‌মায়ার কাস্‌লে উপস্থিত হইতেই হইবে। কেন, সে সকল কথা বলিবার এ সময় নহে; আপনি আমাদিগকে আপনার গাড়ীতে তুলিয়া ট্রান্‌মায়ার কাস্‌লে রাখিয়া আসিবেন?"

ডাক্তার এ কথায় অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না! কিন্তু এখন আপনাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিব না। আপনারা শীঘ্র আমার গাড়ীতে উঠুন, আমি নক্ষত্রবেগে গাড়ী চালাইতেছি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আপনারা কাস্‌লে উপস্থিত হইতে পারিবেন।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার রায়ল্যাণ্ড তাঁহার কথামতই কাজ করিলেন। মিঃ ব্লেক ট্রান্‌মায়ার কাস্‌লে প্রত্যাগমন কালে, পথিমধ্যে মোটর হইতে নামিয়া গ্রাম্য ডাকঘরে প্রবেশ করিলেন; এবং দুই খানি টেলিগ্রাম পাঠাইয়া পুনর্ব্বার মোটরে উঠিলেন। ডাকঘরে তাঁহার কয়েক মিনিট বিলম্ব হইলেও তিনি সাড়ে এগারটার কয়েক মিনিট পরে কাস্‌লে উপনীত হইলেন। ডাক্তার আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহাকে কাস্‌লে পঁহুছাইয়া দিলেন।

সার অস্‌কার তখন লর্ড ওয়ারিংটনের শয়নকক্ষে ছিলেন। সেই কক্ষের বাতায়নশ্রেণী হইতে রাজপথ দৃষ্টিগোচর হইত। সার অস্‌কার অদূরে মোটর গাড়ীর "ভস্‌ ভস্‌" শব্দ শুনিয়া ব্যগ্র ভাবে বাতায়ন-প্রান্তে উপস্থিত হইলেন; মোটর গাড়ীখানি দেখিবামাত্র তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্বিতল হইতে নামিয়া বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

মিঃ ব্লেকের কর্দ্দমাক্ত পরিচ্ছদ দেখিয়া সার অস্‌কারের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; তিনি বলিলেন, "এ কি! মিঃ ব্লেক, আপনি পুনর্ব্বার কি কোনও বিপদে পড়িয়াছিলেন?—আগে বলুন, আপনি যে কাজে গিয়াছিলেন—তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না? চোরের সন্ধান পাইয়াছেন কি?—যাহা খুঁজিতে গিয়াছিলেন, তাহা কি পাইলেন না?"

মিঃ ব্লেক বিষণ্ণ ভাবে মাথা নাড়িলেন। অনন্তর তিনি ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় দান পূর্ব্বক স্মিথ ও টাইগারকে সঙ্গে লইয়া সার অস্‌কারের সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর তিনি একখানি চেয়ারে অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন, "না, আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই; কৃতকার্য্য হওয়া দূরের কথা, চোর 'লম্বা' দিয়াছে! সে ও তাহার স্ত্রী এতক্ষণ সাগর প্রায় পার হইল।—তাহারা বার্লিনে যাইতেছে!"

সার অস্কার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চোরাই গুপ্ত রিপোর্ট সঙ্গে লইয়া?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই।—শুধু হাতে সে বার্লিনে যাইলে আর আমাদের চিন্তার কি কারণ থাকিত?"

সার অস্কার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন; ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "তবেই ত সর্ব্বনাশ!—এখন উপায় কি? এই গুপ্ত রিপোর্ট হস্তগত হইলেই জর্ম্মান গবর্ণমেণ্ট আমাদের বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। আপনি শীঘ্র লর্ড ওয়ারিংটনের কাছে চলুন, তাঁহাকে সকল কথা বলিবেন; আমি তাঁহাকে এ সর্ব্বনাশের কথা বলিতে পারিব না। তিনি আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছেন; এখন যদি শুনিতে পান, আপনি বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় গুরুতর আঘাত লাগিবে।—সে আঘাত কি তিনি সামলাইতে পারিবেন?"

মিঃ ব্লেক উঠিলেন। তিনি দ্বিতলে লর্ড ওয়ারিংটনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার সহকারী স্মিথকে ডাকিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন।

স্মিথ সোৎসাহে বলিল, "আচ্ছা, আমি চলিলাম।"—সে তীরবেগে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল!

মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া সার অস্কার দ্বিতলে লর্ড ওয়ারিংটনের শয়নকক্ষে যাইতে যাইতে বলিলেন, "আপনার এই সহকারীটি

বেশ চট্‌পটে। সে এত উৎসাহের সঙ্গে কোথায় ছুটিল, আপনিই বা তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন—তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?”

মিঃ ব্লেক অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, “সে কথা আপনি শীঘ্রই জানিতে পারিবেন।”

অনন্তর মিঃ ব্লেক একজন ভৃত্যকে বলিলেন, সে যেন তাঁহার কুকুরটিকে আস্তাবলে লইয়া গিয়া বাঁধিয়া রাখে।

লর্ড ওয়ারিংটন তখনও শয্যাগত ছিলেন। মিঃ ব্লেককে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন; তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়াছেন শুনিয়া তাহার চক্ষুতে নিরাশার ছায়া ঘনাইয়া আসিল।—তিনি একেবারে ‘মুসড়িয়া’ পড়িলেন।

মিঃ ব্লেক বলিতে লাগিলেন, “আমি বেলা প্রায় আট্‌টার সময় গিরিকুটীরে উপস্থিত হই। আপনি যাহাকে মিসেস্ আউট্‌রাম বলিয়া জানেন, সেই স্ত্রীলোকটি আমাকে দরজা খুলিয়া দিল। আমি তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম,—সে দুর্দ্দান্ত দস্যু চাল্‌স মেজর—যে জনসাধারণে বিচ্ছু ডাকাত নামে পরিচিত—তাহারই স্ত্রী জুডিথ্ মেজর।”

লর্ড ওয়ারিংটন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “বিচ্ছু ডাকাত! কে সে? পূর্ব্বে ত তাহার নাম শুনি নাই!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এই দস্যু-দলপতির ন্যায় ভীষণ-প্রকৃতি চতুর দস্যু ইউরোপে আর একটিও নাই! চুরী, ডাকাতি, রাহাজানী, বাট্‌-পাড়ি, নরহত্যা, প্রতারণা প্রভৃতি নানা গুরুতর অপরাধে ইউরোপের সকল দেশেই তাহাদের বিরুদ্ধে দুই চারিখানি ওয়ারেণ্ট আছে! প্যারিস্ হইতে তাহারা নিরুদ্দেশ হয়; পুলিশ তাহাদের কোন সন্ধান

পায় নাই। কিন্তু কে জানিত, নিরুদ্দেশ হইয়া তাহারা স্বামী স্ত্রীতে ইংলণ্ডে আসিয়াছে ; কেই-বা কল্পনা করিয়াছিল, গিরি-কুটীরবাসী মিঃ আউট্‌রাম ও তাহার স্ত্রী এই দস্যু-দম্পতি ?"

মিঃ ব্লেক বলিতে লাগিলেন, "আমি জুডিথ্ মেজরকে চিনিবামাত্র বুঝিলাম; আমার অনুমান মিথ্যা নহে ; বিচ্ছুই আমাদের গুপ্ত রিপোর্ট চুরী করিয়াছে! বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে, আমি আপনাকে কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, এ চুরী কোনও শিক্ষানবিশ চোরের কাজ নয়, এ পাকা চোরের কীর্ত্তি! কোনও প্রমাণ না থাক, কিন্তু বিচ্ছুরই যে এ কাজ, এ বিষয়ে আর আমার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না।"

সার অস্কার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সেখানে গিয়া বিচ্ছুকে দেখিতে পাইলেন কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না ; তাহার স্ত্রীর উৎকণ্ঠা দেখিয়া বুঝিলাম, পূর্ব্ব-রাত্রি হইতে বিচ্ছু বাসায় ফিরিয়া আসে নাই। আমি তাহাকে লর্ড ওয়ারিংটনের কলমের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, উনি সেখানে কলমটি ফেলিয়া আসিয়াছেন,—তাহা সে স্বীকার করিল ; এবং কলমটা আনিবার জন্য ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। আমি অতি সন্তর্পণে তাহার অনুসরণ করিলাম ; দেখিলাম, সে দুইটা পোর্টম্যাণ্টো ও বিছানাপত্র বাঁধিয়া গৃহ-ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে ! তাহার লগেজের গায়ে যে লেবেল দেখিলাম—তাহাতে বুঝিলাম, মিল্‌নার এই ছদ্মনাম ধারণ করিয়া বিচ্ছু সস্ত্রীক ক্যালে, ব্রুসেল্‌স্ ও কলোনের পথে বার্লিনে যাইতেছে !

"আমি অনুমান করিলাম—এত বেলা পর্য্যন্ত বিচ্ছু যখন ফিরিল না, তখন সে নিশ্চয়ই জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। সুতরাং আমি স্থির করিলাম, প্রথমে পুলিশে খবর দিব,—বিচ্ছুর স্ত্রী জুডিথ্ ছদ্মনামে গিরিকুটীরে বাস করিতেছে ; তাহাকে যেন অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হয়।—তাহার পর নদীতীরে বিচ্ছুর মৃতদেহের অনুসন্ধানে যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। এই

সঙ্কল্প করিয়া গিরিকুটীর হইতে বাহির হইলাম। কয়েক গজ দূরে আসিবামাত্র বিচ্ছু একটা ঝোপের আড়াল হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করিল, এবং তাহার হাতে যে লোহার হাতুড়ি ছিল,--তাহা দ্বারা সবেগে আমার মস্তকে আঘাত করিল!"

অনন্তর মিঃ ব্লেক, কিরূপে বিচ্ছু কর্ত্তৃক কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সে তাঁহাকে ডুবাইয়া মারিবার জন্য কি পৈশাচিক উপায় অবলম্বন করিয়াছিল,—তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "জলে ডুবাইয়া মারিবার ব্যবস্থা করিয়া বিচ্ছু ও তাহার স্ত্রী ঘরে চলিয়া গেল, বোধ হয় ইংলণ্ড-ত্যাগের জন্য নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করিতে গেল। তাহারা চলিয়া যাইবার সময় এক বার কূপের ভিতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছিল; আমি মরিয়াছি কি না তাহাই বোধ হয় দেখিতে আসিয়াছিল! যখন তাহারা আমার কোনও সন্ধান পাইল না—তখন আমি মরিয়াছি স্থির করিয়া বিচ্ছু তাহার স্ত্রীকে বলিল, "আমরা অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি, আর নয়, এলড্‌রিজ্‌ এখান হইতে অনেক দূরে, ১০টা ৫ মিনিটে ট্রেণ ছাড়িবে, শীঘ্র চল!"

মিঃ ব্লেক বলিতে লাগিলেন, "আপনারা বোধ হয় জানেন, ট্রান্‌মায়ার ষ্টেশনের পরবর্ত্তী ষ্টেশনের নামই এলড্‌রিজ্‌ ষ্টেশন; ডোভার বন্দর পর্য্যন্ত যে রেল আছে, ইহা তাহারই একটা ষ্টেশন।—বিচ্ছুর শেষ কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি, এখান হইতে যাত্রা করিয়া তাহারা ট্রান্‌মায়ার ষ্টেশনে না উঠিয়া এলড্‌রিজে গিয়া ট্রেণে চাপিবে; বেলা ১১টা ৫ মিনিটে যে ষ্টীমার ডোভার হইতে ক্যালে বন্দরে যাত্রা করে,—তাহারা সেই ষ্টীমারে সাগর পার হইবে।"

অনন্তর স্মিথ কূপের নিকট উপস্থিত হইয়া কি কৌশলে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "আমি যখন কূপ হইতে উঠিলাম, তখন বেলা প্রায় এগারটা। সুতরাং

ষ্টীমার তখন ডোভার বন্দর ত্যাগ করিতেছিল সন্দেহ নাই ; তখন
ডোভারে ' লিগ্রাম করিয়া বিচ্ছুকে গ্রেপ্তার করিবার আশা ছিল না।
আমি ং তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়া টেলিগ্রাম করি, সেই
টেলিঃ াভারে পৌছিবার পূর্ব্বেই ষ্টীমার বহুদূর অগ্রসর হইবে
বুঝিয় কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম।"

স কার বলিলেন, "আশা করি, আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিতে
বিলম্ব ই ; আপনি বোধ হয় ক্যালে বন্দরে ফরাসী পুলিশের নিকট
টেলি য়া বিচ্ছুকে সস্ত্রীক গ্রেপ্তারের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।
যাতে বন্দরে নামিবামাত্র ফরাসী-পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার
কর্ দ।"

নমর্ষ ভাবে বলিলেন, "না মহাশয়, আমি ফরাসী-পুলিশকে
টে নাই। সেখানে টেলিগ্রাম করিবার জন্য স্মিথ আমাকে
অনুরো ছিল বটে, কিন্তু আমি লর্ড ওয়ারিংটনের মতামত না
জানিয়া এ... ন্তর ব্যাপার সম্বন্ধে বিদেশী পুলিশের নিকট টেলিগ্রাম
করা সঙ্গত মনে করি নাই। আর ক্যালে বন্দরে টেলিগ্রাম করিয়াও
বিশেষ কোন ফল লাভ হইত কি না সন্দেহ।"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "আমারও তাহাই মনে হয়। আপনি
সেখানে টেলিগ্রাম করিলে কোনও সুবিধা হইত না ; অনর্থক কেবল
একটা হৈ-চৈ পড়িয়া যাইত। —আমরা আর একটা নূতন সমস্যার মধ্যে
পড়িতাম!"

সার অস্কার বলিলেন, "আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না ;
—নূতন সমস্যা কি?"

লর্ড ওয়া বলিলেন, "ফরাসী পুলিশ বিচ্ছু ও তাহার স্ত্রীকে
গ্রেপ্তার — য়ই তাহাদের জিনিস-পত্র, তাহাদের পরিচ্ছদাদি
পরীক্ষ রাং গুপ্ত রিপোর্টও তাহাদের হস্তগত হইত। লাভ

এই হইত যে, তাহা জর্ম্মান গবর্মেণ্টের হাতে না পড়ি ‍ টে য়া ফরাসী
গবর্মেণ্টের হাতে পড়িত।”

সার অস্‌কার বলিলেন, “পড়িলই বা, তাহাতে ক্ষতি কই,
এখন আমাদের বন্ধু, রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের সহযোগী।” ফ্রান্স

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন,“আপনি আমাকে অত্যন্ত সনি
করিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপার অন্য কোনও গবমে মনে
প্রকাশিত হওয়া আমি কখনও নিরাপদ মনে করি না। জর্ম্ম ‍ কট
আর রুসিয়াই হোক, কিম্বা ফ্রান্সই হোক,—শত্রু মিত্র ‍ াক,
আমাদের অপকার করিবার শক্তি আছে, তাহাদের কা ‍ দরই
রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ব্যক্ত হওয়া প্রার্থনীয় নহে। কোনও বৈদে ‍ ট
এই রিপোর্ট হস্তগত করিবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে তাহা
হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমিও তাহা বুঝিয়াছিলাম; সে
বিচ্ছু ও তাহার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ফরাসী পু ‍ আমি
করি নাই।” ‍ অনুরোধ

সার অস্‌কার অসহিষ্ণু ভাবে জিজ্ঞাসা করিলে
আপনি কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন? আপনি “তাহা হইলে
সকল দিক যাহাতে নষ্ট হয়, তাহারই সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বসিয়া,
এরূপ মনে করিতে পারি না।” ‍ করিয়াছেন—

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, একটা কিছু করিয়া ছ
গুরুতর ব্যাপারে আমি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? ‍ কি! এমন
মোটরে চাপিয়া এখানে আসিবার সময় টেলিগ্রাফ আ ‍ মি ডাক্তারের
দুইখানি টেলিগ্রাম পাঠাইয়া আসিয়াছি। প্রথম ‍ গিয়াছিলাম;
এলড্রিজের ষ্টেশন-মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়া, ‍ গ্রামখানিতে
কোনও ভদ্রলোক সস্ত্রীক ১০টা ৫ মিনিটের ট্রেণে ডো ‍ মধারী

য়াছে কি না, এবং তাহাদের সঙ্গে যে দু'টি পোর্টম্যাণ্টো আছে, তাহাতে বার্লিনের ঠিকানাযুক্ত লেবেল আঁটা আছে কি না? আমি কয়েক মিনিট পূর্ব্বে এই টেলিগ্রামের উত্তর পাইয়াছি! ষ্টেশন-মাষ্টার লিখিয়াছেন, একজন পাদরী ও একটী মহিলা; সম্ভবতঃ উক্ত পাদরীর স্ত্রী, দশটার সময় ষ্টেশনে আসিয়া ১০টা ৫ মিনিটের ট্রেণে ডোভারে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদের পোর্টম্যাণ্টোতে যে লেবেল ছিল, তাহাতে লেখা ছিল— 'মিল্‌নার,—বার্লিনের যাত্রী।"

সার অস্‌কার সবিস্ময়ে বলিলেন, "পাদরী ও তাহার স্ত্রী!—পাদরী কোথা হইতে আসিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হতভাগা ডাকাতটা এবার পাদরী সাজিয়া আসরে নামিয়াছে! ধার্ম্মিকের পরিচ্ছদ অনেক পাপ ঢাকিয়া রাখিতে পারে। যাহা হউক, আমার দ্বিতীয় টেলিগ্রাম ডোভারে জাহাজের আফিসে কোনও পরিচিত লোকের নিকট পাঠাই; তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, বার্লিনগামী প্যাসেঞ্জার মিঃ ও মিসেস্ মিল্‌নার সকালের ষ্টীমারে ক্যালে যাত্রা করিয়াছে কি না।—এই দ্বিতীয় টেলিগ্রামেরও উত্তর আসিয়াছে।—উহারা জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে ক্যালে বন্দরে যাত্রা করিয়াছে।"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "তাহা হইলে রিপোর্ট-চোরই যে মিল্‌নার নাম ধারণ করিয়া, পাদরীর ছদ্মবেশে সমুদ্র পার হইয়া বার্লিনে চলিয়াছে, এ বিষয়ে আপনার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়াছি।"

স্যার অস্‌কার হতাশ ভাবে বলিলেন, "আপনি শুধু এইটুকু করিয়াছেন,—আর কিছু নয়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না।"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "বিনা উদ্দেশ্যে আপনি নিশ্চয়ই এ সন্ধান

জন নাই। এখন বলুন, আপনার উদ্দেশ্যটি কি? আপনি কি মতলব স্থির করিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দেশে আমার সকল চেষ্টা বৃথা হইল, আমি বিচ্ছুকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলাম না; অথচ বিদেশীয় পুলিশের সাহায্যে তাহাকে গ্রেপ্তার করাও সঙ্গত মনে হইতেছে না। সুতরাং এ অবস্থায় আমার যাহা সাধ্য তাহাই করিব। আমি বিচ্ছুর অনুসরণ করিব। হাঁ, বার্লিন পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিব। তাহার পর সে জর্ম্মান গবর্মেণ্টের হস্তে সেই গুপ্ত রিপোর্ট প্রদান করিবার পূর্ব্বেই আমি, ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া পারি, তাহা হস্তগত করিব।"

লর্ড ওয়ারিংটন মাথা নাড়িয়া অবিশ্বাস ভরে বলিলেন, "আপনি যে তাহা পারিবেন—ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। তবে রবার্ট ব্লেকের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হই নাই।"

মিঃ ব্লেক নম্রভাবে বলিলেন, "কাজটি অত্যন্ত কঠিন বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিব না। বিচ্ছু অত্যন্ত ধূর্ত্ত, অসাধারণ ফন্দিবাজ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার শক্তি যে আদৌ আমার নাই, এরূপ মনে করি না।"

সার অস্কার বলিলেন, "তা থাকিতে পারে, আপনার যোগ্যতা আমরাও অস্বীকার করি না; কিন্তু আপনি কিরূপে সেই দস্যুর অনুসরণ করিবেন?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "ইহা কি এতই কঠিন? আমি অবিলম্বে ক্যালে যাত্রা করিব।"

সার অস্কার বলিলেন, "সে কথা ত বুঝিলাম; কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না, ডোভার হইতে ১২টা ৫ মিনিটের পূর্ব্বে কোনও ষ্টীমার ক্যালে বন্দরে যাত্রা করিবে না।—১২টা ৫ মিঃ ডোভার ছাড়িলেও,

সেই ষ্টীমার ক্যালে পৌঁছিতে প্রায় দুইটা বাজিবে। বিচ্ছু যে ষ্টীমারে ক্যালে যাত্রা করিয়াছে, সেই ষ্টীমার আর পনের বিশ মিনিটের মধ্যে ক্যালে বন্দরে ভিড়িবে। সে বন্দরে পদার্পণ করিয়াই বার্লিনগামী ট্রেণ পাইবে; সেই ট্রেণে ব্রুসেল্‌স্‌ ও কলোন্‌ দিয়া নির্ব্বিঘ্নে বার্লিনে উপস্থিত হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি একটা কথা ভুলিয়াছেন;—আপনার বোধ হয় স্মরণ নাই যে, ষ্টীমার ক্যালে বন্দরে উপস্থিত হইবামাত্র ট্রেণ ষ্টেশন হইতে যাত্রা করে না।—আমি ঠিক জানি, বেলা স-একটার পূর্ব্বে সে ট্রেন বন্দর ত্যাগ করিবে না। বিচ্ছুকে ক্যালে বন্দরে অন্ততঃ এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে।"

সার অস্‌কার বলিলেন, "স্বীকার করিলাম, আপনার কথাই ঠিক; কিন্তু তাহা হইলেও ত সে বেলা-স-একটার সময় ক্যালে হইতে যাত্রা করিতে পারিবে,—আপনি যে দুইটার পূর্ব্বে সেখানে পৌঁছিতেই পারিবেন না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার এ অনুমান সত্য নহে; আমি পৌনে একটার সময়েই ক্যালে বন্দরে উপস্থিত হইব।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সার অস্‌কার মীড্‌ এবং লর্ড ওয়ারিংটন উভয়েই অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন; তাঁহারা হা করিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন!—মিঃ ব্লেকের কথা তাঁহাদের বিশ্বাস হইল না।

ক্ষণকাল পরে সার অস্‌কার বলিলেন, "আপনি যে কি বলিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! আপনি কি মন্ত্রবলে পৌনে একটার সময় ক্যালে বন্দরে উপস্থিত হইবেন?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "মন্ত্রবলে না পারি, উড়িয়া যাইতে ত পারিব। আপনার এখানে তিনখানি দ্রুতগামী খ-পোত আছে। আমি

খ-পোত চালনে কিরূপ অভিজ্ঞ, তাহা বোধ হয় আপনি জানেন না। আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না? কেবল আমি নহি—আমার সহকারী স্মিথও এ বিদ্যায় সুপণ্ডিত। (ঘড়ি খুলিয়া)—এখনও বারোটা বাজিতে দুই এক মিনিট বাকি আছে। আমরা খুব তাড়াতাড়ি করিলে স-বারটার সময় খ-পোতে এখান হইতে যাত্রা করিতে পারি। আমার বিশ্বাস, আপনার যে কোনও খ-পোত আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদিগকে সাগর-পারে লইয়া যাইতে পারিবে। আপনি আপনার একখানি খ-পোত আমাদের জন্য প্রস্তুত করিতে বলুন; আমি ঠিক বলিতেছি—তাহাতে উঠিয়া পৌনে একটার সময় আমরা নিশ্চয়ই ক্যালে বন্দরে উপস্থিত হইব। সুতরাং বার্লিনগামী ট্রেণে বিচ্ছুর অনুসরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে না।"

সার অস্কার আনন্দে উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলেন। লর্ড ওয়ারিংটনও অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইলেন; নিরাশার গভীর অন্ধকারের মধ্যে তিনি আশার ক্ষীণ আলোক দেখিতে পাইলেন।

সার অস্কার সোৎসাহে বলিলেন, "আপনি অতি চমৎকার ফন্দী করিয়াছেন!—তাই ত, এই সোজা কথাটা এতক্ষণ আমাদের মাথাতেই প্রবেশ করে নাই। আর কি করিয়াই বা করিবে? আপনি যে এমন সুদক্ষ খ-পোতচালক, তাহা ত জানিতাম না! আপনি এখানে আসিয়াই যদি এ কথা আমাকে বলিতেন, তাহা হইলে ত এতখানি সময় নষ্ট হইত না, কোন্ কালে আপনি এখান হইতে যাত্রা করিতে পারিতেন। আমার হেড্ মিস্ত্রীকে সংবাদ দিলে এতক্ষণ সে কোনও একখানি খ-পোত যাত্রার উপযোগী করিয়া রাখিতে পারিত। আপনি এই আধ ঘণ্টা সময় অনর্থক নষ্ট করিলেন!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আপনি কি আমাকে এতই বেকুব মনে করেন? আমি এখানে আসিয়াই আপনার হেড্ মিস্ত্রীকে একখানি

খ-পোত যাত্রার জন্ত প্রস্তুত রাখিতে আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছি। স্মিথ যখন সোৎসাহে আপনার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, সেই সময় আপনি ব্যাপার কি জানিতে চাহিয়াছিলেন; তদুত্তরে আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম—আপনি শীঘ্রই জানিতে পারিবেন। স্মিথকে আমি বলিয়াছিলাম,—আমরা উভয়ে খ-পোতে সাগর পার হইব। এই কথা শুনিয়া ছোকরা ভারি খুসী হইয়াছিল। আপনি এই গুরুতর রাজ-কার্য্যে আপনার একখানি খ-পোত আমাদের ব্যবহারের জন্ত ছাড়িয়া দিতে আপত্তি করিবেন না—ইহা বুঝিয়াই আমি স্মিথকে হেড মিস্ত্রীর নিকট পাঠাইয়াছি,—বলিয়া দিয়াছি, সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী খ-পোতখানি যত শীঘ্র সম্ভব যেন মাঠে (Flying ground) লইয়া যাওয়া হয়।"

সার অস্‌কার আবেগ ভরে বলিলেন, "চমৎকার আপনার বন্দোবস্ত! অদ্ভুত আপনার দূরদৃষ্টি! পরমেশ্বর আপনার চেষ্টা সফল করুন।"

লর্ড ওয়ারিংটন বলিলেন, "ইহা ভিন্ন পরমেশ্বরের নিকট আমার অন্ত প্রার্থনা নাই। আপনার সংকল্পসিদ্ধির উপর আমাদের মঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। আপনি আর বিলম্ব করিবেন না।—আমার মানসিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি বুঝাইবেন কি? আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। আমি আর বিলম্ব করিব না, আপনি মন স্থির করুন; আমার যাহা সাধ্য—তাহার ত্রুটি হইবে না।"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া সার অস্‌কারের সহিত কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন; খ-পোত পরিচালন করিবার জন্ত যে পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়—তাহা কিছু স্বতন্ত্র। সার অস্‌কার তাঁহাকে এক সেঠ সেই পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন। সাজসজ্জা শেষ করিতে বারটা দশ মিনিট হইল। অনন্তর ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া ঠিক সওয়া-বারটায় একখানি উৎকৃষ্ট খ-পোতে উঠিয়া চালকের আসনে উপবেশন করিলেন। এই খ-পোত

খানি যেরূপ বৃহৎ, সেইরূপ বেগবান; স্মিথ মিঃ ব্লেকের পশ্চাৎস্থিত আসনে উপবিষ্ট হইল।

মিঃ ব্লেক একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া খ পোতের পরিচালন-যন্ত্রে হস্তার্পণ করিলেন; চক্ষুর নিমিষে খ-পোত প্রসারিত পক্ষে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সার অস্কার নির্নিমেষ নেত্রে মিঃ ব্লেকের খ-পোত-চালন-কৌশল নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, সহর্ষে বলিলেন, "বিদায় বন্ধু! পরমেশ্বর আপনার চেষ্টা সফল করুন। আপনি কৃতকার্য্য হইলে নিশ্চয়ই আমাদের মহোপকার সাধন করিবেন। আপনার আর বিলম্ব কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, বিলম্ব নাই; ছাড়িয়া দিতে পারি?"

সার অস্কার বলিলেন, "নিশ্চয়ই।"

যাহারা মুক্তপক্ষ খ-পোতখানি ধরিয়া রাখিয়াছিল, মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে তাহারা তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল; মুহূর্ত্ত মধ্যে বিশালকায় খ-পোত হেলিয়া-দুলিয়া ঊর্দ্ধে উঠিল; তাহার পর দুই একবার ঘুরিয়া বায়ুবেগে সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল। সার অস্কার বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন! তিনি বুঝিলেন মিঃ ব্লেক বৃথা আস্ফালন করেন নাই; ঠিক সময়েই তিনি ক্যালে বন্দরে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

মিঃ ব্লেক পলাতক দস্যুর অনুসরণ করিলেন বটে,—কিন্তু ইহার পরিণাম কি—তাহা তিনিও অনুমান করিতে পারিলেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক যে দিন খ-পোতে ক্যালে বন্দরের অভিমুখে যাত্রা করেন, সে দিন আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ ছিল না ; বায়ু স্থির এবং খ-পোত-চালনের সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল ; এমন পরিস্কার দিনে মিঃ ব্লেকের ন্যায় সুদক্ষ খ-পোত-চালক, সার অস্‌কারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খ-পোতের সাহায্যে গগন-বিহারে প্রবৃত্ত হইয়া সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই নিরাপদে যথাস্থানে উপনীত হইবেন এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? মিঃ ব্লেক ঘণ্টায় প্রায় আশি মাইল বেগে খ-পোতখানি পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

পাঠক পাঠিকাগণ হয় ত মনে করিতেছেন, মিঃ ব্লেক নিশ্চয়ই তাঁহার সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন, যথাসময়ে ক্যালে বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতাম। কিন্তু দৈবের কথা কেহই বলিতে পারে না ; দৈবের প্রতিকূলতা অনিবার্য্য। মিঃ ব্লেক সকল সুবিধা পাইয়াও নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার এই গগন-বিহার শেষ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে অতি ভীষণ বিপদে নিপতিত হইতে হইল।—কিরূপ বিপদ বলিতেছি।

সার অস্‌কার মীডের ট্রানমায়ার কাসল হইতে ক্যালে বন্দরের দূরত্ব প্রায় ত্রিশ মাইল। মিঃ ব্লেক মহাবেগে খ-পোত পরিচালিত

করিয়া ত্রিশ মিনিটেরও কম সময়ে পঁচিশ মাইল প শঅতিক্রম করিলেন! পাঁচ মাইল পথ বাকি থাকিতে তিনি খ-পে তর বেগ হ্রাস করিয়া, বন্দরের কোন্ স্থানে অবতরণ করিবেন দূরবীক্ষণ-সহ-যোগে তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; এমন সময় স্মিথ তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল! মিঃ ব্লেক তাহার কাতর চীৎকারে বিস্মিত হইয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার দূরবীণটা হাত হইতে খসিয়া পড়িল! তিনি ভীতি-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন—তৈলাধার (petrol tank) হইতে অগ্নির লেলিহান্ সুদীর্ঘ জিহ্বা রক্ত-পতাকার ন্যায়, বায়ুমণ্ডলের দিকে প্রসারিত হইতেছে! মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তে আত্ম-সংবরণ করিয়া খ-পোতের মোড় ঘুরাইয়া লইলেন; সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য খ-পোতখানি ইংলিশ উপসাগরের উর্দ্ধদেশে লইয়া যাইবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু চক্ষুর নিমিষে একটি ভীষণ শ্রবণ-বিদারক মহাশব্দে তিনি চমকিয়া উঠিলেন;—যেন গগন-পথে শত বজ্র একত্র ধ্বনিত হইল, যেন ডিনামাইটের স্ফূরণে ভূধর-শৃঙ্গ চূর্ণ হইল! মিঃ ব্লেক স্তম্ভিত হৃদয়ে দেখিলেন, সুপ্রশস্ত তৈলাধার বোমার মত ফাটিয়া শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া শূন্যে বিক্ষিপ্ত হইল; অগ্নিগর্ভ খ-পোতখানি জ্বলিতে জ্বলিতে নক্ষত্রবেগে সমুদ্র-বক্ষে নিপতিত হইতেছিল! ভয়ে তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন; স্মিথ তখন মূর্চ্ছিত-প্রায়!

পর মুহূর্ত্তে যে কি ঘটিল, তাহা মিঃ ব্লেক বা স্মিথ কেহই ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। পাঠক, তাঁহাদের তখনকার মানসিক অবস্থা কল্পনা করুন; ভাষায় তাহা প্রকাশিত হইবার নহে।—খ-পোতখানি সমুদ্রবক্ষে নিপতিত হইবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে তাঁহারা উভয়েই জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কয়েক মিনিটের কথা তাঁহাদের স্মরণ ছিল না। যখন তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান

ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা সমুদ্রে ভাসিতেছেন! মিঃ ব্লেক ও স্মিথ পরস্পরের নিকটেই ছিলেন। তাঁহারা সন্তরণ দিতে দিতে ভাসমান খ-পোতের পাশ দিয়া চলিলেন।

মিঃ ব্লেক রুদ্ধনিশ্বাসে স্মিথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্মিথ, আজ আমাদের জীবনের একটি স্মরণীয় দিন; কিন্তু স্মরণ রাখিও ইহা স্বদেশের মঙ্গলের জন্য।—এ জন্য মরিতেও আপত্তি নাই। ভয় পাইও না। অধিক আহত হইয়াছ কি ?"

স্মিথ অত্যন্ত সন্তরণপটু; অগাধ জলে সাঁতার কাটিতে কাটিতে তাহার মনের অবসাদ দূর হইয়াছিল, তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহ ফিরিয়া আসিতেছিল;—সে বলিল, "না কর্ত্তা, একটুও আঘাত পাই নাই. তবে নাকে মুখে খানিক জল ঢুকিয়াছিল মাত্র; কিন্তু এ রকম নাকানি-চুবানী পূর্ব্বেও দুই একবার খাইয়াছি, অভ্যাস আছে। * মুখে খানিকটা আগুনের তাত লাগিয়াছিল।—আপনি কেমন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মন্দ কি ? না ডুবিলে বাঁচিব; তবে মরিবার ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সুযোগ পূর্ব্বে নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে জন্য বেশী সময় আক্ষেপ করিবার ফুরসৎ হইবে না!"

স্মিথ বলিল, "সেই জন্যই ত গোটাকতক কথা বলিয়া লইতেছি, যতক্ষণ পারি।—ব্যাপারটা হইয়াছিল কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তেলের জালাটায় বোধ হয় কোথাও একটু ছিদ্র হইয়াছিল। ইঞ্জিন হইতে আগুনের একটা ফুল্‌কি সেইখানে গিয়া পড়াতেই এই অনর্থ ঘটিয়াছে। ছিদ্র-নিঃসৃত বাষ্পে আগুন লাগিয়া জালাটাকে বোমার মত ফাঁসাইয়া দিয়াছে।"

---

* রহস্য-লহরীর উপাখ্যানমালার তৃতীয় উপাখ্যান রূপসী বোম্বেটের মধ্যে এইরূপ একটি মর্ম্মভেদী ভীষণ ঘটনার কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

স্মিথ বিজ্ঞের মত গম্ভীর হইয়া বলিল, "হাঁ, আমারও তাহাই মনে হইতেছে।—কিন্তু কি কুক্ষণেই খ-পোতে উঠিয়াছিলাম! (বৃহস্পতিবারের বার বেলা নহে ত? —সম্পাদক)। আর বন্দরে উঠিয়া বিস্কুর অনুসরণের আশা নাই। এখন হাঙ্গরে আমাদের অনুসরণ না করিলেই মঙ্গল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কথাটা মিথ্যা বল নাই। হাঙ্গরে যা পারে করুক, কিন্তু বড়ই দুঃখ থাকিল যে, বিস্কুটার সঙ্গে ট্রেণে চাপিতে পারিলাম না। ব্যাপার অনেক দূর গড়াইবে জানিতাম; কিন্তু সমুদ্রে এ ভাবে গড়াইতে হইবে, তা কল্পনাও করি নাই।"

স্মিথ দার্শনিকের মত বলিল, "কল্পনাতীত অনেক ব্যাপার বাস্তব জগতে ঘটিয়া থাকে,—আমরাই তার সাক্ষী।"

ছোকরা কি বদ্‌রসিক!—কোথায় যিশু খৃষ্টের নাম স্মরণ করিয়া স্বর্গের দরজা খুলিবার চেষ্টা করিবে, না দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা!—শ্মশানে বসিয়া বাসর-ঘরের গান!

আবার কয়েক মিনিট উভয়ে নিঃশব্দে সাঁতার দিলেন। তাহার পর মিঃ ব্লেক প্রথমে কথা কহিলেন; বলিলেন, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি এমন বিপদেও আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।"

জ্যাঠা ছোকরা বলিল, "প্রাণরক্ষা করিলেন আর কৈ? এখনও ত বিপদের সাগরে ভাসিতেছি; সাঁতার দিয়া কি কূল পাইব? আপনি বিজ্ঞ হইয়া রক্ষা পাইবার পূর্ব্বেই পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন? উপকূল এখান হইতে পাঁচ মাইলের ত কম নহে! আমি এই ভারী কাপড়-চোপড়ে জবড়জঙ্গ হইয়া উঠিয়াছি—গায়ে যেন বিশ মন পাথর বাঁধা আছে!—আর বেশী সময় যে সাঁতার দিতে পারিব, এমন বোধ হইতেছে না; এখন তলাইতেই যে বিলম্ব! আমি পাতালে গিয়া বিশ্রাম করি,—আর পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সাঁতারে তুমি খুব দক্ষ, তবে এত শীঘ্র হা'ল ছাড়িতেছ কেন?—ভয় নাই, আমাদের আর বেশী সময় সাঁতার দিতে হইবেনা; নিকটেই জাহাজ আছে—একখানি নয়, অনেকগুলি। আমরা কোন না কোন জাহাজে আশ্রয় পাইব। আমাদের এই বিভ্রাট অনেকেই দেখিয়াছে।—পরমেশ্বর আমাদের রক্ষা করিবেন; একটি রাজ্যের মঙ্গল যাঁহার উপর নির্ভর করে, এত সহজে তাহার জীবন যায় না।"

মিঃ ব্লেকের অনুমান সত্য। দশ বারখানি জাহাজের ডেক হইতে লোকে এই বিভ্রাট দেখিতে পাইয়াছিল। বন্দরেরও অনেক লোক ইহা দেখিয়াছিল। খ-পোত সমুদ্র-বক্ষে নিপতিত হইবামাত্র পাঁচ ছয়-খানি জাহাজ সেই দিকে আসিতে লাগিল; তন্মধ্যে দুইখানি জাহাজ বন্দর হইতে আসিতেছিল।

সর্ব্বপ্রথমে যে জাহাজখানি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল, সেখানি তেমন বড় জাহাজ নহে; ইংরাজিতে যাহাকে Steam yacht বলে তাহাই। এই জাহাজখানির অধিকারীর নাম—কর্ণেল হাওয়ার্ড। কর্ণেল হাওয়ার্ড ইংলণ্ডে অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি নহেন। সুদক্ষ শিকারী বলিয়া দেশ জুড়িয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল; এবং এই উপলক্ষে ইংলণ্ডের অনেক বড়লোকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। কর্ণেল হাওয়ার্ড সে সময় জাহাজেই ছিলেন; মিঃ ব্লেকের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সৌহৃদ্য ছিল। জাহাজখানি ভাসমান খ-পোতের সান্নিধ্যে আনীত হইলে, কর্ণেল হাওয়ার্ডের আদেশে জাহাজ হইতে জলে রশি ফেলিয়া দেওয়া হইল। সেই দড়ি ধরিয়া অগ্রে মিঃ ব্লেক—তাঁহার পশ্চাতে স্মিথ জাহাজে উঠিলেন।

মিঃ ব্লেককে দেখিয়াই কর্ণেল হাওয়ার্ড বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন; মুহূর্ত্তকাল তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। তাহার পর তিনি বলিলেন, "ব্লেক, তুমি? তুমি এমন বিপন্ন হইয়াছিলে! কি আশ্চর্য্য,—আমি যে আমার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না!"

স্মিথ বলিল, "আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণী কি মহাশয়ের নজরে পড়িল না?—না, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন?"

কর্ণেল স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাকে? না,—তোমাকে ভুলিব কেন স্মিথ?—কিন্তু এ কি ব্যাপার। তোমরা এ যাত্রা খুব বাঁচিয়া গিয়াছ দেখিতেছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে তোমারই অনুগ্রহে। তুমি জাহাজ লইয়া এখানে আসিতে আর পাঁচ মিনিট বিলম্ব করিলে সমুদ্র-গর্ভেই আমরা সমাহিত হইতাম।"

কর্ণেল বলিলেন, "পরমেশ্বর রক্ষা করিয়াছেন। তোমরা যে খ-পোতে ছিলে, ইহা আমার কল্পনারও অতীত! যাহা হউক, এখন তোমাদের জন্য কি করিতে হইবে বল দেখি।—তোমাদের খ-পোতখানা উদ্ধার করাই কি প্রধান কার্য্য নহে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, ওখানিকে আমরা খরচ লিখিয়া রাখিয়াছি। অনেক টাকার জিনিস বটে, কিন্তু উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে. উহার দিকে মন দিলে অনেক জরুরী কাজ নষ্ট হইবে।"

কর্ণেল বলিলেন, "তোমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না। তা হোক, সে সকল কথা পরে হইবে। এখন আমার কেবিনে চল, ভিজা পোসাকগুলা ছাড়িয়া ফেল, তোমরা শীতে কাঁপিয়া মরিলে যে।"

"মরিতে আর পারিলাম কৈ?"—বলিয়া মিঃ ব্লেক কর্ণেল হাওয়ার্ডের সঙ্গে কেবিনে চলিলেন। স্মিথ সিক্ত মার্জ্জারের ন্যায় জড়-সড় হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

কেবিনে প্রবেশ করিয়া কর্ণেল মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "তুমি কাপড়-চোপড়গুলা ছাড়িতে ছাড়িতে ব্যাপারখানা কি সংক্ষেপে বলিয়া ফেল, কোথায় তোমাদের নামাইয়া দিতে হইবে সে কথা পরে শুনিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই কথাটাই আগে শোন। আমাকে অতি শীঘ্র ক্যালে বন্দরে নামাইয়া দিতে পারিবে?"

কর্ণেল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যালে বন্দরে কি দরকার?—চোর ডাকাতের অনুসরণ করিবে না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুমান সত্য: কিন্তু সকল কথা তোমার মত বন্ধুজনের নিকটেও প্রকাশ করিতে বাধা আছে। তবে এইমাত্র জানিয়া রাখ, আমি গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে একটা তদন্তে চলিয়াছি; যদি আমার উদ্দেশ্য সফল না হয়—তাহা হইলে আমাদের যথেষ্ট অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে! আমি যে ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছি, সে স-একটার ট্রেণে ক্যালে ছাড়িবে। আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য উৎসুক নহি, কিন্তু তাহার অনুসরণ না করিলেই নয়।—স-একটার ট্রেণ ক্যালে ছাড়িবার পূর্ব্বে আমাদিগকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে না?— পারিতেই হইবে।"

কর্ণেল হাওয়ার্ড পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া সময় দেখিলেন; তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সময় অত্যন্ত কম,ট্রেণ ধরিতে পারিবে কি না সন্দেহ: তবে আমি চেষ্টার ত্রুটী করিব না।—তুমি মুহূর্ত্তকাল এখানে অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"

কর্ণেল হাওয়ার্ড দ্রুতপদে সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং জাহাজের কাপ্তেনকে কি আদেশ করিলেন। কাপ্তেন তৎক্ষণাৎ কল-ঘরে টেলিগ্রাম করিয়া দিল।—তাহার পর কর্ণেল মিঃ ব্লেকের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া জাহাজের সেতুর উপর আসিলেন।—জাহাজ তখন পূর্ণ বেগে ক্যালে বন্দরের অভিমুখে পরি-চালিত হইতেছিল!

কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কর্ণেল হাওয়ার্ড নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে

জাহাজখানি বন্দরে ভিড়াইতে পারিলেন না ; বন্দর হইতে জাহাজ যখন প্রায় বিশ গজ দূরে, সেই সময় ষ্টেশনের ভিতর হইতে বংশীধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল !—কর্ণেল ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, স-একটা বাজিয়া গিয়াছে।—দেখিতে দেখিতে স-একটার ট্রেণ প্ল্যাট্ফর্ম্ম হইতে বাহির হইয়া মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইল !

কর্ণেল হাওয়ার্ড বিষণ্ণ বদনে বলিলেন, "অল্পের জন্য ট্রেণ 'মিস্' করিতে হইল। কি আপ্‌শোষ! তুমি ত ভাই দেখিলে, যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি করিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি চেষ্টার ত্রুটি কর নাই, এ জন্য আমি তোমার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি এখনও হতাশ হই নাই ; ট্রেণ পাইলাম না বলিয়া কি হাল ছাড়িয়া দিব ? তা কখনও হইবে না !"

কর্ণেল হাওয়ার্ড বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি এখন কি করিবে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "স্পেশাল্ ট্রেণ ভাড়া করিতে হইবে। আমি যে লোকটার অনুসরণ করিতেছি, সে ব্রুসেল্‌স্ ও কলোনের পথে বার্লিনে যাইতেছে।—সে আজ বেলা ৪টা ৪১ মিনিটে ব্রুসেলস্ পৌছিবে;সেখান হইতে কলোনের ট্রেণ সন্ধ্যা স-পাঁচটায় ছাড়িবে। বিশেষতঃ সে লাইনে ট্রেণ বদল না করিয়া ব্রুসেল্‌স্‌এ যাইতে পারিবে না। তদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেশনেও ট্রেনের খানিক বিলম্ব হইবে। এ অবস্থায় আমি যদি একখানি স্পেশাল্ ট্রেণ লইয়া উহার অনুসরণ করি—তাহা হইলে ব্রুসেল্‌স্‌এ গিয়া উহাকে ধরিতে পারিব। স্পেশাল্ ট্রেণ ত কোনও ষ্টেশনে থামিবে না।"

কর্ণেল হাওয়ার্ড বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি! স্পেশাল্ ট্রেণ লইয়া ক্যালে হইতে ব্রুসেল্‌স্ যাইবে ?—সে যে বহুৎ টাকার কাজ !—

খরচের কথা উত্থাপন করিলাম, সেজন্য কিছু মনে করিও না ; তোমার সঙ্কল্পে বাধা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই টাকা নাই ; সমুদ্রে পড়িয়া যে ডুবিতে ডুবিতে বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে নগদ টাকা থাকিবার সম্ভাবনা নাই! তাই বলিতেছিলাম—স্পেশাল্ ট্রেণ ভাড়া করিতে অগ্রিম যে টাকা জমা দিতে হইবে,—তাহা কিরূপে জোগাড় করিবে ? আমার কাছে নগদে ও নোটে প্রায় তিন হাজার টাকা আছে ; তোমার আবশ্যক হইলে সে টাকাগুলি লইতে পার।"

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিলেন, "তুমি বন্ধুর মত কথাই বলিয়াছ,—টাকা কর্জ্জ করিবার আবশ্যক হইলে আমি অসঙ্কোচে তোমার নিকট এ টাকা লইতাম ; কিন্তু আমার টাকার অভাব হইবে না। আমার সঙ্গে আমার চেক বহি আছে, টাকার জন্য চিন্তা কি ?"

কর্ণেল বলিলেন, "ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যদি তোমার চেক লইতে রাজী না হয়, তখন কি করিবে ?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তখন আমি নিজের পরিচয় দিব ; তাহা হইলে আর তাহাদের আপত্তি হইবে না।"

কর্ণেল আর কোন কথা বলিলেন না। জাহাজ জেটিতে ভিড়িলে মিঃ ব্লেক কর্ণেলের নিকট বিদায় লইয়া স্মিথ সহ তীরে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা তীরে পদার্পণ করিবামাত্র শুল্ক বিভাগের দুইজন কর্ম্মচারী তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল! মিঃ ব্লেক তাহাদিগকে বলিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে কোনও লটবহর নাই, শুল্ক দিবেন এমন কোন জিনিসও তাঁহারা লইয়া আসেন নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে আটক করিয়া কোনও ফল নাই।—শুল্ক আফিসের কর্ম্মচারীরা অগত্যা তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তাঁহারা ষ্টেশনে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ ব্লেক ষ্টেশন-মাষ্টারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ফরাসী ভাষায়

বলিলেন, "মহাশয়, আমাকে একখানি স্পেশাল্ ট্রেণ দিতে হইবে—ব্রুসেল্‌স যাইব।—দয়া করিয়া বিলম্ব করিবেন না।"

ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন, "এই মুহূর্ত্তেই আপনি স্পেশাল্ ট্রেণ চান? অসম্ভব! অসম্ভব!—স্পেশাল্ ট্রেণ ভাড়া করিতে হইলে কয় ঘণ্টা পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক, তা জানেন না কি?"

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "অসম্ভব বলিলে চলিতেছে না। আমি যেমন করিয়া হোক—স্পেশাল ট্রেণ চাই-ই। এই মুহূর্ত্তেই চাই। আমার চেক বহি সঙ্গেই আছে; কত টাকা লাগিবে বলুন, এখনই চেক কাটিয়া দিতেছি।"

ষ্টেশন-মাষ্টার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমরা বিদেশীর নিকট নগদ টাকা ভিন্ন চেক লই না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"কিন্তু সেই বিদেশী যদি সুপ্রসিদ্ধ বৃটীশ ডিটেক্‌টিভ—মিঃ রবার্ট ব্লেক হন—তাহা হইলেও কি আপনারা বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকট হইতে চেক লইবেন না?"

মিঃ ব্লেকের নাম শুনিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মিঃ ব্লেকের নাম তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; বিশেষতঃ রাজকার্য্যে তিনি মধ্যে মধ্যে ফরাসী দেশে আসিতেন, এবং ফরাসী গবর্মেণ্টকেও অনেক সময় তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়, এ সকল কথা ষ্টেশন-মাষ্টার জানিতেন। তাঁহার ন্যায় গবর্মেণ্টের নিকট সম্মানিত, শক্তিশালী ব্যক্তির সঙ্কল্পে বাধা দান করিতে ষ্টেশন-মাষ্টারের সাহস হইল না। চাকরীর ভয় বড় ভয়!

ষ্টেশন-মাষ্টার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনিই কি মিঃ রবার্ট ব্লেক?—আমি আপনাকে চিনিতাম না! অন্যের সম্বন্ধে যাহাই হউক; আপনার প্রার্থনা আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।"

ষ্টেশন-মাষ্টার ঝড়ের মত বেগে বাহির হইলেন, এবং দুই মিনিটের মধ্যেই সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া মিঃ ব্লেকের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন; তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার কোনও চিন্তা নাই, পনের মিনিটের মধ্যেই আপনার স্পেশাল্ ট্রেণ প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে আসিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ধন্যবাদ।—চেকখানি আপনাকে দিয়া রাখি।"

মিঃ ব্লেক একখানি চেকে টাকার অঙ্ক ফেলিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন, অনন্তর প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে আসিয়া স্পেশালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সময়টুকুরও তিনি সদ্ব্যয় করিতে ছাড়িলেন না। ষ্টেশনের কর্ম্মচারিগণকে তিনি বিচ্ছুর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পাঁচ ছয় জন তাঁহার প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারিলনা।—বিচ্ছুর মত কত আরোহী স-একটার ট্রেণে চলিয়া গিয়াছে, কে তাহার সন্ধান রাখিয়াছে?

অবশেষে মিঃ ব্লেক একজন জমাদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডোভারের ষ্টীমার হইতে আরোহীরা নামিয়া যখন স-একটার ট্রেণে চাপিয়াছিল—তখন তুমি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে ছিলে কি?"

জমাদার বলিল, "হাঁ, মসিয়ে।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলিতে পার জমাদার! ডোভারের জাহাজে যে সকল প্যাসেঞ্জার এই বন্দরে নামিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কোন ইংরাজ পাদরীকে দেখিয়াছিলে কি না? পাদরীর পোষাক দেখিলেই চিনিতে পারা যায়।"

জমাদার বলিল, "হাঁ, মসিয়ে! একজন ইংরাজ পাদরীকে দেখিয়াছিলাম বটে! তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীও ছিলেন।—আমিই তাঁহাদের লগেজ বহিয়া লইয়া আসি।"

মিঃ ব্লেক সোৎসাহে বলিলেন, "বটে? তা তাদের সঙ্গে কি কি লগেজ্ ছিল?"

জমাদার বলিল, 'দুইটি ছোট পোর্টম্যান্টো আর একটা গাঁটরী।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পোর্টম্যান্টোতে যে লেবেল আঁটা ছিল—তাহাতে পাদরী সাহেবের নাম দেখিয়াছিলে কি?"

জমাদার বলিল, "হাঁ, নাম লেখা ছিল বৈ কি। কিন্তু নামটা আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না—নামের গোড়াটা হিল্—মিল্—দাঁড়ান, মনে করি। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) হাঁ, মনে পড়িয়াছে—পাদরী সাহেবের নাম—মিল্নার।"

মিঃ ব্লেক উৎসাহ দমন করিয়া বলিলেন, "পাদরী প্রভু কোথায় যাইতেছিলেন?"

জমাদার বলিল, "বার্লিনে।"

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহারা কি স-একটার ট্রেণেই চলিয়া গিয়াছেন?"

জমাদার বলিল, "হাঁ, মসিয়ে। তাঁহারা ভোজনাগারে গিয়া প্রথমে পেট ভরিয়া খাইয়া লন, আমি তাঁহাদের লগেজ লইয়া অপেক্ষা করিতে-ছিলাম। তাঁহারা খাইতে খাইতে শুনিতে পাইলেন,—একখানি 'এরোপ্লেনে' আগুন লাগিয়া তাহা সমুদ্রে পড়িয়াছে।—তাঁহারা এই কথা শুনিয়াই কাঁটা চামচে ফেলিয়া, ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বন্দরের জেঠির দিকে ছুটিলেন। দেখিতে দেখিতে সেখানে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল।—ট্রেণ ছাড়িবার অল্পক্ষণ পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত তাঁহারা জেঠিতেই [illegible] ছিলেন। ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা পাড়িলে তাঁহারা তাড়াতাড়ি প্লাটফর্ম্মে আসিয়া ট্রেণে চাপিলেন।"

— [illegible] "তুমি তাঁহাদিগকে সেই ট্রেণেই যাইতে

জমাদার বলিল, "বাঃ।—তা আর দেখি নাই? আমি গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিলে তাঁহারা গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, তখন আমিই তাঁহাদের লগেজ্ তুলিয়া দিলাম।"

মিঃ ব্লেক জমাদারকে কিছু বকশিস্ দিয়া বিদায় করিলেন, তাহার পর স্মিথকে বলিলেন, "বিচ্ছু বার্লিনে রওনা হইয়াছে—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। তাহাদের অনুসরণের চেষ্টা বৃথা হইবে না।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, এত টাকা খরচ করিয়া যদি আমাদের চেষ্টা বৃথা হয়—তবে আপশোষের সীমা থাকিবে না। কিন্তু আমার মনে একটা খটকা লাগিয়াছে, হঠাৎ তাহারা তাহাদের ফন্দী উল্‌টাইয়া ব্রুসেল্‌সএ পৌছিবার পূর্ব্বেই কোথাও ট্রেন্ হইতে নামিয়া পড়িবে না ত?".

মিঃ ব্লেক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এরূপ সন্দেহের কারণ?"

স্মিথ বলিল, "কারণ একটু আছে বৈ কি? আমাদের খ-পোতে আগুন লাগিয়া তাহা সমুদ্রে পড়িয়াছে, ইহা সে দেখিয়াছে। কর্ণেল হাওয়ার্ড আমাদিগকে জাহাজে তুলিয়া লইয়া পূর্ণবেগে জাহাজ চালাইয়া আসিয়াছেন,—ইহাও সে হয় ত লক্ষ্য করিয়াছে। এ অবস্থায় সে যদি তাহার ফন্দী উল্‌টাইয়া অন্য কোনও ফিকির অবলম্বন করে,—তবে তাহাতে কি বিস্ময়ের কারণ আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ তোমার অন্যায় সন্দেহ। প্রথমতঃ খ-পোতে যে আমরাই ছিলাম, তাহা সে কিরূপে বুঝিবে? দ্বিতীয়তঃ কর্ণেল হাওয়ার্ড যেখানে আমাদিগকে তাঁহার জাহাজে তুলিয়া লইয়াছিলেন সে স্থান এখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে। দূরবীণ দিয়া দেখিলেও এত দূর হইতে সে আমাদিগকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারে নাই।"

স্মিথ বলিল, "চিনিতে না পারিলেই ভাল; কিন্তু কথায় বলে 'যার

যেখানে ব্যথা,—তার সেখানে হাত।' কর্ণেল হাওয়ার্ড সমুদ্র-বক্ষ হইতে যে দুইজন লোককে জাহাজে তুলিয়া লইয়াছেন,—সে দু'জন আমরা ভিন্ন অন্য কেহ নহে—এরূপ সন্দেহ তাহার মনে উদিত হওয়া কি স্বাভাবিক নহে? ভূতের ভয়ে যে অস্থির—সে অন্ধকার রাত্রে গাছে গাছে ভূত দেখে! তাই আমার মনে হইতেছে, পরবর্ত্তী কোনও ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলেই তাহারা হয় ত গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িবে, এবং অন্য কোনও পথ দিয়া বার্লিনে রওনা হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার সন্দেহ অমূলক বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। যাহা হউক, আমরা ক্রসেল্‌স্‌এ উপস্থিত হইলেই জানিতে পারিব, বিঙ্কু তাহার মতলব উল্টাইয়াছে কি না।"

ইতিমধ্যে স্পেশাল্ ট্রেণখানি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে প্রবেশ করিলে, মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিলেন। ট্রেণখানি তৎক্ষণাৎ বেল্‌জিয়ামের রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইল।

মিঃ ব্লেক মনে করিয়াছিলেন, তিনি যখন স্পেশাল্ ট্রেণ ভাড়া করিয়াছেন—তখন পথে কোথাও বিলম্ব হইবে না, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না। কোন কোন স্থানে রেলপথ বন্ধ থাকায় স্পেশাল ট্রেণকে অগত্যা থামিতে হইল। যাহা হউক, স্পেশাল্ ট্রেণখানি যথাসম্ভব দ্রুতবেগে চলিয়া যখন ক্রসেল্‌স্ নগরের ষ্টেশনে উপস্থিত হইল,—তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা!

ট্রেণখানি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র মিঃ ব্লেক নামিয়া পড়িলেন, স্মিথও তাঁহার অনুসরণ করিল। মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "যদি বিঙ্কু তাহার পূর্ব্ব-সঙ্কল্পানুসারে চলিয়া থাকে—তাহা হইলে, তাহারা প্রায় বিশ মিনিট পূর্ব্বে ক্রসেল্‌স্‌এ উপস্থিত হইয়াছে। ঐ যে, ঐ প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে যে ট্রেণখানি দেখিতেছ—উহাই কলোনে যাইবে। ঐ ট্রেণ ছাড়িতে আর দশ মিনিট বিলম্ব আছে। বিঙ্কু ও তাহার স্ত্রী

যদি তাহাদের মতলব উল্টাইয়া না থাকে—তাহা হইলে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই ঐ ট্রেণে দেখিতে পাইব।—চল, দেখি ব্যাপার কি ?”

বলা বাহুল্য, মিঃ ব্লেক ও স্মিথ ছদ্মবেশে ব্রুসেল্‌স্ নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্পেশাল্ ট্রেণের ভিতরেই তাঁহারা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সুতরাং বিচ্ছু ও তাহার স্ত্রী তাঁহাদিগকে দেখিলে চিনিতে পারিবে না, এ বিষয়ে মিঃ ব্লেক নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কলোন্‌গামী ট্রেণ ষ্টেশনের অন্য প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ছিল। যাত্রীরা অনেক পূর্ব্বেই বিভিন্ন কামরা অধিকার করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক, তাঁহার ও স্মিথের জন্য টিকিট কিনিয়া সেই প্ল্যাটফর্ম্মের এ-মুড়া হইতে ও-মুড়া পর্য্যন্ত একবার ঘুরিয়া আসিলেন ; এবং প্রত্যেক কামরার ভিতর উঁকি দিয়া এমন ভাবে চাহিতে লাগিলেন যে,—আরোহীরা মনে করিল—তাঁহারা কোনও একটি জন বিরল কামরা খুঁজিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কাহাকে খুঁজিতেছেন, তাহা অন্যে কিরূপে বুঝিবে ?

মিঃ ব্লেক কোনও কামরা খুঁজিতে বাকি রাখিলেন না, স্ত্রী বা পুরুষ কেহই তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। তিনি প্রত্যেক আরোহীর মুখের দিকে চাহিলেন ; কিন্তু পাদরী-বেশধারী বিচ্ছু বা তাহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী জুডিথকে কোনও গাড়ীতে দেখিতে পাওয়া গেল না ! মিঃ ব্লেক এমন একজনকেও দেখিলেন না—যাহাকে ছদ্মবেশধারী বিচ্ছু বা জুডিথ্ বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হইতে পারে।

মিঃ ব্লেক বড় নিরুৎসাহ হইলেন ; এত চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম, এরূপ ভীষণ বিপদকে আলিঙ্গন, এই বিপুল অর্থব্যয়, সমস্তই শেষে বৃথা হইল ! দুর্ব্বৃত্ত দস্যু অবশেষে তাঁহার চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া কি সত্যই মধ্যপথ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে ?

স্মিথ হতাশ ভাবে বলিল, "কেমন। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম কি না ? সেই ধূর্ত্ত অন্য কোনও পথে বার্লিনে যাত্রা করিয়াছে !—কতকগুলা টাকা খরচ করিয়া স্পেশাল্ ট্রেণে আমাদের ক্যাসেল্স্এ আসা অনর্থক হইল ।—এখন কি কর্ত্তব্য ?"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেক অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইলেন, কিন্তু হতাশ্বাস হইলেন না। যদিও তিনি বিচ্ছুর সন্ধান পাইলেন না, তথাপি স্মিথের অনুমানে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না, তিনি স্মিথকে বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, তাহারা নূতন ছদ্মবেশে এই ট্রেণেই আছে,—হয় ত কোন কৌশলে আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। এই ট্রেণেই আমরা যাইব। অন্ততঃ হারবেস্থাল্ ষ্টেশন পর্য্যন্ত আমাদিগকে যাইতেই হইবে।"

স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, "সে আবার কোথায়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেল্‌জিয়াম্ ও জর্ম্মান রাজ্যের সীমান্তে এই ষ্টেশন।—সীমান্তে হইলেও স্থানটি জর্ম্মান রাজ্যের এলাকাভুক্ত, এই ষ্টেশনে আসিয়া সকল ট্রেণকেই আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে হয়। ট্রেণের আরোহীদিগকে নামাইয়া জর্ম্মান গবর্মেণ্টের শুল্ক-বিভাগের কর্ম্মচারীরা তাহাদের লগেজ পরীক্ষা করে।

"হারবেস্থাল্ ষ্টেশনে সকল যাত্রীকেই তাহাদের লগেজসহ ট্রেণ হইতে নামিতে হইবে। ষ্টেশনের বাহিরে যে প্রকাণ্ড শুল্ক আফিস আছে সেই আফিসের টেবিলের উপর প্রত্যেক যাত্রীর লগেজ নামাইয়া রাখিতে হয়; তাহার পর পরীক্ষা চলে। সুতরাং বিচ্ছু এই ট্রেণে থাকিলে সেই সময় তাহার লগেজ দেখিবার সুযোগ পাইব। আমি বিচ্ছুর গিরিকুটীরে যে দুইটি পোর্টম্যাণ্টো লেবেল-আঁটা দেখিয়াছিলাম, তাহা দেখিলেই চিনিতে পারিব।—সেই পোর্টম্যাণ্টো দেখিতে পাইলেই

বুঝিব কিছু এই ট্রেণেই আছে। তাহার পর সে তাহাব লগেজ্ উঠাইয়া লইয়া যাইবাব সময় নিশ্চয়ই আমাব দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবে না। কিরূপে নূতন ছদ্মবেশে সে সজ্জিত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিব।”

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ একটি প্রথম শ্রেণীব কামরায় উঠিয়া বসিলেন, তাহাব অল্পক্ষণ পরেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। অনেকগুলি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া রাত্রি নয়টা দশ মিনিটের সময় ট্রেণখানি বেলজিয়ামের সীমান্তস্থিত জর্ম্মান রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী হারবেষ্টাল ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল।

ট্রেণ থামিবামাত্র যাত্রীগণকে ট্রেণ হইতে নামিয়া পড়িতে হইল। স্মিথ বুঝিল, মিঃ ব্লেকের কথাই ঠিক। যাত্রীরা দলবদ্ধ হইয়া ষ্টেশনের বাহিরে শুল্ক-আফিসের দিকে চলিল। যাহাদের লগেজ্ অল্প, তাহারা স্বয়ং তাহা বহিয়া লইয়া গেল, যাহাদের সঙ্গে অধিক লগেজ ছিল, তাহারা কুলির সাহায্য গ্রহণ করিল।—খালি গাড়ী প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে দাঁড়াইয়া রহিল।

শুল্ক-আফিসের সুপ্রশস্ত হলে লম্বা লম্বা টেবিল পাতা, টেবিলের পর টেবিল, টেবিলের পাশে এক একজন রাজকর্ম্মচারী। যাত্রীদের লগেজ্, গাঁট্‌রী, ব্যাগ্, পোর্টম্যাণ্টো, বাক্স, ঝুড়ি, প্রভৃতি যাহা কিছু সঙ্গে ছিল—সমস্তই সেই সকল টেবিলের উপর থরে থরে সজ্জিত হইল। অনন্তর রাজকর্ম্মচারীগণের ইঙ্গিতে যাত্রীরা স্ব স্ব লগেজ্ খুলিয়া দিতে লাগিল, লগেজের জিনিস পত্র পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

পরীক্ষা শেষ হইলে রাজকর্ম্মচারীরা প্রত্যেক লগেজের উপর খড়ির দাগ দিয়া চিহ্নিত করিলেন; তখন লগেজের অধিকারীরা বাক্স তোরঙ্গ ব্যাগে চাবি বন্ধ করিতে লাগিল; ঝোড়া ঝুড়ি গাঁটরী দড়ি দিয়া কসিয়া বাঁধিতে আরম্ভ করিল। এত কাণ্ড, কিন্তু কোন প্রকার গোল-গোল

নাই! অতি অল্প সময়ে পরীক্ষাকার্য্য সমাধা হইল; যেন কলে সকল কাজ শেষ হইয়া গেল।—এ সকল বিষয়ে ইউরোপের ব্যবস্থাই স্বতন্ত্র।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথের সঙ্গে কোনও লগেজ্ না থাকিলেও, তাঁহারা অন্যান্য যাত্রীদের সহিত শুল্ক-আফিসে উপস্থিত হইলেন। যাত্রীগণের মাল পত্রাদি টেবিলের উপর সজ্জিত হইলে মিঃ ব্লেক একবার টেবিল-গুলির সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া আসিলেন; তাঁহার ভাব দেখিলে মনে হইত—তিনি সেই লম্বা হল ঘরে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে পাদচারণ করিতেছেন; কিন্তু টেবিলের কোনও লগেজ্ তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

হঠাৎ তাঁহার চক্ষু হর্ষ-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল!—একখানি টেবিলে তিনি বিচ্ছুর পোর্টম্যাণ্টো দুইটি দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, টেবিলের অন্য ধারে—সেই লগেজের অদূরে একটি বৃদ্ধ ও একটি বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া আছে। লগেজ্ দুইটি যে তাহাদেরই, এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকের কোনও সন্দেহ রহিল না; কিন্তু ইহারাই কি সেই দস্যু-দম্পতি—বিচ্ছু ও তাহার গুণবতী ভার্য্যা জুডিথ্?

মিঃ ব্লেক দেখিলেন, বৃদ্ধের চুল দাড়ি সমস্তই সাদা, তাহার শরীরও অনন্ত অপটু; সে বার্দ্ধক্যভরে সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং একখানি লাঠির উপর দেহের ভার রক্ষা করিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারা যায়—সে কুব্জ!

কুব্জের পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীটি প্রৌঢ়া, স্থূলাঙ্গী; তাহার পরিচ্ছদে কিছুমাত্র পারিপাট্য ছিল না। জুডিথ্‌কে যে দেখিয়াছে, সে কখনও মনে করিতেও পারিত না যে, এই রমণীই ছদ্মবেশিনী যুবতী জুডিথ্!

তাহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এমন সুকৌশলে ছদ্মবেশ ধারণ

করিয়াছিল যে, মিঃ ব্লেকের ন্যায় সুদক্ষ ও সুচতুর ব্যক্তিও তাহাদিগকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই; কিন্তু লগেজেই তাহারা ধরা পড়িয়া গেল! মিঃ ব্লেক স্মিথের কাণে-কাণে বলিলেন, "পোর্টম্যাণ্টো দু'টি বিচ্ছুর;—আর ঐ যে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে দেখিতেছ; উহারাই বিচ্ছু ও জুডিথ্!—এবার উহারা ছদ্মবেশ ধারণে খুব মুন্সিয়ানা প্রকাশ করিয়াছে।"

স্মিথ দস্যু-দম্পতির মুখের দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ ব্লেককে নিম্নস্বরে বলিল, "আপনি বলেন কি, কর্ত্তা! পুরুষটি বিচ্ছু হইলেও হইতে পারে;—লোকটা ভোল বদলাইতে অদ্বিতীয় তাহা জানি; কিন্তু এই স্থূলাঙ্গী কুরূপা প্রৌঢ়া কি লাবণ্যময়ী যুবতী জুডিথ্?—আমি যে আমার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আমি ত পূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি, ইহারা দু'জন যেমন চতুর, ছদ্মবেশ ধারণে সেইরূপ সুদক্ষ! ব্রুসেল্‌স্ ষ্টেশনে ট্রেণের মধ্যে তাড়াতাড়ি উহাদিগকে দেখিয়া আমি চিনিতে পারি নাই; ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই। আমি এখনও উহাদিগকে চিনিতে পারিতাম না,—যদি উহাদের পোর্টম্যাণ্টো দুইটি পূর্ব্বে আমার দেখা না থাকিত। এখন আমি ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া উহারের প্রকৃতি মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি; উহারাই যে বিচ্ছু ও জুডিথ্ এ বিষয়ে আমার আর কোনও সন্দেহ নাই।"

স্মিথ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন আপনি কি করিবেন? উহারা বার্লিনে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই কি গুপ্ত রিপোর্ট হস্তগত করিবার জন্য আপনি চোরের উপর বাটপাড়ী করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে সুবিধা থাকিলে কি আমি ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিতাম? কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সুবিধা নাই। এখন উহাদের চক্ষুতে ধূলি দিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হইতে

পারে।—কার্য্যোদ্ধারে অনর্থক বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া কোনও লাভ নাই। জর্ম্মান গবমে'ণ্ট আমাদের কিরূপ মিত্র, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে। এই রিপোর্ট হস্তগত করিবার জন্য জর্ম্মান গবমে'ণ্ট গোপনে বিচ্ছুর সহিত ষড়যন্ত্র করিবে না—ইহা আমি বিশ্বাস করিনা।—সে কিরূপ ষড়যন্ত্র, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নাই; কিন্তু আমি স্থির করিয়াছি, বিচ্ছু বার্লিনে উপস্থিত হইয়া আমাদের গুপ্ত রিপোর্ট জর্ম্মান গবর্মেণ্টের হস্তে প্রদান করিবার পূর্ব্বেই আমি তাহা হস্তগত করিব।—রিপোর্ট জর্ম্মান গবর্মেণ্টের হাতে পড়িলে, আমার এত চেষ্টা যত্ন পরিশ্রম অর্থব্যয় সকলই বৃথা হইবে; একাল পর্য্যন্ত আমি যে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছি, তাহাও নষ্ট হইবে। কর্ত্তৃপক্ষকে আমি আর মুখ দেখাইতে পারিব না। প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার, আমি কোনও মতে আমাদের গুপ্ত রিপোর্ট জর্ম্মান গবর্মেণ্টের হাতে পড়িতে দিব না।—একটা চোরের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাহারা যে আমাদের ঘরের খবর জানিয়া লইবে, ইহা কখনও হইতে দিব না।"

যাত্রীগণের লগেজ, পরীক্ষার জন্য ট্রেণখানিকে সেখানে আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। আধ ঘণ্টা পরে ট্রেণ পুনর্ব্বার তাহার গন্তব্য পথে ধাবিত হইল।—সমস্ত রাত্রি ট্রেণ চলিল। পরদিন প্রভাতে সাড়ে সাতটার সময় ট্রেনখানি জর্ম্মান রাজধানী বার্লিন নগরের ফ্রেড্‌রিচ ষ্ট্রাস্' (Friedrich Strasse) ষ্টেশনে আসিয়া থামিল।

বিচ্ছু ও তাহার স্ত্রী বার্লিনে বহুবার আসিয়াছে; সুতরাং বার্লিনে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না। তাহারা ট্রেণ হইতে নামিয়া গাঁট্‌রী ও পোর্টম্যাণ্টো দুইটি নিজেরাই বহন করিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিল।

ষ্টেশনের বাহিরে জনপূর্ণ প্রশস্ত রাজপথ। বিচ্ছু ও তাহার স্ত্রী প্রফুল্ল চিত্তে গল্প করিতে করিতে পথ দিয়া চলিতে লাগিল; কেহ

তাহাদিগকে লক্ষ্য করিল না, তাহারাও কোন দিকে চাহিল না। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ দূরে দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন!—বিচ্ছু বা জুডিথ জানিতে পারিল না যে, তাহাদের সর্ব্বপ্রধান শত্রু মিঃ ব্লেক জর্ম্মান-রাজধানী পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করিয়াছেন! কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রায় অধিকারী হইবে, বিপুল অর্থ হস্তগত করিয়া তাহারা সুখের সাগরে ভাসিবে;—এই আশায় তাহাদের হৃদয় আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন, তাহারা পদব্রজে আধ পোয়া পথ অতিক্রম করিয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী একটি প্রকাণ্ড হোটেলে প্রবেশ করিল।—এই হোটেলের নাম, ফ্রাঙ্কফর্টার হফ্ (Frankfurter Hof)

মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ সেই হোটেলে বিচ্ছুর অনুসরণ করিলেন। হোটেলে তখন অত্যন্ত জনতা; সেই জনতা ভেদ করিয়া মিঃ ব্লেক বিচ্ছুর অদূরে গিয়া দাঁড়াইলেন; বিচ্ছু তাঁহাকে লক্ষ্য করিল না। বিচ্ছু হোটেলের খাতায় একটা মিথ্যা নাম লিখিল; সে ও তাহার স্ত্রী লণ্ডনবাসী মিঃ ও মিসেস্ ডুমণ্ড, এই পরিচয়ে সেই হোটেলে একটি শয়নকক্ষ ও একটি উপবেশন কক্ষ ভাড়া লইল। তাহার পরে সে বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবামাত্র হোটেলের একটি ভৃত্য তাহার পোর্টম্যাণ্টো দুইটি ও গাঁট্‌রী লইয়া দ্বিতলে চলিল; বিচ্ছু ও স্ত্রী ভৃত্যের অনুসরণ করিল।

মিঃ ব্লেকও সেই হোটেলের একটি শয়নকক্ষ ভাড়া করিলেন। অপরিচিত বিদেশী লোক ইউরোপের কোনও হোটেলে গিয়া ঘর ভাড়া করিতে চাহিলে, যদি তাহার সঙ্গে মাল পত্রাদি না থাকে, তবে হোটেলওয়ালারা তাহাকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখিয়া থাকে; বোধ হয় মনে করে, লোকটা ভবঘুরে ও ফেরারী; এক পেট খাইয়া অন্তের অলক্ষ্যে

সরিয়া পড়িবে।—মিঃ ব্লেক ও স্মিথের সঙ্গে কোনও জিনিস-পত্র ছিল না; অগত্যা হোটেলওয়ালার মনে প্রত্যয় জন্মাইবার জন্ম মিঃ ব্লেক বলিলেন, তাঁহাদের লগেজ ষ্টেশনের আফিসে আছে, শীঘ্রই তাহা আসিবে।

মিঃ ব্লেক প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া স্মিথকে বিচ্ছুর শয়ন-কক্ষের দ্বারের দিকে দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করিলেন; তাহার পর তিনি হোটেলের বিভিন্ন কক্ষ, হোটেলটির অবস্থান, হোটেলে প্রবেশ করিবার ও হোটেল হইতে বাহিরে যাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রভৃতি পরীক্ষা করিতে বাহির হইলেন।

এই কার্য্যে অধিক সময় লাগিল না; নিষ্কর্ম্মা হইয়া হোটেলে বসিয়া থাকা বড় কষ্টকর;—মিঃ ব্লেকের মনে হইল সময় যেন আর কাটিতেছে না।—কিন্তু বিচ্ছু তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দুগ্ধফেননিভ শুভ্র সুকোমল শয্যায় পক্ষী-পালকপূর্ণ আরামদায়ক উপাধানে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক দেহভার প্রসারিত করিল; জুডিথ্‌ও শয়ন করিল; এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই উভয়ে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল।—আজ তাহারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

অপরাহ্ণ তিনটার সময় বিচ্ছু তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে বাহিরে আসিল; দীর্ঘ নিদ্রায় তাহার ক্লান্তি দূর হইয়াছিল। সে ঘুরিতে ঘুরিতে গবাক্ষ-বাতায়ন-বর্জ্জিত একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল,—এই কক্ষে সাধারণের ব্যবহারের জন্ম টেলিফোঁর কল ছিল।—বিচ্ছু এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই কক্ষ-দ্বারটি ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল!—প্রায় পনের মিনিট কাল সে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইল না। পরে সে বাহিরে আসিয়া হোটেলের ম্যানেজারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক পূর্ব্ব হইতেই তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, হোটেলের ম্যানেজারের সহিত তাহার কি কথা হইল, তাহাও তিনি শুনিলেন।

বিচ্ছু হোটেলের ম্যানেজারকে বলিল, "জেনারেল ভন রেমার (General Von Reimer) আজ রাত্রি আট্টার সময় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন। তিনি আসিলে—আমার বসিবার ঘরে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবেন। অন্য কোনও লোক কোনও উপলক্ষ্যে সে সময় সেখানে যাইতে না পারে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার ব্যবস্থা করিবেন।"

স্মিথ মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিল, "এই জেনারেল ভন রেমারটি কে?—ওঃ,—বিচ্ছু তলে তলে ত খুব ষড়যন্ত্র করিয়াছে! জর্ম্মানী ইংলণ্ডকে জব্দ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আছে। যেমন টোপ, পড়া, আর অমনই তাহা গলাধঃকরণ!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জেনারেল ভন রেমার যে-সে লোক নহেন, তিনি জর্ম্মান সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না;—জর্ম্মান পররাষ্ট্র-বিভাগের একজন অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। বিচ্ছু অল্পক্ষণ পূর্ব্বে নিশ্চয়ই জর্ম্মানীর পররাষ্ট্র বিভাগে টেলিফোঁ করিয়া তাহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বিচ্ছুর ন্যায় ভীষণ প্রকৃতি দস্যুর সহিত ষড়যন্ত্র করিতে ইঁহার মত পদস্থ লোকেরও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই! বিচ্ছুর সহিত পরিচয় না থাকিলে যে জেনারেল ভন রেমারের মত লোক তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন, গোপনে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন,—ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। কে জানে বিচ্ছুকে জর্ম্মান গবর্মেণ্ট এই ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত করিয়াছে কি না? জেনারেল ভন রেমার যে বিচ্ছুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাত্রি আট্টার সময় এই হোটেলে আসিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যদি আমাদের গুপ্তরিপোর্ট হস্তগত করিতে পারেন—তাহা হইলে বড় বিষম কথা হইবে!—বিচ্ছু তাঁহাকে সেই রিপোর্ট প্রদান করিবার পূর্ব্বে ছলে বলে কৌশলে যেরূপে হউক—আমাকে তাহা হস্তগত

করিতেই হইবে ; চোরের উপর বাটপাড়ি করা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই।”

স্মিথ বলিল, “এখন ত প্রায় চারিটা, আর চারি ঘণ্টা মাত্র সময় আছে ; এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনি কি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন ? কি কৌশলে আপনি চোরা রিপোর্ট হস্তগত করিবেন ?”

মিঃ ব্লেক এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না, তিনি তখন ঘোর অন্যমনস্ক। বোধ হয় তখন তাঁহার মস্তিষ্কে অজস্র ফন্দীর আবাদ হইতেছিল !—তাঁহার ভাব দেখিয়া স্মিথ বুঝিতে পারিল, তিনি তখন পর্য্যন্ত কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর তিনি সঙ্কল্প স্থির করিলেন ; তিনি বুঝিলেন তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক ; তাহা অত্যন্ত দুঃসাহসের কর্ম্ম।—মিঃ ব্লেক স্মিথকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিয়া হোটেল হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

কিছু দূরে একখানি মনোহারী জিনিসের দোকান ছিল। দোকানদার তাহার দোকানের একটী কাচময় বাতায়নে কতকগুলি ফটো সাজাইয়া রাখিয়াছিল ; ফটোগুলি জর্ম্মানীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির চিত্র। তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, সেনানায়ক, রাজকর্ম্মচারী, সম্ভ্রান্তবংশীয় পুরুষ ও রমণী, অভিনেতা ও অভিনেত্রী প্রভৃতির ফটো ছিল। মিঃ ব্লেক সেই দোকানে প্রবেশ করিয়া দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার দোকানে জেনারেল ভন রেমারের ফটো আছে কি না।

দোকানদার তৎক্ষণাৎ জেনারেল ভন রেমারের একখানি আধুনিক ফটো বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিল।—মিঃ ব্লেক তাহা ক্রয় করিয়া স্মিথের হস্তে অর্পণ করিলেন।

দোকানের বাহিরে আসিয়া মিঃ ব্লেক স্মিথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এই ফটো দেখিয়া—ইহা যাঁহার ফটো তাঁহাকে সশরীরে দেখিলে চিনিতে পারিবে কি ?"

স্মিথ ফটোখানি মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই পারিব ; এ আর কঠিন কাজ কি ? তিনি যে পরিচ্ছদেই সজ্জিত থাকুন, তাঁহাকে চিনিতে আমার অসুবিধা হইবে না।"

মিঃ ব্লেক স্মিথের হাত হইতে ফটোখানি লইয়া তাহা নিজের পকেটে রাখিলেন, স্মিথকে বলিলেন, "এখন আমার সঙ্গে চল।"

স্মিথকে সঙ্গে লইয়া মিঃ ব্লেক হোটেলে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু হোটেলের সদর দরজা দিয়া হোটেলে ফিরিলেন না ; একটি সঙ্কীর্ণ গলি দিয়া হোটেলের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দ্বারে উপস্থিত হওয়া যাইত, সেই দ্বার দিয়া তাঁহারা হোটেলে প্রবেশ করিলেন।—সেই দ্বারের অদূরে একতালায় একটি অন্ধকারময় গুদাম ছিল। সেই গুদাম-ঘরে আগন্তুক ভদ্রলোকদের জিনিস-পত্র থাকিত। এই কুঠুরীর দ্বারের বাহিরের দিকে তালা দেওয়া ছিল না, কিন্তু ভিতরের দিকে সুদৃঢ় অর্গল ছিল। কুঠুরীর অন্য প্রান্তেও একটি দ্বার ছিল ; সেই দ্বার দিয়া হোটেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারা যাইত।—এই দ্বারটিরও ভিতরের দিকে সুদৃঢ় অর্গল ছিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "আজ রাত্রি পৌনে আটটার সময় তুমি হোটেলের সদর দরজায় পাহারা দিবে। জেনারেল ভন রেমারকে তুমি কখনও না দেখিলেও—তাঁহার আধুনিক ফটো দেখিয়াছ। তুমি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছ, তাঁহাকে দেখিলেই তুমি চিনিতে পারিবে। জেনারেল ভন রেমার হোটেলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তুমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিবে,—তিনিই জেনারেল রেমার কি না, এবং তিনি ড্রমণ্ড নামক ভদ্রলোকটির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন কি না। তিনি নিশ্চয়ই এ কথা স্বীকার করিবেন ;

কারণ তোমার প্রশ্ন শুনিয়াই তাঁহার বিশ্বাস হইবে, তুমও তাঁহার অভ্যর্থনার জন্যই তোমাকে সেখানে রাখিয়াছে। তুমি তাঁহাকে জানাইবে, বাহিরের কোন লোক তাঁহাকে হোটেলে প্রবেশ করিতে দেখে ইহা নানা কারণে বাঞ্ছনীয় নহে; অতএব তিনি যেন সদর দরজা দিয়া হোটেলে প্রবেশ না করেন। তোমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া যেন তাঁহারও বিশ্বাস হয় তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যুক্তিসঙ্গত কথা বটে। তখন তুমি তাঁহাকে বলিবে, হোটেলে প্রবেশের গুপ্তদ্বার আছে—সেই দ্বার দিয়া যাইলে বাহিরের কোন লোক তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইবে না। অনন্তর তুমি তাঁহাকে ঐ গুদাম-ঘরের মধ্যে লইয়া যাইবে। তাহার পর তোমার পিস্তল বাহির করিয়া তাঁহার মস্তকের উপর তাহা উদ্যত করিয়া বলিবে—"যদি চীৎকার কর—তবে এই মুহূর্ত্তেই গুলী করিব।"

স্মিথ সোৎসাহে বলিল, "বাঃ, কি চমৎকার ফন্দী!—এ কাজ আমি বেশ পারিব! কিন্তু কি মতলবে আপনি তাঁহাকে এ ভাবে কয়েদ করিবার আদেশ দিলেন—তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি।—ইতিমধ্যে আমি একটা সাজের দোকানে গিয়া কয়েকটি জিনিস কিনিয়া আনিব;—তাহার পর কিছু দূরে একটা ঘর ভাড়া লইয়া এই ফটোর সাহায্যে জেনারেল ভন রেমার সাজিব। কাজটি কঠিন হইলেও আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে না। সেই ছদ্মবেশে যে আমাকে দেখিবে, সেই জেনারেল ভন রেমার ভিন্ন অন্য লোক মনে করিতে পারিবে না। সে-ই ছদ্মবেশে আমি একখানি মোটর-গাড়ী ভাড়া করিয়া রাত্রি ঠিক আটটার সময় গুদাম-ঘরের অদূরে উপস্থিত হইব; তুমি জেনারেল ভন রেমারকে সঙ্গে লইয়া গুদামে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত আমি গাড়ী হইতে নামিব না। তুমি জেনারেলকে লইয়া গুদামে প্রবেশ করিয়াই ভিতরের অর্গল বন্ধ

করিয়া দিবে। আমি ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, মোটরের ইঞ্জিন বন্ধ না করিয়াই নামিয়াই পড়িব; এবং হোটেলের সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া মিঃ ড্রুমণ্ডের সহিত দেখা করিতে চাহিব। হোটেলের ম্যানেজার মনে করিবে, আমিই জেনারেল ভন রেমার! সে আমাকে বিচ্ছুর ঘরে লইয়া যাইবে। যদি সে ঘরে জুডিথ্‌কে দেখিতে পাই,—তাহা হইলে বিশেষ গোপনীয় কথা আছে বলিয়া তাহাকে অন্য কুঠুরীতে সরাইয়া দিব। জুডিথ্‌ প্রস্থান করিলে আমি বিচ্ছুকে বলিব—সে যে রিপোর্ট বিক্রয় করিতে চাহে, তাহা অগ্রে আমাকে দেখাইতে হইবে। সে যখন রিপোর্ট বাহির করিবে, তখন আমি তাহাকে আক্রমণ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিব; চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই তাহার মুখে চাপা দিব। এইরূপে রিপোর্টখানি হস্তগত করিয়া তাহাকে সেই স্থানে বাঁধিয়া ফেলিয়া-রাখিয়া আমি বাহিরে চলিয়া আসিব; তাহার পর তাড়াতাড়ি গুদামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গুদামের দরজায় তিনবার আঘাত করিব। তুমি তৎক্ষণাৎ গুদামের দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িবে;—হতবুদ্ধি জেনা-রেল হয়ত তখন চীৎকার করিয়া লোক জড় করিবেন,—কিন্তু তৎপূর্ব্বেই আমরা মোটর-গাড়ীতে উঠিয়া চম্পট দিতে পারিব। বায়ুবেগে মোটর চালাইয়া যাইলে আর আমাদের ধরে কে?—নগরের বাহিরে গিয়া আমরা মোটর ত্যাগ করিব এবং ছদ্মবেশ ছাড়িয়া নূতন ছদ্মবেশে, যে ট্রেণ পাইব সেই ট্রেণেই স্বদেশে যাত্রা করিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিস্তর মাথা ঘামাইয়া আমি এই মতলব স্থির করিয়াছি; এই কৌশল ভিন্ন রিপোর্ট হস্তগত করিবার অন্য কোনও উপায় নাই। আমি স্বীকার করি, ইহাতে যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা আছে; আমাদের বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইতে পারে,—আমাদের ধরা পড়িবার সম্ভাবনাও অত্যন্ত অধিক। কিন্তু কি করিব?—ইহা ভিন্ন কার্য্যোদ্ধারের অন্য কোনও উপায় দেখিতেছি না।

সময় থাকিলে অন্য উপায় দেখিতাম, কিন্তু আর ত সময় নাই।—এখন বল; আমি যাহা যাহা বলিলাম,—সেই ভাবে কাজ করিতে তোমার সাহস হইবে কি? এ ভাবে বিপদকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছ কি? স্মরণ রাখিও,—তোমার বিন্দুমাত্র অসতর্কতা বা ক্রটীতে সমস্ত কাজ পণ্ড হইতে পারে।"

স্মিথ সোৎসাহে বলিল, "ইংরাজ হইয়া বুদ্ধি-কৌশলে একটা জর্ম্মানকে ঠকাইতে পারিব না?—তাহাই যদি না পারি, তবে এতদিন আপনার সাগরেদী করিতেছি কেন? বুদ্ধির খেলায় নিরেট জর্ম্মানেরা ইংরাজকে কবে হারাইতে পারিয়াছে?—আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না; জেনারেল ভন রেমার যে কত বড় জেনারেল, তা এবার দেখা যাইবে। আমি আপনার উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিব। একটা কাজের মত কাজ হাতে পাইয়া আমার বড় স্ফূর্ত্তি বোধ হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক স্মিথের অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া প্রফুল্লচিত্তে কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি আটটা বাজিবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে স্মিথ মিঃ ব্লেকের আদেশ অনুসারে পূর্ব্বোক্ত 'ফ্রাঙ্কফর্টার হফ' হোটেলের বহির্দ্বারে পদচারণ করিতে লাগিল। যদিও সে তখন বাহ্যিক অচঞ্চল ছিল, কিন্তু তাহার অন্তরে তখন উদ্বেগের তুফান বহিতেছিল !—সে প্রতি মুহূর্ত্তে জেনারেল ভন রেমারের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কিন্তু তাহাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইল না ; হোটেলের ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া আটটা বাজিবামাত্র একখানি উৎকৃষ্ট শকট সবেগে হোটেলের অদূরে উপস্থিত হইল !—মুহূর্ত্ত পরে একজন সুবেশধারী প্রৌঢ় জর্ম্মান ভদ্রলোক শকট হইতে অবতরণ করিলেন। যদিও তাঁহার পরিচ্ছদ সাধারণ ভদ্রলোকের মত ; কিন্তু তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিলেই অভিজ্ঞগণ বুঝিতে পারিতেন—লোকটি সৈনিক পুরুষ।

তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া স্মিথের বুকের মধ্যে দুরু-দুরু করিয়া উঠিল ; সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "ইনিই ত দেখিতেছি ভন রেমার !"

জেনারেল ভন রেমার সাধারণের দৃষ্টি অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে হোটেলের ঠিক সম্মুখে না নামিয়া একটু দূরে পথের অন্য ধারে নামিয়াছিলেন।—তিনি মোটর-গাড়ী হইতে নামিয়া নিম্নস্বরে মোটর-চালককে কি বলিলেন ; তাঁহার কথা শুনিয়া মোটর-চালক তাঁহাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন পূর্ব্বক গাড়ীখানি লইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।—তখন জেনারেল ভন রেমার লঘু-পদবিক্ষেপে হোটেলের দ্বারাভিমুখে অগ্রসর

হইলেন। তিনি সদর দরজা দিয়া হোটেলে প্রবেশ করিবেন—ঠিক সেই সময় স্মিথ তাঁহার সম্মুখে গিয়া একটা লম্বা সেলাম দিয়া নিম্ন স্বরে বলিল, "মহাশয় বোধ হয় জেনারেল ভন রেমার।"

জেনারেল অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "হাঁ, কেন?"

স্মিথ বলিল, "আপনি বোধ হয় মিঃ ডুমণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন?"

জেনারেল বক্রদৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া নীরস স্বরে বলিলেন, "হাঁ, কেন? তুমি কে?"

স্মিথ খুব গম্ভীর হইয়া বলিল, "আমি মিঃ ডুমণ্ডের আর্দ্দালী! তাঁহার আদেশে আপনার জন্যই এখানে অপেক্ষা করিতেছিলাম। তিনি আপনার সহিত সাক্ষাতের জন্য ভারী ব্যস্ত হইয়াছেন; কিন্তু সদর দরজা দিয়া আপনার যাওয়া হইবে না। গুপ্তপথে আপনাকে তাঁহার ঘরে লইয়া যাইবার আদেশ পাইয়াছি; আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

হোটেলের পাশ দিয়া একটা সঙ্কীর্ণ গলি ছিল; পূর্ব্বোক্ত গুদাম-ঘরটি সেই গলির সংলগ্ন। জেনারেল ভন রেমার স্মিথের কথা শুনিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন; স্মিথ আগে আগে সেই গলি দিয়া চলিতে লাগিল।

কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া উদ্ধত জেনারেল বিরক্তি ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?"

স্মিথ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হোটেলের খিড়কীতে। মিঃ ডুমণ্ড আমাকে বলিয়া দিয়াছেন—আপনি সদর দরজা দিয়া হোটেলে প্রবেশ করিলে অনেকেই আপনাকে দেখিতে পাইবে। বার্লিন-রাজধানীতে ইংরাজের গোয়েন্দার অভাব নাই; ঠিক এই মুহূর্ত্তে এই হোটেলেই ইংরাজের কোনও গোয়েন্দা মিঃ ডুমণ্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে কি

না, কে বলিবে ?—এই জন্তই মিঃ ড্রুমণ্ডের আদেশে আপনাকে গুপ্তপথে হোটেলের ভিতর লইয়া যাইতেছি ; আপনি অন্তের অলক্ষ্যে মিঃ ড্রুমণ্ডের কুঠ্রীতে উপস্থিত হইতে পারিবেন।"

স্মিথের এই কৈফিয়তে বহুদর্শী ও বিচক্ষণ জেনারেল ভন রেমার সন্তুষ্ট হইয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।—তিনি তাহাকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

গলির ভিতর অন্ধকার হইলেও সদর রাস্তার উজ্জ্বল আলোকে গলির ভিতর কিছুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়াছিল ; সেই আলোকে স্মিথ দেখিতে পাইল—গুদাম-ঘরের দ্বারের অদূরে একখানি মোটর-গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীখানির পশ্চাদ্ভাগ সদর রাস্তার দিকে। গাড়ীতে কোন লোক আছে কি না, তাহা দেখিতে না পাইলেও স্মিথ বুঝিতে পারিল মিঃ ব্লেক জেনারেল ভন রেমারের ছদ্মবেশে এই গাড়ীর মধ্যে লুকাইয়া বসিয়া আছেন !

স্মিথ সেই গাড়ীর দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া কম্পিত বক্ষে গুদাম-ঘরের দরজার মধ্যে প্রবেশ করিল। এই গুদামের অন্ত দিকে যে দরজা ছিল, তাহার অর্গল সে পূর্ব্বেই ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং গুদামের সেই দ্বার খুলিয়া হোটেলের ভিতর হইতে সেখানে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। গুদাম-ঘরে একটি গ্যাসের নল ছিল, স্মিথ পূর্ব্বেই গ্যাস্ জ্বালিয়া কক্ষটি আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন গুদামের যে জানালাটি গলির দিকে ছিল, সে তাহার শার্শির পাখীগুলি নামাইয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সন্ধ্যার পর এই গুদামে প্রায় কোনও লোক যাইত না,—স্মিথ কথা-প্রসঙ্গে হোটেলের চাকর-বাকরের নিকট এ সন্ধানও লইয়াছিল।

স্মিথ গুদামের দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া জেনারেলকে বলিল, "এই পথে আসুন, মহাশয় !"

জেনারেল ভন রেমারের মনে কেমন একটা খট্‌কা বাধিল। তিনি গুদামে প্রবেশ না করিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে উকি দিয়া একবার সেই কক্ষের ভিতরের অবস্থাটা দেখিয়া লইলেন, তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও - এত বড় প্রকাণ্ড হোটেলে প্রবেশ করিবার ইহাই খিড়কী ?"

স্মিথ ভালমানুষের মত বলিল, "হোটেলে প্রবেশের গুপ্তদ্বার আরও আছে—কিন্তু ততদূর ঘুরিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। আপনি এই ঘরের ভিতর দিয়া যাইলেই মিঃ ড্রমণ্ডের কক্ষে উপস্থিত হইতে পারিবেন। মিঃ ড্রমণ্ডের কক্ষ অতি নিকটেই, ঐ দেখুন না—একটা দরজা রহিয়াছে—ঐ দরজা দিয়া আপনি অন্যের অলক্ষ্যে হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবেন।—আপনি এখানে আর বিলম্ব করিবেন না, হঠাৎ কেহ গলির মধ্যে আসিয়া পড়িলে আপনাকে দেখিতে পাইবে; এমন স্থানে আপনাকে দণ্ডায়মান দেখিলে লোকের সন্দেহ হইতে পারে!"

স্মিথের কথা শুনিয়া জেনারেল ভন রেমারের মনের খট্‌কা দূর হইল কি না বলিতে পারি না,—কিন্তু তিনি অনিচ্ছার সহিত গুদামে প্রবেশ করিলেন। স্মিথ তখন সেই দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষুর নিমিষে পকেট হইতে একটি রিভলভার বাহির করিয়া তাহা জেনারেল ভন রেমারের ললাট লক্ষ্য করিয়া উদ্যত করিল। সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় স্বরে বলিল, "আপনি একটু শব্দ করিলেই আমি পিস্তলের ঘোড়া টিপিব, কথা কহিয়াছেন কি মরিয়াছেন!"

সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষে বজ্রাঘাত হইলেও জর্ম্মান জেনারেল মহোদয় বোধ হয় অধিক বিস্মিত; অধিকতর বিচলিত হইতেন না, স্মিথের এই বিচিত্র ব্যবহারে তিনি একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িলেন; তিনি স্বপ্ন

দেখিতেছেন না কি—প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি শূন্য-দৃষ্টিতে দুই এক সেকেণ্ড স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর তাঁহার এই ক্ষণিক জড়তা অন্তর্হিত হইল। দারুণ ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল; তাঁহার ললাটের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল; তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষু হইতে অক্ষি-তারকা যেন ছুটিয়া বাহির হইবার মত হইল! পিঞ্জরাবরুদ্ধ লগুড়াহত ক্রুদ্ধ সিংহ যে ভাবে আক্রমণকারীর দিকে দৃষ্টিপাত করে,—জেনারেল ভন রেমার সেই ভাবে স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন।

স্মিথ তাহার দক্ষিণ হস্ত জেনারেলের মাথার দিকে আরও একটু প্রসারিত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,"পুনর্ব্বার আপনাকে সাবধান করিতেছি, বাঁচিবার সাধ থাকে ত চেঁচাইবেন না। আপনি এখন আমার বন্দী; কিন্তু আপনার কোনও ক্ষতি করিবার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। আপনি যদি কোন রকম গোলমাল না করেন, তাহা হইলে আমি আপনার কোনও অনিষ্ট করিব না,—তাহা শপথ করিয়া বলিতেছি।—আপনার পশ্চাতেই একটা প্যাকিং-বাক্স পড়িয়া আছে,—আপনি উহার উপর স্থির হইয়া বসুন।"

জেনারেল ভন রেমার ক্রোধে ফুলিতে লাগিলেন; তাঁহার ভঙ্গি দেখিয়া স্মিথের আশঙ্কা হইল,—নিদারুণ উত্তেজনায় তিনি হয় ত মূর্চ্ছিত হইবেন!

জেনারেল নিস্ফল আক্রোশে তাঁহার উভয় হস্ত নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন; যেন সেই মুহূর্ত্তেই স্মিথকে আক্রমণ করিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিবেন! কিন্তু স্মিথের অচঞ্চল ভাব, তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, এবং সর্ব্বোপরি টোটা-ভরা পিস্তল উদ্যত দেখিয়া তিনি স্মিথকে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না; বোধ হয় তিনি বুঝিয়াছিলেন--

তিনি পদমাত্র অগ্রসর হইলেই পিস্তলের গুলী তাঁহার ললাট ভেদ করিবে।

জেনারেল জড়িত স্বরে বলিলেন, "আমার প্রতি তোমার এরূপ অশিষ্ট আচরণের কারণ কি?—ড্রমণ্ড কি মতলবে আমাকে ভুলাইয়া আনিয়া এখানে বন্দী করিল, তাহা জানিতে চাই।"

স্মিথ ধীর স্বরে বলিল, "সে কথা আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন; আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। এখন আপনি আমার কথা শুনুন, ঐ প্যাকিং-বাক্সটার উপর বসিয়া একটু বিশ্রাম করুন; আমার অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করিলে আমি আপনাকে গুলী করিব না। আপনাকে এখানে কয়েক মিনিট রাখিয়াই ছাড়িয়া দিব। তাহার পর আপনি মিঃ ড্রমণ্ডের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার কৈফিয়ৎ চাহিবেন; তাঁহার প্রতি যেরূপ খুসী, সেইরূপ ব্যবহার করিবেন—আমি আপত্তি করিব না।"

জেনারেল ভন রেমারের ন্যায় মহাসম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ জর্ম্মান রাজ-কর্ম্মচারীকে জর্ম্মান-রাজধানী বার্লিন নগরে একজন সাধারণ ইংরাজ যুবক কর্ত্তৃক এ ভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইবে,—ইহা কল্পনারও অতীত! ইহা মহাপঙ্কে নিমজ্জিত মহাকায় ঐরাবতের মস্তকে ভেকের পদাঘাতের ন্যায় অসহনীয়। যিনি সাহসে ও বীরত্বে জর্ম্মান সাম্রাজ্যের অগ্রগণ্য ব্যক্তি; কত ভীষণ সংগ্রামে যিনি মহাপরাক্রান্ত জর্ম্মান সৈন্য পরিচালিত করিয়াছেন; জর্ম্মানীর লক্ষ লক্ষ সৈন্য অবনত মস্তকে যাঁহার আদেশ পালন করে,—প্রধান প্রধান সেনানায়কগণও যাঁহার আদেশের প্রতিবাদ করিতে ভয় পান—সেই প্রাচীন, বহুদর্শী, সমরকুশল, বলবান বীরপুরুষ আজ কি না তাঁহার পৌত্রের 'বয়সী' একটি যুবকের কৌশলে পরাভূত, বিড়ম্বিত! ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, ক্ষোভে জেনারেল ভন রেমারের উন্নত মস্তক মাটীর সহিত মিশিয়া গেল। তিনি রোষ-কষায়িত নেত্রে

স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে নির্নিমেষ নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে,এবং তাহার প্রসারিত হস্তে টোটা-ভরা পাচনলা পিস্তল তাঁহার ললাটের অদূরে উদ্যত রহিয়াছে! জেনারেল সাহেব হতাশ ভাবে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী একটি প্যাকিং-বাক্সের উপর বসিয়া-পড়িলেন; তাহার পর ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "ওরে বিশ্বাস-ঘাতক কাপুরুষ! তুই অবিলম্বে তোর এই ধৃষ্টতার প্রতিফল পা'বি!"

স্মিথ ধীর স্বরে বলিল, "হাঁ, আমি কাপুরুষ বটে; কাপুরুষ না হইলে কি সিংহকে ভুলাইয়া আনিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করি, না তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে উঠাইতে-বসাইতে পারি? এই কাপুরুষকে আপনি অনর্থক ভয় দেখাইতেছেন; দণ্ডভোগের জন্য প্রস্তুত হইয়াই আমি এই কাপুরুষোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনি আমার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, আপনার যেরূপ খুসী আমার প্রতি সেই দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন, সেজন্য আমি চিন্তিত নহি।"

জেনারেল ভন অতঃপর এই দুঃসাহসী বাচাল বালকের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে ঘৃণা বোধ করিলেন; তিনি বক্ষঃস্থলে উভয় হস্ত সংস্থাপিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্মিথও নির্নিমেষ নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া সেই ভাবেই পিস্তলটা উচাইয়া রাখিল। এইরূপে ক্রমে পনের মিনিট চলিয়া গেল।—স্মিথ গলির মধ্যে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল; দারুণ উত্তেজনায় তাহার আপাদ-মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল।

স্মিথ ভাবিতে লাগিল—গলিতে কাহার পদশব্দ হইল? মিঃ ব্লেকের কি? তিনি ইতিমধ্যেই বিচ্ছুকে প্রতারিত করিয়া তাহার নিকট হইতে গুপ্ত রিপোর্ট হস্তগত করিতে পারিয়াছেন কি? তিনি কি গুদামের দ্বারে তাঁহার পলায়নের সঙ্কেত-সূচক করাঘাত করিতে আসিতেছেন?

যাহা হউক, স্মিথকে আর অধিকক্ষণ এই প্রকার দুশ্চিন্তায় কাটাইতে হইল না। পদশব্দ গুদামের দ্বারের বাহিরে আসিয়া থামিল ; কিন্তু দ্বারে তিনবার করাঘাতের পরিবর্ত্তে স্মিথ শুনিতে পাইল,—আগন্তুক দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সবেগে দ্বার ঠেলিতেছে !

বাহিরে কথা শুনিয়া স্মিথ বুঝিল—আগন্তুক একজন নহে, দুইজন ! একজন--সম্ভবতঃ যে দ্বার ঠেলিতেছিল—জর্ম্মান ভাষায় তাহার সঙ্গীকে বলিল, "কি বিপদ ! দ্বার যে ভিতর হইতে বন্ধ দেখিতেছি।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "বলেন কি ? ভিতর হইতে বন্ধ !—আমি. দেখিয়া গিয়াছি বিশ মিনিট পূর্ব্বেও ইহা খোলা ছিল।"

এই কথাবার্ত্তা শুনিয়া স্মিথের মূর্চ্ছার উপক্রম হইল ; সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল ; যেন তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিল।—কি সর্ব্বনাশ ! এখনই যে ধরা পড়িতে হইবে।

জেনারেল ভন রেমারও এই কথোপকথন শুনিয়াছিলেন ; সহসা তাঁহার চক্ষু উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ; তিনি যেন অকূল বিপদ-সাগরে কূল পাইলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ঠিক সেই সময় স্মিথ তাড়াতাড়ি তাহার দক্ষিণ হস্ত আর একটু প্রসারিত করিয়া পিস্তলের অগ্রভাগ দ্বারা তাঁহার ললাট প্রায় স্পর্শ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আপনি চীৎকার করিয়াছেন কি আমি ঘোড়া টিপিয়াছি !"

জেনারেল সাহেব আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না।—উভয়ে আগন্তুকদ্বয়ের কথা শুনিতে লাগিলেন।

একজন বলিল, "গুদাম ঘরের দরজা ত বন্ধ ; এখন আমি করি কি ? আমার ব্যাগ্‌টা যে এই ঘরের ভিতর আছে ; আর দশ মিনিট বৈ আমার ট্রেণের সময় নাই !—ব্যাগ্‌টা ফেলিয়া ত আমি যাইতে পারিব না !"

দ্বিতীয় ব্যক্তি—বোধ হয় সে হোটেলের কোনও চাকর—বলিল, "ব্যাগ ফেলিয়া আপনাকে যাইতে হইবে কেন? গুদামের অন্য ধারে আর একটা দরজা আছে, তাহা নিশ্চয়ই খোলা আছে। হোটেলের ভিতর দিয়া চলুন সেই দিকে যাই; আপনার ব্যাগ বাহির করিয়া দিতেছি।"

পদশব্দে স্মিথ বুঝিতে পারিল আগন্তুকদ্বয় অন্য দিক দিয়া দ্বিতীয় দ্বারের অভিমুখে আসিতেছে; ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল, উদ্বেগে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল! সে বুঝিল,—মুহূর্ত্ত পরেই তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে।—এখন উপায় কি?

স্মিথ ভাবিল, "এখন আর কোনও উপায় নাই; তবে যদি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রভু এখানে আসিয়া পড়েন, তবেই রক্ষা।"

কিন্তু তাহার এ আশা পূর্ণ হইল না। মিঃ ব্লেক দ্বারে সঙ্কেত-সূচক করাঘাত করিলেন না। দুই মিনিটের মধ্যে স্মিথ অন্য দ্বারের দিকে পদশব্দ শুনিতে পাইল।—হোটেলের ভিতর দিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয় গুদামের দ্বিতীয় দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দ্বারের কড়া ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

গুদামে যাঁহার ব্যাগ ছিল—তিনি বলিলেন, "এ ত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার, এ দ্বারও যে বন্ধ!"

ভৃত্য বলিল, "অসম্ভব!"

প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, "সম্ভব কি অসম্ভব, দ্বার ঠেলিয়া দেখ।"

ভৃত্য দ্বার ঠেলিল, কড়া ধরিয়া টানাটানি করিল,—কিন্তু দ্বার খুলিল না! সে হা'ল ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "বাহারে মজা! গুদামের দুই দরজাই ভিতর হইতে বন্ধ!—তবে কি গুদামে কোন চোর ঢুকিয়াছে? ভিতরে কেহ না থাকিলে ত দুই দিকের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ হইতে পারে না।"

প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, "নিশ্চয়ই ভিতরে কোনও লোক আছে।"

ভৃত্য বলিল, "এখনই তাহা বুঝিতে পারিব।-গুদামে কে আছ গো?--দরজা খোল!"—মুহূর্ত্তকাল সে উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু উত্তর মিলিল না, তখন সে সবেগে দরজায় পদাঘাত করিল।—সঙ্গে সঙ্গে আবার বলিল, "ঘরে কে আছ, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও; যদি না খোল,—তবে এখনই দরজা ভাঙ্গিয়া তোমাকে ধরিয়া পুলিশে দিব।"

জেনারেল ভন রেমার অত্যন্ত পুলকিত হইয়া চাপা গলায় বলিলেন, "কেমন হে ছোকরা! আর কতক্ষণ?"—অনন্তর তিনি চক্ষুর নিমিষে হাত তুলিয়া স্মিথের পিস্তলের চোঙটি খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন, এবং তাহা সবলে স্মিথের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিলেন।

স্মিথ দেখিল আর রক্ষা নাই! সে উভয় হস্তে জেনারেল ভন রেমারের আকর্ণ-প্রসারিত বিরাট গোঁফজোড়াটা ধরিয়া প্রাণপণে টানিতে লাগিল! ইতিমধ্যে ঐরাবততুল্য বিপুলদেহ জেনারেল স্মিথকে ভূতলশায়ী করিয়া সবলে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিলেন; কিন্তু স্মিথ তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভের আশায় এমন জোরে তাঁহার গুম্ফাকর্ষণ করিতেছিল যে, গোঁফজোড়াটা পড়্‌পড়্ করিতে লাগিল! জেনারেল সাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন; "দরজার বাহিরে কে আছ—শীঘ্র দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে এসো, চোর ধরিয়াছি।"

এইবার দ্বারে দুম্ দাম্ শব্দে সবুট পদাঘাত হইল; দ্বার সে আঘাত বরদাস্ত করিতে পারিল না, হুড় মুড় করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের ভৃত্য গুদামের মধ্যে হুমড়ি খাইয়া পড়িল।—তাহার পশ্চাতে দশ বার জন খানসামা!

কিন্তু কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহারা যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে তাহাদের কথা ফুটিল না, তাহারা চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহাদের বিস্ময়ের কারণ এই যে, তাহারা কয়েক মিনিট পূর্ব্বে হোটেলের সদর দরজা দিয়া জেনারেল ভন রেমারকে হোটেলে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বিতলে উঠিতে দেখিয়াছে; অথচ তিনি ভিন্ন পরিচ্ছদে নীচের গুদামে একটি অপরিচিত যুবকের সহিত ধস্তাধস্তি করিতেছেন!—এ কি রহস্য, বুঝিতে না পারিয়া তাহারা স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই অবসরে স্মিথ জেনারেল বাহাদুরের গোঁফজোড়াটা এমন জোরে বুকের দিকে টানিয়া আনিল যে, তাহার কতকগুলি পট্ পট্ শব্দে উৎপাটিত হইয়া তাহার মুঠার মধ্যে আশ্রয় লাভ করিল।—নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া জেনারেল সাহেব স্মিথকে ছাড়িয়া দিয়া বেদনাপ্লুত ওষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন; স্মিথ ও সুযোগ বুঝিয়া চক্ষুর নিমিষে উঠিয়া ভন রেমারকে ঠেলিয়া ফেলিয়া হোটেলের ভিতরের দিকের দরজা-অভিমুখে ছুটিল।

গোঁফে হাত বুলাইতে বুলাইতে জেনারেল ভন রেমার হুঙ্কার দিলেন, "ছোঁড়াকে ধর, ধর; উহাকে পলাইতে দিও না!"

দুই তিন জন ভৃত্য স্মিথের পথরোধ করিয়া তাহাকে ধরিতে গেল, কিন্তু সে অদ্ভুত কৌশলে তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া মুক্ত দ্বারপথে হোটেলের বারান্দায় প্রবেশ করিল; তাহার পর প্রশস্ত সোপানশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক মিঃ ব্লেকের সন্ধানে দ্বিতলে উঠিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জেনারেল ভন রেমারকে সঙ্গে লইয়া স্মিথ যখন গুদাম-ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল—তখন মিঃ ব্লেক গলির মধ্যে একখানি ভাড়াটে মোটর গাড়ীতে বসিয়া গুদামের দ্বারের দিকে চাহিতেছিলেন।—তিনি দেখিলেন, স্মিথ গুদামের দরজা খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বারপ্রান্তবর্ত্তী ভন রেমারের সহিত নিঃশব্দে কি কথা বলিতেছে। অল্পক্ষণ পরে জেনারেল ভন রেমারও গুদামে প্রবেশ করিলেন।—মিঃ ব্লেক আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া ত্বরিত পদে গাড়ী হইতে নামিলেন, তাহার পর ব্যস্তভাবে হোটেলের সদর দরজায় উপস্থিত হইলেন।

মিঃ ব্লেকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল—জেনারেল ভন রেমারের ছদ্মবেশে তিনি হোটেলের সকল লোককেই প্রতারিত করিতে পারিবেন। তাঁহাকে হোটেলের বারান্দায় উঠিতে দেখিয়া কয়েকজন প্রহরী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সামরিক প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন করিল; তাহারা তাঁহাকে চিনিত।—হোটেলের ম্যানেজার আফিস ঘরের জানালা দিয়া তাঁহাকে দেখিবামাত্র দ্রুতগতি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল।

উচ্চপদস্থ দাম্ভিক জর্ম্মান রাজকর্ম্মচারীগণের ন্যায় ছদ্মবেশী মিঃ ব্লেক তাহাদের সেই অভিবাদনে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে ম্যানেজারকে বলিলেন, "আমি মিঃ ড্রমণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

ম্যানেজার পুনর্ব্বার কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "হের ড্রমণ্ড আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার ঘরে চলুন।"

বিচ্ছু তখন তাহার কুঠরীতে বসিয়া তাহার বেহালাখানিতে একটা গদ বাজাইতেছিল। বেহালা তাহার চিরসঙ্গী! ম্যানেজার তাহার রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিবামাত্র সে বেহালাখানি টেবিলের উপর রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সুস্পষ্ট স্বরে বলিল, "অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভিতরে আসুন!"

ম্যানেজার সেই কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া বলিল, "জেনারেল ভন রেমার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই ছদ্মবেশী বিচ্ছু সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তাহার স্ত্রী জুডিথ্ এক-খানি আরাম-কেদারায় বসিয়া নভেল পড়িতেছিল; সে জেনারেল ভন রেমারবেশী ব্লেককে দেখিবামাত্র কেতাব রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর মাথা নোয়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।—যাইবার সময় সে দ্বার বন্ধ করিয়া গেল।

বিচ্ছু একখানি চেয়ার সরাইয়া দিয়া বলিল, "আপনি সম্রাটের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন কি?—তিনি আমার সহিত বন্দোবস্ত করিতে সম্মত আছেন?"

মিঃ ব্লেক তাচ্ছিল্য ভরে বলিলেন, "আমাকে এখানে আসিতে দেখিয়াই তোমার বুঝা উচিত ছিল—তোমার এই প্রশ্ন বাহুল্য মাত্র।"

মিঃ ব্লেক টেবিলের এক প্রান্তে উপবেশন করিলেন, বিচ্ছু একখানি চেয়ার টানিয়া টেবিলের অন্য ধারে ঠিক তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিল। তাহার পর নিম্ন স্বরে বলিল, "উত্তম, আপনার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম।—এখন আমার কথা শুনুন। আমি যে জিনিস আপনাদের

নিকট বিক্রয় করিতে আসিয়াছি, তাহা আপনাদের কাজে লাগিবে কি না—ইহাই জানিবার জন্য বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে আপনার আগ্রহ হইবে।"

বলা বাহুল্য, বিচ্ছু কি জিনিস জর্ম্মান গবর্মেণ্টের নিকট বিক্রয় করিতে আনিয়াছিল—মিঃ ব্লেক তাহা ভালই জানিতেন; কিন্তু তিনি তখন জেনারেল ভন রেমারের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন—সুতরাং ভন রেমার এ কথার যে উত্তর দিতেন—তাহাই বলিলেন; বলিলেন, "নিশ্চয়ই; আমরা যাহা কিনিব, তাহা ক্রয়ের যোগ্য কি না, না জানিয়া কেন কিনিব?—আমার বিশ্বাস, তুমি কোনও প্রয়োজনীয় গুপ্ত সংবাদ বিক্রয় করিতে আসিয়াছ।"

বিচ্ছু বলিল, "আপনার অনুমান সত্য; আমি একখানি গুপ্ত রিপোর্ট আনিয়াছি। বৃটীশ মন্ত্রীসমাজের একটি কমিটি হইতে এই রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়াছে; কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজশক্তির ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করিবার ইচ্ছা থাকিলে এই গুপ্ত রিপোর্টের সহায়তায় জানিতে পারিবেন—রাজ্যসংরক্ষণ-নীতিতে বৃটীশ জাতির কোন্ কোন্ ত্রুটী আছে, জানিতে পারিবেন—তাঁহাদের দুর্ব্বলতা কোথায়।—প্রকৃত পক্ষে, ইংরাজের শত্রুগণের পক্ষে এই রিপোর্ট মহামূল্য।"

বিচ্ছু তাহার পণ্যদ্রব্যের মূল্য কত অধিক, তাহা বুঝাইবার জন্য এই ভাবে অনর্গল বক্তৃতা করিতে লাগিল; মিঃ ব্লেক ইহাতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, কারণ তাঁহারও সময়ের মূল্য অল্প নহে। আর অধিক বিলম্বে সকল দিক নষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া তিনি বিচ্ছুর বক্তৃতা-স্রোতে বাধা দিলেন; অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন, "তোমার এত দোকানদারী করিবার আবশ্যক নাই, তুমি চোরা মাল বিক্রয় করিতে আনিয়াছ; আমাদের গবর্মেণ্টের তাহার প্রয়োজন আছে; সুতরাং আমি তাহা ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি।"

বিচ্ছু সোৎসাহে বলিল, "তাহা জানি বলিয়াই ত এখানে আসিয়াছি;

এমন সুযোগ কি কেহ ছাড়ে? এই রিপোর্টের সাহায্যে আপনারা ইংল্যাণ্ডকে মুঠার মধ্যে পুরিতে পারিবেন।—এখন বলুন, আপনারা এই রিপোর্টের জন্য আমাকে কত টাকা দিবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি যথেষ্ট দোকানদারী করিয়াছ; কিন্তু এ বিদ্যায় আমরাও অপটু নহি। এই রিপোর্টের বিনিময়ে তোমাকে কত টাকা দিতে পারি তাহা তোমাকে বলিবার পূর্ব্বে আমি জানিতে চাই, তুমি যাহা আমাদের নিকট বিক্রয় করিতে আনিয়াছ, তাহা তোমার মন-গড়া চোতা কাগজ নহে। ইহা যে সত্যই বৃটীশ গবর্মেণ্টের গুপ্ত রিপোর্ট, তুমি যে একখানি বাজে কাগজ দিয়া আমাদের নিকট হইতে কতকগুলি টাকা হস্তগত করিবার মতলব কর নাই—ইহার কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখাইতে পার? তুমি আমাদের প্রতারিত করিতে আস নাই,—ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব?"

বিচ্ছু বলিল, "বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ ভিন্ন আপনি উহা কেন লইবেন? —আমি এই মুহূর্ত্তেই আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি।"

বিচ্ছু তৎক্ষণাৎ তাহার দক্ষিণ পকেটে হাত পুরিল, মিঃ ব্লেক রুদ্ধ-নিশ্বাসে তাহার কাজ দেখিতে লাগিলেন; তিনি আশা করিলেন, এইবার সে গুপ্ত রিপোর্ট তাহার পকেট হইতে বাহির করিবে! কিন্তু বিচ্ছু তাহার পকেট হইতে যাহা বাহির করিল,—তাহা গুপ্ত রিপোর্ট নহে,—টোটা-ভরা পাচনলা একটা পিস্তল!

মিঃ ব্লেক সক্রোধে বিচ্ছুর মুখের দিকে চাহিলেন।

বিচ্ছু তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে বলিল, "আমাকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়া আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমি আপনাকে অবিশ্বাস করিতেছি না; কিন্তু আমি আপনার শিষ্টাচারের উপর নির্ভর করিয়াই কেন নিশ্চিন্ত থাকিব?—নিরস্ত্র হইয়া সিংহের গুহায় প্রবেশ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।"

অনন্তর বিচ্ছু তাহার অন্য পকেটে বাম হস্ত পুরিয়া লাল ফিতা দিয়া বাঁধা একখানি ভারি লেফাপা বাহির করিল; এবং তাহা মিঃ ব্লেকের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া—পিস্তলটি মিঃ ব্লেকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত করিল! তাহার পর সে বলিতে লাগিল, "আমি যে গুপ্ত রিপোর্টের কথা বলিলাম—ইহাই সেই রিপোর্ট। আপনি ইহা খুলিয়া ইহার প্রথম পৃষ্ঠা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। প্রথম পৃষ্ঠা দেখিলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন,—ইহা জাল রিপোর্ট নহে, আমার বা অন্য কাহারও মন-গড়া চোতা কাগজও নহে; সত্যই ইহা বৃটীশ কমিটার রিপোর্ট।—কিন্তু এত অল্পেই আপনাকে সন্তুষ্ট হইতে বলিতেছি না। আপনি এই রিপোর্টের শেষ পৃষ্ঠাখানিও খুলিয়া দেখিতে পারেন। শেষ পৃষ্ঠায় আপনি বৃটীশ সমর-সচিবের ও বৃটীশ নৌ-বহরের অধ্যক্ষের স্বাক্ষর দেখিতে পাইবেন।—ইহা অপেক্ষা আপনি আর কি অকাট্য প্রমাণের দাবী করিতে পারেন?" বিচ্ছু মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "আমি নিজে এ রিপোর্ট পাঠ করি নাই, সে আগ্রহও আমার নাই; কারণ আমি জানি আমার পক্ষে তাহা অনধিকারচর্চ্চা। কিন্তু উপযুক্ত মূল্য হস্তগত হইবার পূর্ব্বে আপনাকেও আমি এ রিপোর্ট পাঠ করিতে দিব না। আপনি উহার মর্ম্ম অবগত হইলে আর এ রিপোর্টের কি মূল্য থাকিবে?—আপনি ইহার অকৃত্রিমতার অবাধ প্রমাণ দেখিতে চাহিলেন,—সেই জন্যই আমি আপনাকে ইহার প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা দেখাইতে সম্মত হইয়াছি; কিন্তু আপনি স্থির জানিবেন, যদি আপনি আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া এই রিপোর্টের অন্য কোনও অংশ পাঠ করেন, কিম্বা কৌশলে ইহা হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমি সেই মুহূর্ত্তেই আপনাকে গুলী করিয়া মারিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

মিঃ ব্লেক এ কথার কোন উত্তর না দিয়া টেবিলের উপর হইতে

রিপোর্টখানি তুলিয়া লইলেন, অতি কষ্টে তিনি আত্মসংবরণে সমর্থ হইলেন, তথাপি রিপোর্টখানি তুলিয়া লইবার সময় তাঁহার হাত একটু কাঁপিল। তিনি ব্যগ্রদৃষ্টিতে রিপোর্টের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিলেন; তাহার পর হঠাৎ মুখ তুলিয়া বিচ্ছুর পশ্চাৎভাগে এমন ভাবে চাহিলেন—যেন তিনি বিচ্ছুর পশ্চাতে কাহাকেও দেখিতে পাইয়াছেন! —বিচ্ছু তাঁহার আকস্মিক মুখভাবের পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি বিচ্ছুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি রিপোর্ট-খানি পাছে পাঠ করি,—এই আশঙ্কায় তুমি আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উদ্যত রাখিয়াছ; কিন্তু তোমার এই সাবধানতা যথেষ্ট নহে মনে করিয়াই কি তুমি আমার উপর গোয়েন্দা লাগাইয়াছ?"

ব্লেকের কথা শুনিয়া বিচ্ছু যেন আকাশ হইতে পড়িল! সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "গোয়েন্দা! গোয়েন্দা কোথায়?"

মিঃ ব্লেক নিম্ন স্বরে বলিলেন, "আমি মনে করিয়াছিলাম, এই কক্ষে আমরা দুই জন ভিন্ন অন্য কোনও লোক নাই!"

বিচ্ছু বলিল, "সত্যই অন্য কেহ এ কক্ষে নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে জানালার ঐ পর্দ্দার আড়াল হইতে মাথা বাহির করিয়া কে আমার দিকে চাহিতেছিল?"

বিচ্ছুর পশ্চাতে—কয়েক হাত দূরে জানালার সম্মুখে একখানি পর্দ্দা প্রসারিত ছিল; মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সে মুহূর্ত্তের জন্য অসতর্ক হইল, মাথা ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিল।

মিঃ ব্লেক চক্ষুর নিমেষে রিপোর্টখানি পকেটে গুঁজিয়া বিচ্ছুর হাত হইতে পিস্তলটা ছিনাইয়া লইলেন। পিস্তল হস্তচ্যুত হওয়ায় বিচ্ছু তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া লাফাইয়া উঠিল; সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, তাহারই পিস্তল লইয়া মিঃ ব্লেক তাহার ললাটে উদ্যত করিয়াছেন!

বিস্মিত—স্তম্ভিত বিচ্ছু কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে মিঃ ব্লেক ধীর

গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি যদি গোলমাল কর—তাহা হইলে তোমার মঙ্গল নাই।—তুমি জান এ ইংলণ্ড নহে; তুমি জর্ম্মানীতে আসিয়াছ,—এ জর্ম্মান-রাজধানী বার্লিন; এখানে জেনারেল ভন রেমারের ন্যায় উচ্চপদস্থ সামরিক রাজকর্ম্মচারী যদি হঠাৎ তোমাকে গুলী করিয়া মারেন, তাহা হইলে সে অপরাধে তাঁহাকে বিচারালয় পর্য্যন্ত পৌঁছিতে হইবে—এ আশা কদাচ মনে স্থান দিও না। আমার কার্য্যের জন্য কেহই আমার কৈফিয়ৎ চাহিবে না—চাহিতে সাহস করিবে না। তুমি এই মুহূর্ত্তে চীৎকার করিয়া হোটেলের সমস্ত লোককে এখানে আনিয়া ফেলিতে পার; তাহাদিগকে তোমার যাহা খুসী বলিতে পার; কিন্তু আমি সকল কথা অস্বীকার করিলে এক প্রাণীও বিশ্বাস করিবে না—আমি মিথ্যা বলিতেছি, আর তুমি সত্য বলিতেছ! অধিক কি, যদি আমি তোমাকে গুলী করিয়া এইখানে হত্যা করি, আর হোটেলের লোকজন ব্যাপার কি জানিতে আসিলে যদি আমি বলি, তুমি আমার অপমান করিয়াছ বলিয়াই আমি স্বহস্তে তোমাকে প্রতিফল দিয়াছি,—তাহা হইলে সকলেই আমার কার্য্যের সমর্থন করিবে।—এ জর্ম্মান-রাজধানী বার্লিন, আর আমি কৈসারের দক্ষিণ হস্ত—জেনারেল ভন রেমার।—এখানে গণ্ডগোল করিয়া তোমার ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বিচ্ছু ঘামিয়া উঠিল; সে হতাশ ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল।—তাহার পর কাতর স্বরে বলিল, "তবে কি আমি এই রিপোর্টের জন্য কিছুই পাইব না? আমি যে জীবন বিপন্ন করিয়া উহা সংগ্রহ করিয়াছি!"

মিঃ ব্লেক বিচ্ছুকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখেই থাকিল। বিচ্ছুর কথা শেষ হইবামাত্র স্মিথ ঝড়ের মত বেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বলিল, "পলাইয়া যান

কর্ত্তা, বাঁচিতে চান ত শীঘ্র পলায়ন করুন।—হোটেলের লোক-জন ভন রেমারকে সঙ্গে লইয়া এই দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র বিচ্ছু লাফাইয়া উঠিল, তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল; সে ব্যগ্রভাবে বলিল, "ওহো! এতক্ষণে বুঝিলাম, তুমি জাল রেমার—তুমি জেনারেল রেমার নও, তুমি রবার্ট ব্লেক, রেমারের ছদ্মবেশে চোরের উপর বাটপাড়ি করিতে আসিয়াছিলে!—আমি তোমাকে ছাড়িতেছি না।"

বিচ্ছু তাড়াতাড়ি দ্বারের নিকট আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "কে কোথায় আছ—শীঘ্র এস! চোর ধরিয়াছি; জাল রেমার ছত্রিশ নম্বর ঘরে আছে।"—বিচ্ছু দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তে তাঁহার সঙ্কট বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন, দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেই তাঁহাকে ধরা পড়িতে হইবে! তিনি বিচ্ছুকে ঠেলিয়া সেই কক্ষ হইতে বাহির হইলেই জেনারেল ভন রেমার ও হোটেলের লোকজন অবিলম্বে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবে, তিনি ও স্মিথ দু'জনে তাহাদের সকলের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিবেন না।

কিন্তু মিঃ ব্লেক এই সঙ্কটে হতবুদ্ধি বা হতাশ্বাস হইলেন না, তৎক্ষণাৎ তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। তিনি বিচ্ছুকে এক ধাক্কায় কক্ষের বাহিরে ঠেলিয়া তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া দ্বারে চাবি দিলেন!

স্মিথ হতাশ ভাবে বলিল, "এ সঙ্কটে কিরূপে উদ্ধার লাভ করিব?—আপনি পলায়নের চেষ্টা না করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন কেন?—উহারা যে এখনই দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিবে।"

মিঃ ব্লেক এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়া সেই কক্ষের পশ্চাদ্বর্ত্তী বাতায়ন-সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার পর্দ্দা সরাইয়া শার্শি

খুলিয়া ফেলিলেন।—এই বাতায়ন ভেদ করিয়া পলায়ন করিলে উদ্ধার লাভের সম্ভাবনা আছে,—ইহা তিনি হোটেলের বিভিন্ন অংশ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক ব্যগ্র ভাবে স্মিথকে বলিলেন, "ইহাই পলায়নের পথ। নীচে পাকশালার ঢালু ছাদ, সেই ছাদে লাফাইয়া পড়। সেখান হইতে আট দশ ফিট নীচেই মাটী; আর একটি লোকের ওয়াস্তা। এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না, পদশব্দে বুঝিতেছি উহারা আসিতেছে।"

স্মিথ আর বাক্যব্যয় না করিয়া জানালার নিকট আসিল।—এ সকল জানালা আমাদের দেশের অট্টালিকাসমূহের গরাদে দেওয়া জানালার মত নহে। স্মিথ চক্ষুর নিমেষে সেই জানালা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পাকশালার ছাদে লাফাইয়া পড়িল। জানালার অল্প নীচেই সেই ছাদ।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ স্মিথের অনুসরণ করিলেন। তিনি ও স্মিথ পাকশালার ঢালু ছাদ অতিক্রম পূর্ব্বক তাহার প্রান্তভাগে উপস্থিত হইতে না হইতে রুদ্ধদ্বার কক্ষের দ্বার ভাঙ্গিয়া হোটেলের ভৃত্য ও কর্ম্মচারিগণ জেনারেল ভন রেমারের সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, সর্ব্বাগ্রে বিচ্ছু।—বিচ্ছু মুক্ত বাতায়নের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দুর্ব্বৃত্তেরা ঐ জানালা দিয়া পলাইয়াছে! শীঘ্র চল, পাকশালার ছাদেই উহারা ধরা পড়িবে।"

বিচ্ছু সর্ব্বাগ্রে পাকশালার ছাদে লাফাইয়া পড়িল; দশ পনের জন তাহার অনুসরণ করিল। ক্রোধে ক্ষোভে জেনারেল ভন রেমার গোঁফ ফুলাইয়া হুঙ্কার দিলেন, "শীঘ্র উহাদিগকে গ্রেপ্তার কর।—বার্লিনে আসিয়া আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়—এত সাহস!"

বিচ্ছু দলবল লইয়া যখন পাকশালার ছাদের কিনারায় আসিল, তখন মিঃ ব্লেক ও স্মিথ ভূতলে অবতরণ করিয়া দ্রুতবেগে হোটেলের

প্রাঙ্গণ অতিক্রম পূর্ব্বক একটি সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন! সে দিকে তখন লোকজন ছিল না; ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া সকলেই তখন ব্যগ্রভাবে বিভিন্ন সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতেছিল। সেই অবসরে মিঃ ব্লেক ও স্মিথ নির্ব্বিঘ্নে পূর্ব্বোক্ত গলির ভিতর সংরক্ষিত মোটর গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

তাঁহারা মোটর গাড়ীতে উঠিয়াই দেখিতে পাইলেন, বিশ পঁচিশ জন লোক হোটেল হইতে বাহির হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটা পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছিল; সে অদূরবর্ত্তী মোটর লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িল।

পিস্তলের গুলী মিঃ ব্লেকের টুপি ভেদ করিয়া চলিয়া গেল; সৌভাগ্য ক্রমে তিনি আহত হইলেন না। মোটরখানি নক্ষত্রবেগে গলির ভিতর হইতে রাজপথে আসিয়া পড়িল; গাড়ীর পশ্চাতে শত শত লোক 'ধর্ ধর্' শব্দে ছুটিল, পুনঃ পুনঃ বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল! কিন্তু একটি গুলিও মোটর স্পর্শ করিতে পারিল না।—কয়েক মিনিটের মধ্যেই মোটরখানি নগরের পথ অতিক্রম পূর্ব্বক প্রান্তরে আসিয়া পড়িল, এবং নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

* * * *
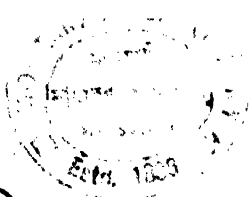
জর্ম্মান সম্রাটের নিকট যখন এ সংবাদ পৌছিল—তখন তিনি ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হইয়া উঠিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই জর্ম্মানীর সমগ্র পুলিশ-সৈন্য টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সাহায্যে পলাতকদ্বয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিল; জর্ম্মানী হইতে দেশান্তরে গমনের যে সমস্ত পথ-ঘাট ছিল—সর্ব্বত্র কড়া পাহারা বসিল; কিন্তু সকলের সকল চেষ্টা বৃথা হইল। মিঃ ব্লেক জর্ম্মানীর এই কৌশলপূর্ণ ষড়যন্ত্র এইরূপে নিষ্ফল করিলেন।

বিফল চেষ্টায় রাত্রিটা কাটিয়া গেল। পরদিন প্রত্যুষে বার্লিন নগরের দশ মাইল পশ্চিমে একটি পল্লীগ্রামের সন্নিহিত প্রান্তর-প্রান্তে একখানি খালি মোটর গাড়ী দেখিতে পাওয়া গেল।—মিঃ ব্লেক ও স্মিথ সে সময় জর্ম্মান-সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক বেলজিয়মের ভিতর দিয়া প্যারিস অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন।

জর্ম্মানীর ষড়যন্ত্র

—:•:—

ভূমিকা

ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে, দীর্ঘকাল হইতে সশস্ত্র শান্তি বিরাজিত ছিল। কিছুদিন হইতে ইউরোপে শান্তি সংরক্ষণের একটা 'ধুয়া' উঠিয়াছিল বটে; কিন্তু যাঁহারা অনায়াসে শান্তি নষ্ট করিয়া কারণে বা অকারণে সমরানল প্রজ্বালিত করিতে সমর্থ, তাঁহারা যে এই ধুয়ার সমর্থন করেন নাই, ইউরোপের বর্ত্তমান মহাসমরই তাহার প্রমাণ, এবং এই পৃথিবীব্যাপী, বিপুল ধনজনক্ষয়কর মহাসমরের জন্য জর্ম্মান্ সম্রাটই দায়ী।

জর্ম্মানী বহুদিন হইতেই ইংলণ্ডের প্রভুত্ব ও গৌরব খর্ব্ব করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন; এতদিন পরে জর্ম্মানী প্রকাশ্য রণে, কেবল ইংলণ্ডের নহে, সমগ্র ইউরোপের শক্তি-পরীক্ষায় উদ্যত হইয়াছেন। বর্ত্তমান উপন্যাসে জর্ম্মানীর যে ষড়যন্ত্রের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সফল হইলে হয় ত জর্ম্মানী অনেক দিন পূর্ব্বেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিত; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জর্ম্মানীর সেই ষড়যন্ত্র সফল হয় নাই; এবং ইউরোপের বর্ত্তমান মহাসমরের সহিত এই আখ্যায়িকা-বর্ণিত 'জর্ম্মানীর ষড়যন্ত্রের' কোনও সংস্রব নাই। এই উপাখ্যানে যে সময়ের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার

পর ইংলণ্ডের রাজ-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; বৃটীশ মন্ত্রী-সমাজেরও নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং বলা বাহুল্য, এই উপন্যাস-বর্ণিত রাজ-পারিষদবর্গের সহিত ইংলণ্ডের বর্ত্তমান মন্ত্রী-সমাজের কোনও সম্বন্ধ নাই; এবং বর্ত্তমান সমর সম্বন্ধীয় কোনও ব্যাপার লইয়া এই উপন্যাস রচিত হয় নাই।

আমাদের মহামহিমান্বিত সম্রাট শান্তির পক্ষপাতী; জর্ম্মান সম্রাটের বিরাট দম্ভে ও গগনস্পর্শী স্পর্দ্ধায় বাধ্য হইয়াই তিনি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,—ইহা তাঁহার স্বমুখের উক্তিতেই সুপ্রকাশিত।—বীরের যাহা কর্ত্তব্য, স্বদেশ-প্রেমিকের যাহা কর্ত্তব্য, বর্ত্তমান সমর-সঙ্কটে ইংরাজজাতি তাহা প্রাণপণে সম্পাদন করিতেছেন; তাঁহাদের স্বদেশ-বাৎসল্য ও আত্মত্যাগের পরিচয়ে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। যাঁহার রাজ্যে আমরা এত কাল চরম শান্তিতে বাস করিতেছি, এই নিদারুণ সমর-সঙ্কট কালে তাঁহার প্রতি আমাদেরও কর্ত্তব্য উপেক্ষিত হইতেছে না; ইহা যথেষ্ট আশা ও আনন্দের কথা! আমাদের দেশের রাজা প্রজা সকলেই যথাশক্তি ভারতেশ্বরের সদুদ্দেশ্যের সমর্থনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; ভারতীয় সৈনিকবৃন্দ স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডের সিংহ-লাঞ্ছিত গৌরব-সমুন্নত পতাকা-মূলে সমবেত হইয়া শান্তি-ধ্বংসকারী দেশবৈরীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে স্বদেশের কোনও অমঙ্গল সংঘটিত হইতে পারে এই আশঙ্কায়, বহুদিন পূর্ব্বে একজন স্বদেশপ্রেমিক মহাপ্রাণ ইংরাজ-যুবক আত্ম-জীবন তুচ্ছ করিয়া কি কৌশলে জর্ম্মানীর ষড়যন্ত্র-জাল ব্যর্থ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক স্বদেশ-বাৎসল্য ও আত্ম-ত্যাগের একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই উপন্যাসের অবতারণা।

উপসংহার

অপরাহ্নের সুলোহিত তপন-কিরণানুরঞ্জিত ট্রান্‌মায়ার কাস্‌ল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। লর্ড ওয়ারিংটন তাঁহার শয়নকক্ষস্থ বাতায়ন-সন্নিহিত শয্যায় উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি সুদূর-প্রসারিত তরুচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন পথে সন্নিবদ্ধ—যে পথ রেল-ষ্টেশন হইতে ট্রান্‌মায়ার কাস্‌লে আসিয়া মিশিয়াছিল।

সেই দিন মধ্যাহ্নে সার অস্‌কার মাঁড প্যারিস হইতে একখানি টেলিগ্রাম পাইয়াছিলেন ; তাহাতে লিখিত ছিল :—

"আজ ফিরিতেছি। সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটের ট্রেণে ট্রান্‌মায়ারে পৌঁছিব। ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাইবেন।—ব্লেক।"

ট্রেণ ষ্টেশনে আসিবার বহু পূর্ব্বেই সার অস্‌কার একখানি মোটর গাড়ী লইয়া ষ্টেশনে যাত্রা করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়ারিংটন পায়ের বেদনায় তখনও শয্যাত্যাগে অসমর্থ ; তাই তিনি সতৃষ্ণ নয়নে পুনঃ পুনঃ পথের দিকে চাহিতেছিলেন। তাঁহার উদ্বেগের সীমা ছিল না ; মিঃ ব্লেক কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতেছেন,—তাহা স্থির করিতে না পারিয়া দুশ্চিন্তায় তিনি ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হইল ; আকাশে দুই একটি তারকা ফুটিয়া উঠিল। মুক্ত সমুদ্রবক্ষঃ-প্রবাহিত অব্যাহত সমীরণ-প্রবাহ উপবনস্থিত বৃক্ষপত্রে প্রতিহত হইয়া শন্ শন্ শব্দ করিতে লাগিল ; কিন্তু সেই সুশীতল বায়ু-প্রবাহে লর্ড ওয়ারিংটনের উৎকণ্ঠা-প্রতপ্ত দেহ শীতল হইল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল ;—তিনি উৎকর্ণ হইয়া অধীর চিত্তে তখনও সেই পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।